কেরল, সামুদ্রিক, স্বর,

জ্যোতিষ শাস্ত্র সংগ্রহ।

শ্রী কে, নাগেশ্বর রাও শর্ম্মা কর্ত্তৃক
কলিকাতা, ৫০ নং [illegible] রোড (লোয়ার চিৎপুর রোড) হইতে
প্রকাশিত।

শ্রী কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
হিন্দি ভাষা হইতে অনুবাদিত।

কলিকাতা
৫ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট
"ডাক্তার বর্ম্মণস্ মেডিকেল্ প্রেস"
অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

[মূল্য ১||০ দেড় টাকা মাত্র।]

কেরল, সামুদ্রিক, স্বর,

জ্যোতিষ শাস্ত্র সংগ্রহ।

শ্রী কে, নাগেশ্বর রাও শর্ম্মা কর্ত্তৃক

কলিকাতা, ৪৪ নং শর্ম্মতলা লেন (লোয়ার চিৎপুর রোড) হইতে

প্রকাশিত।

শ্রীকেদার নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

হিন্দি ভাষা হইতে অনুবাদিত।

কলিকাতা

৫ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট
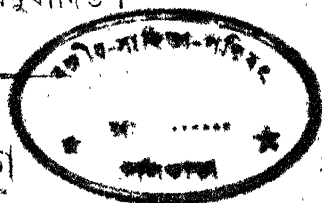
"ডাক্তার বর্ম্মণস্ মেডিকেল্ প্রেসে"

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।]

ভূমিকা।

জগতে মানব মাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, যে, আমার ভবিষ্যত আকাশে কীদৃশ দুর্ঘটনা সকল ঘটিবে, সেই বিষয় অবগত হইবার জন্য মানবমাত্রেই নানাবিধ শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া অথবা যে সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলী, শাস্ত্রালোচনা দ্বারা দিনাতিপাত করেন তাঁহাদের নিকট অবগত হইবার নিমিত্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষি সকল অতি গভীর গবেষণা দ্বারা এই সমুদয় বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অসীম প্রতিভাবলে জগতে এমন কিছু বিষয় দেখা যায় না, যাহার অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কারে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অভাবনীয় পরিশ্রম ও অমানুষী বুদ্ধিবলে ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমানের প্রকাশক জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মাবলী আবিষ্কার করতঃ মানবের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষ হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়, আবার যে গণিতের সাহায্যে এই জ্যোতিষের অভাবনীয় শক্তি অবগত হইতে পারা যায়, তাহা সর্ব্বপ্রথমে এই স্বর্ণভূমির প্রাচীনতম ঋষিরাই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, পরে এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হইতেই দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। গণিতের মূলসূত্র দশগুণোত্তরাবৃত্তি সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, কারণ জ্যোতিষ ও গণিতে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে এই জ্যোতিষশাস্ত্র যে এদেশ হইতে সর্ব্বস্থানের লোকের জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন করাইয়াছে, সে বিষয়ের আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তাহার সমুদায়ই প্রাচীন দেবভাষা সংস্কৃতে লিখিত, পূর্ব্বে ইহাই আর্য্যাদিগের মাতৃভাষা ছিল, ঘটনাচক্রে তাহা এখন মৃতভাষায় পরিণত হইয়াছে, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের নিকট আর ইহার তাদৃশ গৌরব নাই, তাঁহারা ইংরাজীর আলোকে আলোকিত হইয়া, প্রাচীন ঋষিদিগকে স্বার্থপর প্রভৃতি নানাদোষে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইংরাজের অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ইংরাজ যদি পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলেন, তবে আমরা তাঁহাদেরই যুক্তি আশ্রয় করিয়া পৃথিবীকে ত্রিকোণই বলিব, সমুদয়ই সময়ের গুণ। সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনা এখন সাধারণ্যে দেখাই যায় না, যাহাও অল্প পরিমাণে আছে, তাহাও অনেকের কেবল পাঠ্যাবস্থার সঙ্গিনী, পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিলেই অর্থকরী ইংরাজী-ভাষা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং সংস্কৃত একপ্রকার দুর্জ্ঞেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় আজকাল বঙ্গভাষায় লিখিত অনেক প্রকার গ্রন্থ সাধারণে আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বোক্ত

জ্যোতিষশাস্ত্রকেও কতক পরিমাণে আদৃত হইতে দেখা যায়। আমি সেই আশায় কথঞ্চিৎ অভাব দুরীকরণের জন্য সমুদয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সার সংকলন করিয়া প্রচলিত বিশুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত করাইয়া প্রচার করিলাম।

"বিফলান্যানি শাস্ত্রাণি বিবাদাস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥"

এই প্রাচীনতম ঋষিবাক্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জ্যোতিষশাস্ত্রই সকল শাস্ত্রের সারভূত, অপরাপর সকল শাস্ত্রই কেবল বিবাদমালায় পরিপূর্ণ। আমি সেই জ্যোতিষ, কেরল, স্বর ও সামুদ্রিক এই চারি শাস্ত্রের সার সংকলন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলাম। যে গ্রন্থচতুষ্টয় কেবল ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানেরই একমাত্র প্রকাশক; সেই চারিখানি গ্রন্থ অবলম্বনেই এই পুস্তক লিখিত হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে গেলে সংস্কৃতভাষায় লিখিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক, একেত সংস্কৃত আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বিশেষতঃ গ্রন্থাধিক্য বশতঃ অনেকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে না, সরল বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশ কেবল সাধারণের সুখবোধের জন্য। এক্ষণে সাধারণ পণ্ডিত মণ্ডলী কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার গ্রন্থস্থিত ভ্রমাদি দোষ পরিহার করিয়া যদি কথঞ্চিৎ উপকার বোধ করেন, তবে শ্রম সফল বোধ করিব। ভরসা এই যে, "যতন্তেসজ্জনা নিত্যং পরদোষাপহ্নুতয়ে"।

আমি প্রথমতঃ উক্ত শাস্ত্রের সার সংকলন পূর্ব্বক তৈলঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করি, তাহাতে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া অপরাপর ভাষাতেও প্রকাশ করিবার জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়া, কিছুদিন হইল হিন্দী ভাষাতে অনুবাদ করাইয়াছিলাম এবং তাহাতেও সিদ্ধকাম হইয়া সম্প্রতি বঙ্গভাষাতে ইহা প্রকাশ করিতেছি, অনুবাদ সম্বন্ধে কোন স্থানে মূলের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। মূল্যও সাধারণের পাঠের নিমিত্ত যৎসামান্য রাখা হইল।

শ্রী কে, নাগেশ্বর রাও শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

জ্যোতিঃশাস্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

কেরল শাস্ত্র।

স্বর শাস্ত্র।

সামুদ্রিক শাস্ত্র।

৩ মিথুন
৪ কর্কট
২ বৃষ
১ মেষ
১২ মীন
১১ কুম্ভ
১০ মকর
৫ দ্বাদশাংশ
৬ ত্রিংশাংশ
১০, ১১, ১২
পৃষ্ঠা দেখিলে
সব বুঝা যাইবে
২ রা
১২
৩
১
১১ শু
৪
১০
৫ কু
৭ চং
৯
৬
বু, শু, র, শ
৮ কে
২২, ২৩, পৃষ্ঠা দেখ।

লগ্ন কুণ্ডলি।

জ্যোতিঃশাস্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতের মধ্যে যে সমুদয় শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ বিশিষ্ট বেদকে প্রাচীনতম ঋষিরা অপৌরুষেয় বলিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত বেদের ষড়ঙ্গকে ঈশ্বরের এক একটি অঙ্গ কল্পনা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রকে তাহার প্রধান অঙ্গ চক্ষু স্বরূপ কল্পনা করিয়া, উল্লিখিত শাস্ত্রের মহিমা অধিকতর রূপে বর্দ্ধন, ও ইহাই যে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই তিন কালের এক মাত্র প্রকাশক, তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সকল বেদের অঙ্গ ছয়টির মধ্যে, ছন্দ ইহাঁর পাদদ্বয়, শব্দ শাস্ত্র ইহাঁর মুখ, কল্প ইহাঁর পাণিদ্বয়, শিক্ষা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বরূপ, নিরুক্ত শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ এবং জ্যোতিষকেই ভগবানের চক্ষু স্বরূপ উল্লেখ করিয়া, জ্যোতিষ শাস্ত্র যে সকল শাস্ত্রের সার ভূত, তাহা প্রতিপন্ন করত শাস্ত্র বিভাগ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদাস্তেষু কেবলম্ ॥
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌতত্র সাক্ষিণৌ ॥ ১

প্রাচীন শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষুঃ সূর্য্যো অজায়ত" এই শ্রুতির প্রমাণানুসারে জগদীশ্বরের মন এবং চক্ষু স্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য, যে শাস্ত্রের সাক্ষী তাহাই ফলীভূত ও অপরাপর গুলি কেবলই বিবাদাস্পদীভূত ও বিফল ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এই প্রধান শাস্ত্র. ময়নামক দানব সূর্য্যের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষা করেন।

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসোবশিষ্টাত্রি পরাশরাঃ ॥
কশ্যপো নারদো গার্গ্যো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ ॥ ১
রোমশো পুলশ শ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ ॥
শ্যোনকাষ্টাদশোহ্যেতে জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদাঃ ॥ ২

সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ট, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গার্গ্য, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমশ, পুলশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু, ও শৌনক এই অষ্টাদশ মহর্ষিই প্রথমে জ্যোতিঃশাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন। আবার অপরাপর ঋষিরা ইঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া, শেষে এই শাস্ত্রকে মুহূর্ত্ত, জাতক ও সিদ্ধান্ত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পরব্রহ্ম মায়া পরবশ, নক্ষত্র মণ্ডল ও সূর্য্যাদি নব গ্রহ ইহার আদি স্বরূপ হইতেছে। এই কারণে যাহার এই পরব্রহ্ম নিরূপক জ্যোতিঃশাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা হইবেক; তাঁহার নক্ষত্র সূর্য্যাদি গ্রহ, দ্বাদশরাশি ও ইহাদের স্বভাব, গতি, গুণ ধর্ম্ম ইত্যাদি উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত গ্রহ, রাশি ইত্যাদির গুণ ও ধর্ম্ম ভূগোলকে উত্তম রূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই পৃথিবীতে যাহার যে কিছু সুখ, দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ এই যে, গ্রহগণের নিজ নিজ গতির বিভিন্নতা, এবং যে গ্রহ দ্বারা এই দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার নিজের গতির ভিন্নতা অনুসারেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভের এবং পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, সাঙ্গোপাঙ্গ ও জ্যোতিঃ শাস্ত্র পাঠকরা আবশ্যক। অতএব প্রাণী সকলের সুখ, দুঃখ, গ্রহ এবং রাশি সকলের স্বভাব অনুসারেই ঘটিয়া থাকে। রাশি এবং গ্রহ সকলের গুণ ও ধর্ম্মাদি এই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

নক্ষত্র সকলের নাম।

অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, আশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বাফল্গুনী, উত্তরাফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূল, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া (অভিজিত) শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শত ভিষা, পূর্ব্বাভাদ্রপদা, রেবতী, সমুদয়ে এই সাতাইশটি নক্ষত্র আছে; ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক নক্ষত্রে ৪ চারি চারি পাদ আছে, অর্থাৎ এই নক্ষত্র সকলের

ভুক্ত কাল ৪ ভাগে বিভক্ত, সুতরাং ২৭টী নক্ষত্রে ১০৮ পাদ হইতেছে এবং এই ১০৮ পাদ ১২টি রাশিতে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যেক রাশিতে নক্ষত্র সকলের ৯টি পাদ ভোগ হইয়া থাকে।

অশ্বিনী, ভরণী, নক্ষত্রের ৮ পাদ এবং কৃত্তিকার এক পাদ মেষ রাশি। কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিণীর চারি পাদ ও মৃগশিরার ২ পাদ বৃষরাশি। মৃগশিরার অর্দ্ধ, আর্দ্রার চারি পাদ এবং পুনর্ব্বসুর ৩ পাদ মিথুনরাশি। পুনর্ব্বসুর এক পাদ, পুষ্য ও অশ্লেষার চারি চারি পাদ কর্কট রাশি। মঘা পূর্ব্বাফল্গুনীর ৮ পাদ এবং উত্তরাফল্গুনীর ১ পাদ সিংহ রাশি। উত্তরাফল্গুনীর ৩ পাদ, হস্তার চারি পাদ, এবং চিত্রার ২ পাদ কন্যা রাশি। চিত্রার ২ পাদ, স্বাতীর ৪ পাদ ও বিশাখার ৩ পাদ তুলা রাশি। বিশাখার ১ পাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার ৮ পাদ, বৃশ্চিক রাশি। মুলা, পূর্ব্বাষাঢ়ার ৮পাদ ও উত্তরাষাঢ়ার ১ পাদ ধনুরাশি। উত্তরাষাঢ়ার ৩ পাদ, শ্রবণার ৪ পাদ ও ধনিষ্ঠার ২ পাদ মকর রাশি হয়। ধনিষ্টার ২ পাদ, শতভিষার ৪ পাদ পূর্ব্বাভাদ্রপদার ৩ পাদ কুম্ভরাশি। পূর্ব্বাভাদ্রপদার ১ পাদ, উত্তরাভাদ্রপদার ৪ পাদ, এবং রেবতীর ৪ পাদ মীনরাশি হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্লেষা নক্ষত্র, কেবল মেষ হইতে চতুর্থ রাশি কর্কতে চারিপাদ ভোগ হয়, এজন্য ইহাকে সন্ধি নক্ষত্র কহে, আরও এই অশ্লেষা নক্ষত্র অন্য রাশি ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ঐ স্থানেই পূর্ণ চারিপদ ভোগ হইয়া শেষ হইয়া যাইতেছে। অতঃপর ঐ রূপ মঘা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিক রাশিতে অন্ত্য হইয়া যাওয়ায় উহাও একটি সন্ধি নক্ষত্র। আরও মূল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ নক্ষত্র রেবতী ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সন্ধি নক্ষত্র হইতেছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে "গণ্ডান্ত" নক্ষত্র ও কহিয়া থাকে। (রাশিগণেরদ্বারা নক্ষত্র ভাগ কেরল শাস্ত্রে দৃষ্টিকর)

অন্ধকাদি নক্ষত্র।—যে সকল নক্ষত্রের উপর সূর্য্যের সম্পূর্ণ স্থিতি হয়, ঐ নক্ষত্র হইতে ক্রমান্বয়ে চারিটি নক্ষত্রকে অন্ধ নক্ষত্র কহে। তৎপরে ছয়টি ২ নেত্র বিশিষ্টা, তাহার পর নয়টি, এক নেত্র বিশিষ্টা, তৎপরে পুনরায় ৫টি ২ নেত্র বিশিষ্টা, আর তিনটি নক্ষত্র অন্ধ হয়। ইহাতে জানা যাইতেছে যে প্রথম চারিটি—ও শেষ ৩টি, এই সাতটি—অন্ধ নক্ষত্র।

জীব নির্জীব সংজ্ঞক নক্ষত্র।—যে তিনটি নক্ষত্রের উপর সূর্য্য অবস্থিতি করেন, এবং উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আবার অপর গুলি উপর আগমন করেন, তখন এই পূর্ব্বোক্ত, তিনটি মৃত৷ হয়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে মৃতা নক্ষত্র কহে। ইহারপর সাতটি অর্দ্ধ জীবিত, তাহার পর আবার একটি মৃত স্বভাব, তৎপরে ৮টি সম্পূর্ণাজীব, পরে আবার একটি নক্ষত্র মৃত স্বভাব, পরে আবার ৭টি নক্ষত্র চতুর্থাংশ জীবধারী হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম ৩টি মৃত, তাহার পর সাতটি অর্দ্ধ জীবিত, পরে আর একটি মৃত, ইহার পর ৮টি সম্পূর্ণ জীবিত, আবার একটি মৃতস্বভাব, এবং সাতটি নক্ষত্র চতুর্থাংশ জীব ধারী হইতেছে।

চর, স্থির, ক্ষিপ্র, মৃদু, দারুণ, নক্ষত্র নাম।

স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা এই পাঁচটি নক্ষত্রকে চর অর্থাৎ গমনশীল নক্ষত্র কহে। রোহিণী, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা এই চারিটি, কে স্থির অর্থাৎ অচল নক্ষত্র কহে। অশ্বিনী, হস্তা, পুষ্যা এই তিনটি নক্ষত্রকে ক্ষিপ্র, অর্থাৎ শীঘ্র গামী নক্ষত্র কহে। চিত্রা, রেবতী, মৃগশিরা, অনুরাধা এই চারিটিকে মৃদু অর্থাৎ মন্দগমনশীল নক্ষত্র কহে। মূলা আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা এই চার নক্ষত্রকে দারুণ অর্থাৎ অতিতীব্র নক্ষত্র কহে। ভরণী, মঘা, পূর্ব্বাফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বাভাদ্রপদা এই পাঁচ নক্ষত্রকে ক্রূর অর্থাৎ খল নক্ষত্র কহে। আর কৃত্তিকা ও বিশাখা এই দুইটিকে সাধারণ নক্ষত্র কহে।

এই রূপে নক্ষত্র সকলের প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহাদের স্বভাব অনুসারে ফলা ফল বলা কর্ত্তব্য।

রাশি দিগের নাম।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু মকর, কুম্ভ, মীন, রাশি সমুদায়ে এই বারটি মাত্র। জ্যোতিঃশাস্ত্র মধ্যে যে সকল জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কিত আছে, তাহা কেবল বারটি রাশির রূপানুসারে হইয়াছে, ইহাকে ভচক্র বা রাশিচক্র কহে। ঐ সকল রাশি পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রের পদানুকূল বলিয়া পরিগণিত হয়। যে রাশি যেসময়ের মধ্যে ২৭টি নক্ষত্র কে বেষ্টন করিয়া এক এক আবর্ত্তন

সমাপ্ত করে, সেই কালকে ভগণ বলা হয়। আর উক্ত রাশিচক্রের আবর্ত্তনচক্র, এক দিন রাত্রির মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বেষ্টন করিয়া আসে। সূর্য্যাদি নবগ্রহ পশ্চিম দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে।

মেষ।—১ কাল পুরুষের শির, ২ক্রূর স্বভাব, ৩ ইহার অধিপতি মঙ্গল, ৪ রাত্রি বলী, ৫ চর স্বভাব, ৬ পূর্ব্ব দিগের অধিপতি, ৭ রক্তবর্ণ, ৮ অজাকার, ৯ পুরুষ রাশি, ১০ ক্ষত্রিয় জাতি, ১১ অগ্নিতত্ত্ব, ১২ অধিক শব্দকারী, ১৩ চতুষ্পাদ, ১৪ পৃষ্ঠোদয়।

বৃষভ।—১ কাল পুরুষের মুখ, ২ সৌম্য প্রকৃতি, ৩ শুক্র ইহার অধিপতি, ৪ রাত্রি বলী, ৫ স্থির প্রকৃতি, ৬ দক্ষিণদিগধিপতি, ৭ শ্বেতবর্ণা, ৮ বৃষভাকার, ৯ স্ত্রীরাশি, ১০ বৈশ্যজাতি, ১১ ভূমিতত্ত্ব, ১২ অধিক শব্দ, ১৩ চতুষ্পাদ, ১৪ পৃষ্ঠোদয়।

মিথুন।—১ কালপুরুষের বক্ষঃস্থল, ২ ক্রূর স্বভাব, ৩ ইহার অধিপতি বুধ, ৪ রাত্রি বলী, ৫, দুই প্রকার প্রকৃতি, ৬ পশ্চিম দিগধিপতি, ৭শুক্লবর্ণা, ৮ পূর্ব্বার্দ্ধ স্ত্রীরূপ এবং উত্তরার্দ্ধ পুরুষাকৃতি, ৯ পুরুষ রাশি, ১০ শূদ্রজাতি, ১১ বায়ুতত্ত্ব, ১২ অধিক স্বর, ১৩ নর রাশি, ১৪ মস্তকে উদয়।

কর্ক।—১ কাল পুরুষের হৃদয়, ২ সৌম্যপ্রকৃতি, ৩ ইহার অধিপতি বুধ, ৪ রাত্রি, বলী ৫ চর অর্থাৎ গমনশীল, ৬ উত্তরদিগধিপতি, ৭ শ্বেত রক্ত সংযুক্ত বর্ণ, ৮ কর্কটের আকার বিশিষ্ট, ৯ স্ত্রীরাশি, ১০ ব্রাহ্মণ জাতি, ১১ জল তত্ত্ব, ১২ নিঃশব্দ, ১৩ জলচর, ১৪ পৃষ্ঠ হইতে উদয় হয়।

সিংহ।—১ কাল পুরুষের উদর, ২ ক্রূর স্বভাব, ৩ সূর্য্যাধিপতি, ৪ দিবাবলী, ৫ স্থির অর্থাৎ অচল, ৬ পূর্ব্বদিগধিপতি, ৭ শ্বেত ও ধূমে মিশ্রিতবর্ণ, ৮ সিংহাকৃতি, ৯ পুরুষরাশি, ১০ ক্ষত্রিয়জাতি, ১১ অগ্নিতত্ত্ব, ১২ অধিক স্বর, অর্থাৎ শব্দকারী, ১৩ চতুষ্পাদ রাশি, ১৪ শীর্ষোদয়।

কন্যা।—১ কাল পুরুষের কটিদেশ, ২ সৌম্য প্রকৃতি, ৩ বুধ ইহার অধিপতি, ৪ দিবা বলী, ৫ দ্বিস্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি এক প্রকার নহে। ৬ দক্ষিণ দিকের অধিপতি, ৭ চিত্র বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্টা, ৮ শস্য এবং অগ্নিযুক্ত নৌকার উপর উপবিষ্ট। ৯ স্ত্রীরাশি, ১০ বৈশ্যজাতি, ১১ ভূমি তত্ত্ব, ১২ অল্প স্বর বিশিষ্ট। ১৩ নর রাশি, ১৪ শীর্ষদেশে উদয়।

তুলা।—১ কাল পুরুষের নাভি, ২ ক্রূরস্বভাব, ৩ শুক্র ইহার অধিপতি, ৪ দিবা বলী, ৫ চর অর্থাৎ গমনশীল, ৬ পশ্চিম দিকের অধিপতি, ৭ নীল বর্ণ, ৮ পুরুষাকার, ৯ পুরুষরাশি, ১০ শূদ্রজাতি, ১১ বায়ুতত্ত্ব, ১২ শব্দহীন, ১৩ নররাশি, ১৪ শীর্ষ স্থানে উদয়।

বৃশ্চিক।—১ কাল পুরুষের লিঙ্গ, ২ সৌম্য প্রকৃতি, ৩ মঙ্গল অর্থাৎ কুজ ইহার অধিপতি, ৪ দিবা বলী, ৫ স্থির প্রকৃতি, ৬ উত্তর দিগের অধিপতি, ৭ স্বর্ণ বর্ণ এবং রক্ত বর্ণে মিশ্রিত বর্ণ বিশিষ্ট, ৮ বৃশ্চিক অর্থাৎ বিছার ন্যায় আকার, ৯ স্ত্রী রাশি, ১০ ব্রাহ্মণ জাতি, ১১ জল তত্ত্ব, ১২ শব্দ শূন্য, ১৩ কীট রাশি, ১৪ শীর্ষোদয়।

ধনু।— ১ কাল পুরুষের জঙ্ঘা অর্থাৎ উরুদেশ, ২ ক্রূর স্বভাব, ৩ গুরু ইহার অধিপতি, ৪ রাত্রিবলী, ৫ দ্বিপ্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের ধর্ম্মই ইহাতে আছে। ৬ পূর্ব্বদিকের অধিপতি, ৭ কপিল বর্ণ, ৮ শরীরের উপরার্দ্ধ পুরুষাকৃতি এবং অধঃ শরীর অশ্বাকার, ৯ পুরুষ রাশি, ১০ ক্ষত্রিয় জাতি, ১১ অগ্নি তত্ত্ব, ১২ অর্দ্ধ স্বরবিশিষ্ট, ১৩ পূর্ব্বার্দ্ধ নররাশি, অপরার্দ্ধ চতুষ্পদ জন্তু রাশি, ১৪ পৃষ্ঠদেশে উদয়।

মকর।—কাল পুরুষ অর্থাৎ মৃত্যুর পদস্বরূপ, ২ সৌম্য প্রকৃতি, ৩ শনি ইহার অধিপতি, ৪ রাত্রি বলী, ৫ চর অর্থাৎ গমনশীল, ৬ দক্ষিণ দিগের অধিপতি, ৭ শুক্ল ও কপিল বর্ণ মিশ্রিত বর্ণ, ৮ মকর নামক মৎস্যের আকার বিশিষ্ট শরীর, ৯ স্ত্রীরাশি, ১০ বৈশ্য জাতি, ১১ ভূমিতত্ত্ব, ১২ অর্দ্ধস্বর বিশিষ্ট, ১৩ উপরার্দ্ধ শরীর চতুষ্পদ জন্তুর আকার, উত্তরার্দ্ধ জলচর জন্তুর আকৃতি, ১৪ পৃষ্ঠে উদয়।

কুম্ভ।—১ কাল পুরুষের জানু অর্থাৎ হাঁটু, ২ ক্রূর স্বভাব, ৩ শনি ইহার অধিপতি, ৪ দিবাবলী, ৫ স্থির অর্থাৎ অচল, ৬ পশ্চিম দিকের অধিপতি ৭ কৃষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, ৮ হস্তেঘট লইয়া উপবিষ্ট, ৯ পুরুষরাশি, ১০ শূদ্রজাতি, ১১ বায়ুতত্ত্ব, ১২ অর্দ্ধ স্বর বিশিষ্ট, ১৩ নররাশি, ১৪ শীর্ষোদয়।

মীন।—১ কাল পুরুষের পদদ্বয়, ২ সৌম্য প্রকৃতি, ৩ বৃহস্পতি ইহার অধিপতি, ৪ রাত্রি দিবা উভয়বলী, ৫ দ্বি স্বভাব, ৬ উত্তরদিকের অধিপতি,

৭ শুভ্র বর্ণ, ৮ মৎস্য সদৃশ আকার, ৯ স্ত্রীরাশি, ১০ ব্রাহ্মণ জাতি, ১১ জলতত্ত্ব—১২ শব্দ রহিত, ১৩ জল চর, ১৪ পৃষ্ঠ এবং শীর্ষ উভয় স্থানে উদয়।

এই দ্বাদশরাশির মধ্যে ১ম অঙ্গবিভাগ, ২য় স্বভাব, ৩য় আধিপত্য, ৪র্থ দিবা বা রাত্রি বল নির্ণয়, ৫ম দ্বিস্বভাবাদি, ৬ষ্ঠ দিকপরত্ব আধিপত্য, ৭ম বর্ণ, ৮ম অঙ্গসকলের আকার, ৯ম পুরুষ, স্ত্রী ইত্যাদি রাশি, ১০ম জাতি, ১১শ তত্ত্ব, ১২শ রাশি সকলের শব্দ, ১৩শ নর, জলচর, স্থলচর, চতুষ্পাদাদি নির্ণয়, এবং ১৪শ রাশি পৃষ্ঠ, শীর্ষ ইত্যাদিতে উদয় বিবরণ লেখা হইল। ইহাকে সামান্যতঃ রাশি স্বভাব বলা যায়। এই স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া, সেই সেই রাশির ফল বিচার করা কর্ত্তব্য, দৃষ্টান্তের স্বরূপ কিছু কিছু শুভাশুভ ফল নিম্নে লিখিত হইল।

অঙ্গ বিভাগের প্রয়োজন।—যে রাশিকে কাল পুরুষের যে অঙ্গ বলা হইল, ঐ রাশিতে উক্ত পুরুষের ঐ অঙ্গের বল উৎপন্ন হয়। যদি শুভ গ্রহ যুক্ত হয়, তবে বলবান এবং যদি অশুভ গ্রহযুক্ত হয়, তবে হীনবল, এই রূপেই ক্রূর সৌম্যাদি বিভাগ; চর, স্থির, দ্বিস্বভাব আদি, বিভাগ, স্ত্রী পুরুষ, ইত্যাদির বিভাগের প্রয়োজন জানা যাইতেছে।

আধিপত্য বিবরণ প্রয়োজন।—যে রাশি যাহার অধিপতি থাকিবেক, তাহার অনুকুল শুভাশুভ ফল দান শক্তি তাহাতেই থাকিবেক। এই প্রকার বর্ণ, আকার ও জন্তুবিভাগ, দিগাধিপত্য নির্ণয় প্রয়োজন ও অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ, কেবল শাস্ত্রোক্ত চোর নিরূপণ, এবং তাহার দ্রব্য ও দিক সকলের স্বরূপ, ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন করিবার সময়ে, রাশির স্বভাবানুসারে স্থির করা যায়। এক্ষণে রাশিজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, পরে উহার উপর স্থিত গ্রহ সকল ও নিরূপণ করা কর্ত্তব্য—

গ্রহ।

সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই কয়েকটিকে নবগ্রহ কহে। কেহ কেহ এই রাহু ও কেতু কে ছায়াগ্রহ কহেন, সুতরাং তাহাদের মতে গ্রহ সাতটি মাত্র, পরন্তু অধিকাংশ লোকেই নবগ্রহ, স্বীকার করেন, এই জন্য এই গ্রন্থে নবগ্রহ বর্ণন করা হইল।

সূর্য্য।—১ ক্ষত্রিয়, ২ সত্বগুণ যুক্ত, ৩ পুরুষ গ্রহ, ৪ রক্ত ও শ্যাম মিশ্রিত বর্ণ, ৫ রাজা ৬ অগ্নি ইহার অধিদেবতা, ৭ পূর্ব্ব দিগধিপতি, ৮ অগ্নি অধিপতি

৯ ব্রাহ্মণাধিপতি, ১০ পিঙ্গল বর্ণ চতুষ্কোণাকৃতিনেত্র, ক্ষুদ্র কেশ, পৈত্তিক স্বভাব, ১১ দেবালয়, পূজন গৃহের অধিপতি, ১২ স্থূল বস্ত্র ধারী, ১৩ তাম্র, ১৪ কটুতীক্তরস, ১৫ শনি, শুক্র ইহার শত্রু; বুধ ইহার উদাসীন; গুরু, কুজ, চন্দ্র, মিত্র, ১৬ মধ্যাহ্ন কালে অভিমান শীল, ১৭ অস্থি হইতে বলবান ১৮ বৃদ্ধ গ্রহ।

চন্দ্র।—১ বৈশ্য, ২ সত্ব গুণযুক্ত, ৩ স্ত্রী গ্রহ, ৪ শ্বেতবর্ণ, ৫ রাজা, ৬ জলাধিদেবতা, ৭ বায়ুদিগধিদেবতা, ৮ জলাধিপতি, ৯ বৈশ্যবর্ণাধিপতি, ১০ বৃত্ত-কায়, মৃদুবাক্য, দিব্য দৃষ্টি, বাতশ্লেষ্ম মিশ্র, গুণবান, জ্ঞানবান, ১১ জল সমীপ স্থান, এবং স্নানাঙ্গনাধিপতি, ১২ নূতন বস্ত্র ধারী, ১৩ দ্রব্য মণি, ১৪ লবণ রস, ১৫ রবি বুধ মিত্র, মঙ্গল গুরু শুক্র, শনি উদাসীন, ১৬ অপরাহ্নকালে অভিমান শীল, ১৭ রক্ত হইতে বলিষ্ঠ, ১৮ যুবাগ্রহ।

মঙ্গল।—১ ক্ষত্রিয়, ২ তমোগুণযুক্ত, ৩ পুরুষগ্রহ, ৪ রক্ত গৌর মিশ্র বর্ণ ৫ সেনাধিদেবতা, ৬ কুমারাধিদেবতা, ৭ দক্ষিণ দিগধিপতি, ৮ অগ্নি অধিপতি, ৯ ক্ষত্রিয় বর্ণাধিপতি, ১০ যাহার কটিদেশ শূন্য, ১১ পিত্ত স্বভাব, চঞ্চল বুদ্ধি অগ্নির স্থান ও পাকশালা স্থান, ১২ দগ্ধ বস্ত্র ধারী, ১৩ দ্রব্য স্বর্ণ, ১৪ তিক্ত রস, ১৫ বুধ ইহার শত্রু, শুক্র শনি উদাসীন; গুরু, চন্দ্র, সূর্য্য, মিত্র; ১৬ মধ্যাহ্নকালে অভিমানশীল, ১৭ অস্থিগতমজ্জা হইতে বলিষ্ঠ, ১৮ যুবাগ্রহ।

বুধ।—১ শূদ্র, ২ রজোগুণযুক্ত, ৩ নপুংসক, ৪ হরিৎবর্ণ, ৫ যুবরাজা-ধিপতি ৬ কেশবাধিদেবতা, ৭ উত্তরদিগধিপতি, ৮ ভূমিঅধিপতি, ৯ শূদ্রবর্ণা-ধিপতি, ১০ বৃত্তকায় বাত পিত্ত শ্লেষ্ম স্বভাব, হাস্যপ্রিয় গণিত, শিল্প, কবিত্ব লেখ-করণাদি সমর্থ, ১১ ক্রীড়াগৃহের অধিপতি, ১২ শিথিল বস্ত্র ধারী, ১৩ দ্রব্য পিতল কুল, ১৪ ষড়রস, ১৫ চন্দ্র ইহার শত্রু, মঙ্গল গুরু শনি উদাসীন; রবি শুক্র মিত্র ১৬ প্রাতঃকালে অভিমানশীল, ১৭ চর্ম্মাবধি বলিষ্ঠ, ১৮ যুবাগ্রহ।

গুরু।—১ ব্রাহ্মণ, ২ সত্বগুণযুক্ত, ৩ পুরুষ, ৪ গৌরবর্ণ, ৫ মন্ত্রী, ৬ ইন্দ্রাধি-দেবতা, ৭ ঈশান্যদিশাধিপতি, ৮ আকাশাধিপতি, ৯ ব্রাহ্মণ বর্ণাধিপতি, ১০ স্থূল শরীর স্বর্ণ বর্ণ কেশ ও নেত্র, দিব্যবুদ্ধি শ্লেষ্মপ্রকৃতি, ধন কোষাধিপতি, ১২ মধ্য বসন ধারী, ১৩ দ্রব্য রৌপ্য, ১৪ মধুর রস, ১৫ বুধ শুক্র ইহার শত্রু; শনি উদাসীন, সূর্য্য চন্দ্র এবং মঙ্গল মিত্র। ১৬ প্রাতঃকালে অভিমানশীল, ১৭ ইহার মস্তিষ্ক সার হইতে বলিষ্ঠ ১৮ যুবাগ্রহ।

শুক্র।—১ ব্রাহ্মণ, ২ রজোগুণযুক্ত, ৩ স্ত্রীগ্রহ, ৪ শ্বেতবর্ণ, ৫ মন্ত্রী, ৬ ইন্দ্রাণী অধিদেবতা, ৭ অগ্নিদিগধিপতি, ৮ জলাধিপতি, ৯ ব্রাহ্মণ বর্ণাধিপতি, ১০ চারু শরীর চারু নেত্র, বাতশ্লেষ্মমিশ্র প্রকৃতি, শ্যাম কেশ, সুখাসক্ত; ১১ শয়নালয়াধিপতি, ১২ দৃঢ়বস্ত্রধারী, ১৩ দ্রব্য মুক্তা, ১৪ অম্লরস ১৫ সূর্য্য চন্দ্র শত্রু, মঙ্গল, গুরু উদাসীন, বুধ শনি মিত্র, ১৬ অপরাহ্ণসময়ে অভিমানশীল, ১৭ ইন্দ্রিয় হইতে বলিষ্ঠ, ১৮ মধ্যম বয়সেস্থিত।

শনি।—১ চণ্ডাল, ২ তমোগুণযুক্ত, ৩ ক্লীবগ্রহ, ৪ কৃষ্ণ বর্ণ, ৫ দাস, ৬ ব্রাহ্মণাধিদেবতা, ৭ পশ্চিম দিগধিপতি, ৮ বায়ু অধিপতি, ৯ সঙ্করজাতির অধিপতি, ১০ কপিল নেত্র, কৃশকায়, দীর্ঘ দন্ত, শুকর লোম সদৃশ লোম বিশিষ্ট, বাত প্রকৃতি, তন্দ্র, ভয়ঙ্কর, দরিদ্র; ১১ ধূলিস্বামী, ১২ শিথিল বস্ত্রধারী, ১৩ দ্রব্য লোহা সীসা, ১৪ কটুরস, ১৫ সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল শত্রুক, গুরু উদাসীন, শুক্র বুধ মিত্র, ১৬ সায়ংকালে অভিমান শীল, ১৭ নলী হইতে বলিষ্ঠ, ১৮ বৃদ্ধগ্রহ।

রাহু।—গুণবান, ম্লেচ্ছাচার, কুটীল স্বভাব, চোর, স্ত্রীজাতি, ধৈর্য্য যুক্ত, অপসব্য বস্ত্রধারী।

কেতু।—সর্প লইয়া সন্ন্যাসী স্বরূপ, ভিক্ষুক, পক্ষী ভাষা প্রবীন, মন্ত্র তন্ত্র পটু, সঙ্কর জাতি, বৈদ্য, অপরের কার্য্য স্বীকার কারী, তীর্থ যাত্রাপ্রিয়, যোগাভ্যাস শীল।

এই উপরে লিখিত গ্রহ সকলের, ১ম জাতি, ২য় গুণ, ৩য় পুরুষ, স্ত্রী, নপুংসকাদি, ৪র্থ বর্ণ, ৫ম বৃত্তি, ৬ষ্ঠ আধিদেবত্ব, ৭ম আধিপত্য, ৮ম পৃথিব্যাদি ভুতাধিপত্য, ৯ম জাতি ভেদ, ১০ম শরীরের উপচয় ও অপচয়, নেত্র কেশাদি নিরূপণ, ১১শ পদার্থাধিপত্য, ১২শ বসনাদি বিচার, ১৩শ কোন দ্রব্য প্রিয় বা বিরুদ্ধ, ১৪শ রস, ১৫শ শত্রু, উদাসীন, এবং মিত্রতা বিচার, ১৬শ কালানুসারে অভিমানশীলতা, ১৭শ কোনস্থান হইতে বলবান, ১৮শ কৌমার, যুবা, বৃদ্ধাদি অবস্থা বর্ণন করা গেল।

প্রশ্নকালীন লগ্ন স্থিত গ্রহ সকলের, ও উপরে লিখিত মেষাদি রাশি সকলের অনুযায়ী বলাবল ভাবহইতে ফলাফল জ্ঞান করিতে হয়। চৌর প্রশ্নে চোরের বয়স, বর্ণ, জাতি এবং বস্ত্রাদিভেদ সমুদয়ই এই গ্রহ সকলের অনুকুল কি না, নির্ণয় করা উচিত, শেষ বিষয় সকল এবং তাহার প্রয়োজন ও তাহার ভাব ফলাধ্যায়ে লেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষড়্‌বর্গ নির্ণয়।

বর্গ শব্দের অর্থ এই যে ইহাদ্বারা একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিতেছে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, পরাশরাদি ঋষি সকল তাহা ৬ ছয় প্রকার বলিয়া গিয়াছেন। ১ম রাশি, ২য় হোরা, ৩য় ত্রয়াংশ, ৪র্থ নবাংশ, ৫ম দ্বাদশাংশ, ৬ষ্ঠ ত্রিংশাংশ; এই স্থানে অংশ হইতে বিভাগ অনুমান করা কর্ত্তব্য। এই জন্য প্রত্যেক লগ্ন রাশি, ও তাহা ২, ৩, ৯, ১২, এবং ৩০ ভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেক ভাগ ৩০, ১৫, ১০, সাড়ে তিন, আড়াই এবং ১ ভাগ ক্ষেত্র হইতেছে।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে প্রত্যেক লগ্নের ভুক্ত কাল আনিয়া লগ্নদণ্ডের যে সময়ে প্রশ্ন হইবেক, উক্ত লগ্নদণ্ডকে ১, ২, ৩, ৯, ৩০, ভাগ করিয়া যে ভাগ ক্ষেত্রেতে ফল আসিবে, তাহার অধিপতি নিশ্চয় করিয়া ফলাফল বলা উচিত। এই জন্য ইহার লক্ষণ বলা যাইতেছে।

প্রথম বর্গ।—(ঐ স্থানে রাশি পড়িয়া থাকে) ইহাতে ৩০ ভাগ ক্ষেত্র হইতেছে। রাশি সকলের যে যে অধিপতি হইবে, তাহারা বর্গাধিপতিও হইবে। যেমন মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল, বৃষভ তুলার শুক্র, মিথুন, কন্যার বুধ, ধনু ও মীনের গুরু, মকর ও কুম্ভের শনি, সিংহের সূর্য্য, কর্কটের চন্দ্র, এই সকলকে প্রথম বর্গের অধিপতি বলাযায়।

দ্বিতীয় বর্গ।—(হোরা) রাশিকে দুই ভাগ করিয়া প্রথম ১৫ ভাগ ক্ষেত্রকে প্রথম, ২য় ১৫ ভাগ ক্ষেত্রকে দ্বিতীয় হোরা কহে। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ এই কয় বিষম রাশির প্রথম হোরা চক্রের অধিপতি সূর্য্য এবং সমরাশি বৃষভ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই কয় সমরাশির প্রথম হোরা চক্রের অধিপতি চন্দ্র হইতেছে। এই রূপ বিষম রাশি সকলের দ্বিতীয় হোরা চক্রের অধিপতি চন্দ্র এবং সমরাশি সকলের দ্বিতীয় হোরা চক্রের অধিপতি সূর্য্য হইতেছে। বৃষভ, কর্ক, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন এই কয়েকটি রাশির অধিপতি চন্দ্র হন। মেষ, মিথুন, সিংহ তুলা, ধনু, কুম্ভ এই

কয়েকটি রাশির অধিপতি সূর্য্য হইতেছেন। এই রূপে দ্বিতীয় হোরা চক্রে প্রথম একান্তর বিষম রাশি সকলের অধিপতি চন্দ্র, এবং সম একান্তর রাশি সকলের অধিপতি সূর্য্য হইতেছেন।

তৃতীয় বর্গ।—(ত্রয়াংশ) রাশিকে তিন ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে ১০ অংশ ক্ষেত্র হয়। যে প্রকারে প্রথম ত্রয়াংশের ১০ অংশ ক্ষেত্র, দ্বিতীয় ত্রয়াংশের ১০ অংশ ক্ষেত্র এই উভয় ২০ অংশ, এবং তৃতীয় ত্রয়াংশের ও ১০ অংশ ক্ষেত্র, এই তিন মিলিত হইয়া ৩০ অংশ; ইহার প্রথম ভাগে লগ্নাধিপতি, দ্বিতীয় ভাগে পঞ্চম স্থানাধিপতি এবং তৃতীয় ভাগে নবম স্থানাধিপতি জ্ঞাত হওয়া উচিত। যেরূপ মেষ লগ্নের মঙ্গল, রবি, গুরু; বৃষভ লগ্নের শুক্র, বুধ, শনি; মিথুন লগ্নের বুধ, শুক্র, শনি; কর্কট লগ্নের চন্দ্র, মঙ্গল, গুরু; সিংহ লগ্নের রবি, গুরু, মঙ্গল; কন্যা লগ্নের বুধ, শনি, শুক্র; তুলা লগ্নের শুক্র, শনি, বুধ; বৃশ্চিক লগ্নের কুজ, গুরু, চন্দ্র; ধনু লগ্নের গুরু, কুজ, রবি; মকর লগ্নের শনি, শুক্র, বুধ; কুম্ভ লগ্নের শনি, বুধ, শুক্র; মীন লগ্নের গুরু, চন্দ্র, কুজ; ইহাদিগের এক এক রাশির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াংশাধিপতি জানা উচিত।

চতুর্থ বর্গ—(নবাংশ) এক এক রাশিকে নয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে লব্ধ ৩ অংশ ২০ কলা হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় ভাগ ক্রমান্বয়ে প্রথমাংশ, দ্বিতীয়াংশ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ, সপ্তমাংশ, অষ্টমাংশ এবং নবাংশ বলাযায়। এখন যদি, মেষ, সিংহ এবং ধনু এই রাশিত্রয়ের যে কোন নবাংশে প্রশ্ন করা যায়, তবে ঐ গণনাতে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া রাশি গণনা করা উচিত। যেরূপ সিংহ লগ্নের তৃতীয়াংশে প্রশ্ন হইল, এখন তৃতীয় রাশি মিথুন, হইতেছে ইহার অধিপতি ঐ তৃতীয়াংশের অধিপতি হইবেক। আবার বৃষ, কন্যা মকর ইহাতে মকরকে লইয়া গণনা করিতে হইবেক। মিথুন, তুলা, কুম্ভ এই তিন রাশি লইলে, তুলা হইতে গণনা হইবেক। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশি লইলে, কর্কট হইতে গণনা করিবে। এই রূপে গণনা করিয়া নবাংশাধিপতি স্থির করিতে হয়। চর রাশিতে প্রথম নবাংশ, স্থির রাশিতে পঞ্চম নবাংশ, এবং দ্বিস্বভাব রাশিতে নবম নবাংশ থাকিলে বর্গোত্তম সংজ্ঞা হয়।

পঞ্চম বর্গ— (দ্বাদশাংশ) এক রাশিকে ১২ ভাগ করিয়া তাহা হইতে লব্ধ ২ অংশ ৩০ কলা হইতেছে। যে রাশির যে দ্বাদশাংশের অন্তর্গত যে অংশে প্রশ্ন হয়, ঐ অংশের গণনা করিয়া, ঐ পরিমিত গণনা ঐ রাশি হইতে গণিতে হইবে; যেমন বৃষভ হইতে ৮ম দ্বাদশাংশে প্রশ্ন হইল; এখন বৃষ হইতে ৮ রাশি গণিতে হইবেক, উহা ধনু হইল। ইহার অধিপতি ঐ অংশের অধিপতি হইবেক। তোমার দেখিতে হইবে মীন পর্য্যন্ত গণিয়া, সংখ্যা সমাপ্ত না হইলে পুনরায় মেষ হইতে গণনা কর, এবং আবার মীন লগ্ন হইয়া গেলেও পুনরায় মেষ হইতে গণনা কর।

ষষ্ঠ বর্গ।—(ত্রিংশাংশ) এক রাশিকে ত্রিশভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে ৬০ কলা হয়। এখন যদি বিষম রাশির ত্রিংশাংশের যে কোন ভাগে প্রশ্ন করা হয়, এবং ঐ ভাগ এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত হয়, তবে উহার অধিপতি মঙ্গল, অবশিষ্ট ৫ ভাগ শনি, ৮ ভাগে গুরু, ৭ ভাগে বুধ, আবার ৫ ভাগে শুক্র। আর সমরাশিতে ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত শুক্র, আবার ৭ পর্য্যন্ত বুধ, ৮ পর্য্যন্ত গুরু, পুনরায় আবার পাঁচ পর্য্যন্ত শনি; অনন্তর পাঁচ ভাগ মঙ্গল। এই রূপে ত্রিংশাংশাধিপতির কল্পনা করা উচিত। এই রূপ প্রশ্ন জাতক লগ্ন চক্র ইত্যাদির বর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তৎপরে ৬ ভাগের অংশ সকলের বিচার, এবং রাশি, হোরা ত্রয়াংশাদি অধিপতি সকলের কল্পনা করিয়া ফলা ফল বলা উচিত। যে ব্যক্তির সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ষড়বর্গ মধ্যে অনেক শুভ গ্রহ সংযুক্ত থাকে, তাহাদের ফলে সুখ লাভ হয়।

মুসলমান জ্যোতিঃ শাস্ত্রকার দিগের মতে বর্গ ছয়টী না হইয়া ১২ বারটি, উহাদের মতে প্রথমোক্ত ছয়টির মধ্যে ত্রয়াংশ অর্থাৎ তৃতীয় বর্গ হয় না। এই জন্য উপরে ৬ বর্গ লেখা হইলেও তন্মধ্যস্থ ত্রয়াংশ ব্যতিরিক্ত অপর পাঁচটি এবং চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ, সপ্তমাংশ, ও অষ্টমাংস, দশমাংশ, একাদশাংশ, এই সাতটী লইয়া সর্ব্ব সমেত ১২টি হইতেছে। বরাহ মিহির ইত্যাদি ঋষি সকল কেবল ষড়্ বর্গ মাত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি অবশিষ্ট সাতটির অর্থাৎ ত্রয়াংশ ভিন্ন ৫টি বাদে অবশিষ্ট ৭ টির বিশেষ জ্ঞানার্থ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পাদাংশ বা চতুর্থাংশ।... রাশিকে ৪ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের

সাড়ে সাত অংশ ক্ষেত্রের হইতেছে। লগ্ন ৪র্থ, সপ্তম এবং দশম এই কয়টি উক্ত অংশের কেন্দ্র সংজ্ঞা হয়। সুতরাং ইহার অধিপতি এই চতুর্থাংশের অধিপতি হইবেক।

পঞ্চমাংশ।—রাশিকে ৫ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের ৬ অংশ ক্ষেত্রের হইতেছে। ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই পাঁচ অংশ। এখন যে বিষম রাশির পঞ্চমাংশ প্রশ্নের মধ্যে হয়, এবং উহার যে যে অংশে প্রশ্ন হয় তাহা ক্রমান্বয়ে উহার অধিপতি মঙ্গল, শনি, গুরু, বুধ ও শুক্র এবং যদি সমরাশির পঞ্চমাংশ প্রশ্নের মধ্যে হয়; আরও উহার যে অংশে প্রশ্ন হয়, তাহা ক্রমানুসারে শুক্র, বুধ, গুরু, শনি এবং মঙ্গল তাহাদের অধিপতি জানিবে।

ষষ্ঠাংশ।—রাশিকে ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের, ৫ অংশ ক্ষেত্রের হইতেছে। এখন যে বিষম রাশির যে ষষ্ঠাংশে প্রশ্ন হয়, ঐ অংশ সংখ্যা হইতে মেষকে লইয়া ঐ পর্য্যন্ত গণনাকর। যেরূপ মিথুন এই ৩য় রাশির ৫ম অংশে প্রশ্ন হইল। তবে মেষ হইতে ৫ম রাশির অধিপতি ঐ অংশের অধিপতি হইবেক। আর যদি সমরাশি হয়, তবে তুলা হইতে গণনা করিলে, উহার অধিপতি ঐ অংশের অধিপতি হইবেক।

সপ্তমাংশ।—কোন রাশিকে সাত ভাগ করিয়া আবার প্রত্যেক ভাগে ৪ অংশ ১৭ কলা ও সাড়ে আট বিকলা অংশ, ক্ষেত্র হইয়া থাকে। এখন যদি সমরাশির সপ্তমাংশে প্রশ্ন হয়, তবে যে অংশে প্রশ্ন হইবে ঐ সংখ্যা হইতে ঐ রাশির সপ্তম রাশি পর্য্যন্ত গণনা করা উচিত। যথা বৃষ এই রাশির তৃতীয় সপ্তমাংশে প্রশ্ন হইল, এখন বৃষ হইতে সপ্তম রাশি বৃশ্চিক হইতেছে, এবং ইহা হইতে মকর ৩য় হইতেছে, উহার অধিপতি এই নবাংশের অধিপতি হইবেক। আর যদি বিষম রাশি হয়, তবে উহা হইতেই গণনা করিতে হইবে।

অষ্টমাংশ।—রাশিকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে তিন অংশ ৪৫ কলা হয়। এখন যদি চর রাশির যে কোন অষ্টমাংশের অভ্যন্তর গত অংশে প্রশ্ন হয়, তবে মেষ হইতে; স্থির রাশির যে কোন অষ্টমাংশে প্রশ্ন হইলে ধনু হইতে এবং দ্বিস্বভাব রাশির যে কোন অষ্টমাংশে প্রশ্ন হইলে

সিংহ হইতে গণনা করিবেক। উহার অধিপতি ঐ অংশ সকলের অধিপতি বুঝিতে হইবেক।

দশমাংশ।—রাশিকে দশ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ তিন অংশ ক্ষেত্র হয়। এখন যে রাশির যে দশমাংশের অন্তর্গত অংশে প্রশ্ন হইবেক, ঐ রাশি হইতে যে একাদশ রাশি তাহা হইতে অংশ সংখ্যানুকুল রাশি গণনা করিয়া যে রাশি হয়, উহার অধিপতি ঐ অংশের অধিপতি হইবেক।

একাদশাংশ।—রাশিকে ১১ ভাগ করিয়া প্রত্যেকঅংশ ২ ভাগ, ৪৩ কলা এবং ৩৮ বিকলা অংশ ক্ষেত্র হইতেছে। এখন যে রাশির যে অংশ হইতে প্রশ্ন হয়, ঐ রাশি হইতে দ্বাদশ সংখ্যক রাশির অংশ সংখ্যক রাশির অধিপতি তদংশাধিপতি হইবেক।

ষড়্বল নির্ণয়।

গ্রহ সকলের প্রথম স্থান বল, দ্বিতীয় দিগ্বল, তৃতীয় চেষ্টাবল চতুর্থকালবল, 'পঞ্চম' স্বাভাবিক বল, ষষ্ঠ' দৃষ্টিবল, এই ছয়টি বল হয়। ইহাকে ষড়্বল কহা যায়; গ্রহ সকলের বলাবল বিচার করিয়া ফল কহা উচিত। এক্ষণে আগে বলাফল নির্ণয় করা যাইতেছে। গ্রহ সকলের স্থান বল এই যে কোন গ্রহ স্বস্থানে বলবান এবং কোন গ্রহ দুর্ব্বল হয়। ১ উচ্চ স্থান, ২ নীচ স্থান, ৩ মূলত্রিকোণ, ৪ স্বক্ষেত্র, ৫ স্বনবাংশ, ৬ মিত্র স্থান, ৭ শত্রু স্থান।

উচ্চ স্থান।—রবি মেষের, চন্দ্র বৃষভের, মঙ্গল মকরের, বুধ কন্যার, গুরু কর্কটের এবং শুক্রকে মীনের উচ্চস্থানী বলা যায়।

নীচ স্থান।—সূর্য্যাদি নবগ্রহ সকলের যে উচ্চ স্থান বলা হইয়াছে ঐ সকল গ্রহ হইতে উহাদের স্থিতি স্থানের সপ্তম স্থান নীচ হইয়া থাকে, যেমন রবির নীচ স্থান তুলা, চন্দ্রের নীচস্থান বৃশ্চিক, মঙ্গলের নীচ স্থান কর্কট, বৃহস্পতির নীচ স্থান মকর, শুক্রের নীচ স্থান কন্যা, ।

মূল ত্রিকোণ স্থান।—রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ মঙ্গলের মেষ বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা, শনির কুম্ভ. এই সমুদয়কে মূলত্রিকোন স্থান কহে।

স্বক্ষেত্র।—রবির সিংহ; চন্দ্রের কর্কট; মঙ্গলের মেষ বৃশ্চিক; বুধের কন্যা মিথুন; গুরুর ধনু মীন; শুক্রের তুলা বৃষভ; শনির মকর কুম্ভ এই সকল স্থানকে তত্তৎ গ্রহের, স্বস্থান বা স্বক্ষেত্র কহা যায়।

এই প্রকার ১ রাশির উচ্চ, নীচ, মূল ত্রিকোণ, স্বক্ষেত্র স্থানাদি আখ্যাতে প্রত্যেক রাশির দুই দুই ও তিন তিন বল হইতেছে।

ইহাদ্বারা কোন রাশির কোন্ অংশ ক্ষেত্রে কোন্ গ্রহের কত বল প্রাপ্তি হয়, তাহা পরে লেখা যাইতেছে। গুরুর বল ধনু রাশি, উহার প্রথম হইতে ১৩ অংশ ক্ষেত্র মূল ত্রিকোণ ও দ্বিতীয় ১৭ অংশক্ষেত্র স্বস্থান হইতেছে। বুধের কন্যা রাশির প্রথম হইতে ১৫ অংশ ক্ষেত্র উচ্চ, উহা বাদে ৫ অংশ ক্ষেত্র ত্রিকোণ, শেষ ১০ অংশ ক্ষেত্র স্বক্ষেত্র। মঙ্গলের মেষ রাশির প্রথম হইতে ১৮ অংশ মূলত্রিকোণ বাদে ১২ অংশ স্বক্ষেত্র। শনি গ্রহের কুম্ভ রাশির প্রথম হইতে ১০ অংশ মূলত্রিকোণ ও পরে ২০ অংশ স্বক্ষেত্র। শুক্র গ্রহের তুলা রাশির প্রথম হইতে ১০ অংশ মূলত্রিকোণ, অবশিষ্ট ২০ অংশ স্বক্ষেত্র। চন্দ্রের বৃষ রাশির প্রথম হইতে ৩ অংশ ক্ষেত্র উচ্চ, বাদ দিয়া শেষ ২৭ অংশক্ষেত্র মূল ত্রিকোণ স্থান হইয়া থাকে।

কোন গ্রহের স্থিতি কোন রাশিতে এবং উহার কোনঅংশে কত মূলত্রি-কোণাদি স্থান হয়, ইহা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া ফল বলা উচিত। উচ্চ, নীচ, মূল ত্রিকোণ ইত্যাদি স্থান সকলের পৃথক পৃথক ফল হয়, এজন্য উহা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

পরম উচ্চ বা পরম নীচ ভাগ।—রবির উচ্চ স্থান, রাশির ১৯ এই অংশ পরম উচ্চ হয়, অপর নীচ স্থান, রাশির অপর ১৯ ভাগ নীচ স্থান জানিবে। চন্দ্রের ৩য় অংশ, মঙ্গলের ২৮শ অংশ, বুধের ১৫শ অংশ, গুরুর ১৫শ অংশ, শুক্রের ২৭শ অংশ, শনির ২০শ অংশ, এবং রাহু কেতুর ২০শ অংশ এই রূপ সকলের নীচ স্থান জানা আবশ্যক।

স্ব নবমাংশ— ষড়্‌বর্গে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ইহাতেও সেই রূপ জানিবে।

মিত্রস্থান।—যে যে গ্রহের, যে যে গ্রহ মিত্র, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। উহাদের যে স্থান উহা মিত্র স্থান নামে প্রসিদ্ধ। তাহা দুই প্রকার

প্রথম স্বাভাবিক, দ্বিতীয় তাৎকালিক। সম্পূর্ণ গ্রহ সকলের নৈসর্গিক ভাব নিত্য থাকে।

সূর্য্যের গুরু, চন্দ্র এবং মঙ্গল ইহারা নৈসর্গিক মিত্র হয়, এই জন্য ইহাদের স্থান, ক্রমান্বয়ে ধনু, মীন, কর্ক, মেষ এবং বৃশ্চিক ইহারা সূর্য্যের নৈসর্গিক মিত্র স্থান হয়। এই রূপ নিয়মানুসারে ইতর গ্রহেরও জানিতে হইবে। আর তাৎকালিক মিত্র স্থান লগ্ন হইতে ২, ৩, ৪, ১০, ১১ এবং ১২ হয়। ঐ সকল স্থানের উপর যে গ্রহ অবস্থিতি করে তাহাকে তাৎকালিক মিত্র বলা যায়।

শত্রু স্থান।—শত্রু গ্রহ সকলের যে স্থান তাহাই শত্রু স্থান; ইহাও নৈসর্গিক ও তাৎকালিক ভেদে দুই প্রকার। সূর্য্যের শত্রু শুক্র এবং শনি, ইহাদের স্থান তুলা, বৃষ, মকর, কুম্ভ এই কয়েক রাশির স্থান সূর্য্যের শত্রু ক্ষেত্র অর্থাৎ শত্রু স্থান হয়। এই নিয়মানুসারে অপরাপর গ্রহের ও শত্রু স্থান জানা উচিত। লগ্ন হইতে ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ যে স্থান তাহাই তাৎকালিক শত্রু স্থান। ইহার উপর যে গ্রহ থাকিবেক, তাহাকে শত্রু গ্রহ বলা যাইবেক। যদি তাৎকালিক মিত্ররাশি এবং নৈসর্গিক মিত্র রাশি এক সঙ্গে থাকে, তবে ঐ রাশি নৈসর্গিক মিত্র রাশি এবং তাৎকালিক মিত্র রাশির অধিমিত্র রাশি হইবেক। এই রূপ নৈসর্গিক শত্রু রাশি এবং তাৎকালিক শত্রু রাশি একত্রিত হইলে অধিশত্রু রাশি জানা উচিত।

দিগ্বল।—লগ্নেতে লগ্নের পূর্ব্বদিক সংজ্ঞক; লগ্ন স্থানে অর্থাৎ গুরু, বুধ, রবি, মঙ্গল দক্ষিণ দিক সংজ্ঞক, দশম স্থানে; শনি পশ্চিম দিক সংজ্ঞক, সপ্তম স্থানে; বলবান হইয়া থাকে, ইহাকে দিগ্বল কহা যায়। লগ্নে ১, ২, ৩ স্থানের পূর্ব্ব দিক সংজ্ঞা হয়। ৭, ৮, ৯, ইহার পশ্চিম দিক সংজ্ঞা হয়। ৪, ৫, ৬ ইহাদের উত্তর দিক সংজ্ঞা হয়, এবং ১০, ১১, ১২ ইহাদের দক্ষিণ দিক সংজ্ঞা হয়।

চেষ্টাবল।—রবি এবং চন্দ্র উত্তরায়ণ গমন কালে, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ এবং মিথুন রাশি গত হইয়া বলবান হয়। কুজ, বুধ, গুরু, শুক্র এবং শনি ইহারা যদি বক্র গতি প্রাপ্ত হয় অথবা পূর্ণ চন্দ্র যুক্ত এক রাশি গত হয়, তবে ইহারা বলবান হয়; অথবা যদি অন্য রাশিকে পরাজয়

করিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহারা বলশালী হয়। রাশি সকলের প্রথম পাদ হইতে দ্বিতীয় পাদের দিকে গ্রহ সকলের যে গতি হয়, তাহাকে সব্য বা সমান গতি এবং চতুর্থ পাদ হইতে তৃতীয় পাদের দিকে যে গতি হয়, তাহাকে অপসব্য বা বক্র গতি বলা যায়। গ্রহ গণের পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ মিলনের সময় জয় পরাজয় ইত্যাদি জ্ঞান, দুই বা বহু গ্রহের একটি রাশিতে অবস্থিতি কাল হইতে জানা যায়। যেমন সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহ একত্রিত হইলে অর্থাৎ এক স্থানস্থ হইলে সূর্য্য দ্বারা সব গ্রহ পরাজিত হইয়া থাকে; সেই রূপ মঙ্গল যদি পূর্ব্ব দিকে রবি, চন্দ্রকে রাখিয়া উহাদের সহিত যুক্ত হয়, তবে ঐ মঙ্গল উহাদিগকে জয় করে। শুক্র দক্ষিণ দিকে এবং উত্তর দিকে রবি চন্দ্র রাখিয়া, প্রত্যেক রবি এবং চন্দ্রের সহিত যুক্ত হয়, সে স্থলে শুক্র, উক্ত রবি এবং চন্দ্রকে পরাজয় করে।

কাল বল।—চন্দ্র, মঙ্গল, শনি রাত্রিকালে বলবান হয়। রবি, গুরু এবং শুক্র দিবাভাগে এবং বুধ রাত্রি দিবা উভয় কালে বলবান হয়। শুভগ্রহ সকল শুক্ল পক্ষে বলবান এবং ক্রূর গ্রহ সকল কৃষ্ণ পক্ষে বলবান হয়। প্রাতঃকালে বুধ, মধ্যাহ্নে সূর্য্য, সায়ংকালে শনি, রাত্রির প্রথম ভাগে চন্দ্র, মধ্যম ভাগে শুক্র, অন্ত্যভাগে মঙ্গল এবং গুরু সমস্ত সময়ে বলবান হয়।

নৈসর্গিক বল।—সূর্য্য সকল গ্রহ হইতে বলবান হয়, অবশিষ্ট চন্দ্র, শুক্র, গুরু বুধ, মঙ্গল, এবং শনি ক্রমান্বয়ে একটি হইতে অপরটি হীনবল।

দিগ্বল।—সমস্ত গ্রহের, সপ্তম স্থান এবং সপ্তম স্থানীয় গ্রহের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকে। শনির ৩য়, ১০ম স্থান কিম্বা সেই স্থান স্থিত গ্রহের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি। বৃহস্পতির ৫ম, ৯ম স্থান কিম্বা উক্ত স্থানে স্থিত গ্রহের উপর পূর্ণ দৃষ্টি। মঙ্গলের; ৪র্থ, ৮ম স্থান কিম্বা ঐ স্থান স্থিত গ্রহের উপর পূর্ণ দৃষ্টি। সূর্য্য চন্দ্র বুধ শুক্র ইহাদের ৭ স্থানের উপর, অথবা উক্ত স্থান স্থিত গ্রহের উপর পূর্ণ দৃষ্টি হয়। শনি ভিন্ন সমুদয় গ্রহের ৩য় ও ১০ম স্থান এবং তৎস্থানস্থিত গ্রহের উপর পাদ দৃষ্টি। বৃহস্পতি ভিন্ন সমুদয় গ্রহের ৫ম ও ৯ম স্থান এবং তৎস্থানস্থিত গ্রহের উপর অর্দ্ধ দৃষ্টি। মঙ্গল ভিন্ন সমুদয় গ্রহের ৪র্থ, ও অষ্টম স্থান, এবং তৎস্থানস্থিত গ্রহের উপর ত্রিপাদ দৃষ্টি হয়। ইহাদের দৃষ্টির অনুরূপ ফলও

পূর্ণ, পাদ, অর্দ্ধ ও ত্রি-পাদ হইয়া থাকে। সূর্য্যাদি ইতর গ্রহের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি যেরূপ সম্পূর্ণ ফল দায়িনী হয়, সেরূপ শনি, মঙ্গল এবং গুরুর হয় না।

দশ অবস্থা নির্ণয়।

পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল, দিগ্বল, চেষ্টাবল, কালবলাদি দশ অবস্থা হয়। জাতক ফল কথন এবং প্রশ্ন ফল কথন বিষয়ক চক্রানুসারে ইহাদের বলাবল বিচার করা কর্ত্তব্য। উহাদের লক্ষণ ও ফল নিম্নে লিখিত হইতেছে।

স্বস্থানাবস্থা।—স্বস্থান ক্ষেত্রস্থ গ্রহকে স্বস্থানাবস্থিত বলা যায়। ইহাতে অসংখ্য সুখ, সম্পদ, উদ্যোগ, ভূমি, সন্তান, ধন, পুণ্য আদি শুভ ফল হইয়া থাকে।

দীপ্তাবস্থা।—উচ্চ ক্ষেত্রস্থিত গ্রহকে দীপ্তাবস্থাবস্থিত বলা যায়। ইহাতে অসংখ্য সুখ, সম্পদাদি হয়। অশ্ব, বন্ধু, সন্মান, মুদ্রা প্রাপ্তি, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে।

মুদিতাবস্থা।—অধিমিত্র ক্ষেত্র স্থিত গ্রহ সকলকে মুদিতাবস্থানাবস্থিত বলা হয়। ইহাতে ভোজন সুখ, বস্ত্রাভরণ প্রাপ্তি, নৃত্য, গীত, বাদ্যাভিলাষ, সন্তান সন্ততি ইত্যাদি শুভফল লাভ হয়।

শান্তাবস্থা।—মিত্র ক্ষেত্র স্থিত গ্রহকে শান্তাবস্থাবস্থিত বলা যায়। ইহা দ্বারা বিদ্যা, বিনয়, সম্পদ, সৌভাগ্য, স্নেহ, সৌখ্য, সদাচারাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হীনাবস্থা।—হীন গ্রহ বলবান্ গ্রহের সহিত থাকিলে হীন অবস্থায় অবস্থিত বলা যায়। ইহাতে ব্যাধি, দৈন্য জীবন, স্থানান্তর গমন, বন্ধু বৈর, দুঃখাদি অশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দুঃখাবস্থা।—শত্রু ক্ষেত্রস্থিত গ্রহকে দুঃখাবস্থায় অবস্থিত বলা যায়। ইহাতে চৌর ভয়, অগ্নি ভয়, রাজ দণ্ড, বন্ধু মরণ, দেশত্যাগ ইত্যাদি দুঃখজনক অশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিকলাবস্থা।—অধিশত্রু ক্ষেত্রস্থিত গ্রহকে বিকলাবস্থায় অবস্থিত বলা যায়। ইহাতে সংসার বৈকল্য, ব্যাধি, পৈতৃক কর্ম্মাচরণ কার্য্যে আলস্য, শত্রু বৃদ্ধি আদি অশুভ ফল লাভ হয়।

খলাবস্থা।—গ্রহ সকলের পরস্পর যুদ্ধে যে গ্রহ পরাজিত হয়, তাহা খলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে নিন্দা আদি অশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোপাবস্থা।—যে গ্রহ ক্রূর গ্রহের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কোপাবস্থাপন্ন গ্রহ বলা যায়। ইহাতে মূঢ়তা, রোগ, ধন হানী, প্রাণ সঙ্কট, বিষম জন্তু ভয়, শত্রু ভয়, জ্ঞাতি ভয়, রাজ ভয় ইত্যাদি ফল লাভ হয় জানিবে।

পীড়িতাবস্থা।—ভস্মীভূত বা অস্তগত গ্রহ পীড়িতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বন্ধন, কারাগৃহ, অপমান, অনিষ্ঠ ফল, পরাধীনতা, নীচতা ইত্যাদি নিকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

এই রূপে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সকলে, কাহারও শুভ ফল এবং কাহারও বা অশুভ ফল বলা হইল। তথাপি কেবল এই সকল দেখিয়াই ফলাফল নিশ্চয় করা উচিত নহে। রাশি ও গ্রহ সকলের শীল অর্থাৎ স্বভাব, ও গ্রহ সকলের ভাব কারকতা, ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া ফলাফল নিশ্চয় করা উচিত। আরও সেই সেই গ্রহের ফলাফলের পরিপাক হইবার কাল, ঐ গ্রহের মহাদশায় হইয়া থাকে।

লগ্ন নির্ণয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশ হয়। সুতরাং সমুদয় ১২টি রাশিতে ৩৬০ অংশ হয়, এই ৩৬০ অংশ ২৭টি নক্ষত্রে ভোগ হয়; প্রত্যেক নক্ষত্রের ১৩ অংশ ২০ কলা হয়। আবার প্রত্যেক অংশকে ৬০ দ্বারা গুণ করিলে কলা হয়, সুতরাং কোন রাশি সম্পূর্ণ ৩০ অংশে ১৮০০ কলা হইতেছে এবং সমুদয় ১২টি রাশিতে ২১৬০০ কলা হইতেছে। এখন উক্ত পরিমিত কলা ও দ্বাদশ রাশি বিশিষ্ট ভচক্র হয়। উহার প্রথম কক্ষতে শনি, তন্নিম্নে গুরু, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র ও ভূগোলক ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে কোন গ্রহ দ্বাদশ রাশির সম্বন্ধীয় কক্ষকে শীঘ্র আবর্ত্তন করত, স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কেহবা বিলম্বে। চন্দ্র ভূগোলকের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলে, অতিশীঘ্র অর্থাৎ এক দিন রাত্র মধ্যে ৮০০ কলা আবর্ত্তন করে, কারণ ইহার কক্ষ ছোট। বুধ এক রাত্রির মধ্যে ২৪৫ কলা ৩০ বিকলা গমন করে। ইহার কক্ষ চন্দ্রাপেক্ষা বৃহৎ এবং অগ্রে অবস্থিত। শুক্র

৯০ কলা, সূর্য্য ৬০ কলা, কুজ ৩১ কলা৩০ বিকলা, গুরু ৫ কলা, শনি ২ কলা গমনকরে। রাহু এবং কেতুর অপসব্য গতি হয়; যদিও কেরল শাস্ত্র মতে গ্রহ সকলের গতি আট প্রকার বলা হইয়াছে, এবং যদিও ইহার মধ্যে কোন গ্রহ কোন সময় শীঘ্রগামী, কোন সময় মৃদুগামী হইয়া থাকে, তথাপি এই গতি সকলকে উহাদের সামান্য মধ্য গতি বলা যায়।

নক্ষত্র মণ্ডল দিবা রাত্র মধ্যে একবার রাশি চক্র আবর্ত্তন করে; সূর্য্য প্রতিদিন এক অংশ, এবং এক এক মাস সময় গতে এক রাশি হইতে দ্বিতীয় রাশিতে গমন করে। এক দিনরাত্রির মধ্যে ৬০ দণ্ড, এক দণ্ডে ৬০ পল, সুতরাং ১ দিন রাত্রিতে ৩৬০০ পল ভোগ হইয়া থাকে।

সূর্য্যাদি নবগ্রহ যে যে রাশির উপর অবস্থিতি করে, রাশি চক্র মধ্যে ঐ রাশি সকলের উপর উহাদিগকে স্থাপন কর। ঐ রাশি সকলের দণ্ড প্রমাণ অনুসারে, যে যে স্থানে সূর্য্যাদি গ্রহের উদয়াস্ত কাল, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়, নিম্নে ইহার প্রমাণ সামান্য ভাবে লেখা যাইতেছে।

মীনমেষো চতুর্দণ্ডীগোকুম্ভৌ চতুরর্দ্ধকম্।
পঞ্চপাদোযুগ্মমৃগৌ পঞ্চার্থং চাপকর্কিণৌ ॥ ১
কৌপিসিংহৌচপঞ্চার্থং পঞ্চপাদস্তুলাঙ্গনে।
মেষাদীনাস্তুলগ্নানাংমানমেবং বিদুর্বুধৈঃ। ২

এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, মীন এবং মেষের ৪ দণ্ড; বৃষ এবং কুম্ভের সাড়ে চার দণ্ড, মিথুন এবং মকরের সওয়া পাঁচ দণ্ড, ধনু কর্কটের, সাড়ে পাঁচ দণ্ড, বৃশ্চিক এবং সিংহের সাড়ে পাঁচ দণ্ড, তুলা এবং কন্যার সওয়া পাঁচ দণ্ড ভোগকাল হয়। ইহাই বার রাশির ভোগ কালের সময়।

সূর্য্য, চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, আশ্বিন, কার্ত্তিক মার্গ শীর্ষ, পৌষ মাঘ, ফাল্গুন, এই দ্বাদশ মাসে ক্রমান্বয়ে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই সকল রাশিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। উহা যে রাশির উপর অবস্থিতি করে, তাহাকে প্রধান রাশি বলা যায়। এই জন্য যে মাসের যে সময় প্রশ্ন হয়, ঐ মাসের

রাশির ভুক্ত অংশ কাটিয়া অবশিষ্ট দণ্ড পল আদি দ্বারা উপস্থিত ঐ রাশি হইতেই প্রশ্ন জাতক আদি লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া, রাশি চক্র রচনা করিতে হয়।

সূর্য্য প্রতিদিন এক এক রাশির ১ অংশ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। জন্ম অথবা প্রশ্ন কালীন লগ্ন নির্ণয় পর্য্যন্ত যুক্ত ঐ রাশির, সূর্য্য হইতে ভুক্ত অংশ ক্ষেত্র সকল জানিয়া অবশিষ্ট, রাশির ৩০ অংশ হইতে উহার সমস্ত ভুজ্যমান দণ্ড, পল স্থির করিয়া ভাগ দিতে হইবেক, এই রূপ করিলে প্রত্যেক অংশের ভুজ্যমান দণ্ড পলাদি তুমি জ্ঞাত হইতে পারিবে। এমতে যে অংশ ঐ রাশির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, উহা হইতে উদয় লগ্নের ভুক্ত পল জানিতে হইবেক। ইহার উদয় লগ্ন পরিত্যাগ করিয়া শেষ দণ্ড পলাদি সকলকে এষ্য ঘটিকা বা দণ্ড, পল বলা যাইতেছে, এবং ঐ দণ্ড হইতে লগ্নবল নির্ণয় করিতে হইবেক।

রাশি গ্রহ নির্ণয়।—পূর্ব্বে নক্ষত্র সকল হইতে রাশি নির্ণয় করা হইয়াছে; এক্ষণে যে চক্র মধ্যে গ্রহ সকলের স্থিতি, পঞ্চাঙ্গে সেই নক্ষত্রের উপর সেই সেই গ্রহের স্থিতি দেখিয়া, উহা হইতে রাশি জানিয়া, উহার উপর রাশিকে স্থাপন করিতে হইবেক। এই প্রকারে লগ্ন হইতে ধরিয়া দ্বাদশ স্থানে বা রাশি চক্রের দ্বাদশ ঘরে, চতুষ্কোণাকৃতি কুণ্ডলী বা রাশি চক্রের উপর গ্রহকে স্থাপন কর, ইহাকে জাতক চক্র বা লগ্ন কোটী বলা যায়।

অংশ চক্র।—লগ্নকে ৯ ভাগে বিভক্ত কর। যদি ঐ লগ্ন মেষ, সিংহ, ধনু হয়, তবে উহার যে অংশে প্রশ্ন হইয়াছে, মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই রাশি পর্য্যন্ত গণিতে হইবেক। যদি তুলা, কুম্ভ, মিথুন হয়, তবে তুলা হইতে, যদি কন্যা, মকর, বৃষভ হয়, তবে মকর হইতে; যদি মীন, কর্কট, বৃশ্চিক হয় তবে কর্কট হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই সেই রাশি পর্য্যন্ত গণিতে হইবেক। এই গণনাতে যে রাশি স্থির হয়, উহা নবাংশ রাশি হইয়া থাকে ও দ্বিতীয় নবাংশ চক্র হইয়া থাকে।

পাদ অর্থাৎ অংশ ধরিয়া, নক্ষত্র সকলের নব পাদে এক রাশি কহিয়া থাকে। ইহাই সমুদয় সামান্য লগ্ন চক্রের হইয়া থাকে। পরন্তু নবাংশ লগ্ন চক্রের প্রত্যেক পাদে এক রাশি জানিতে হইবেক। ইহার অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রের ১২ পাদে ১২ রাশির ভোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ অশ্বিনীর ৪ পাদে ক্রমান্বয়ে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট; ভরণীর ৪ পাদে সিংহ,

কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক; কৃত্তিকার ৩ পাদে ধনু, মকর কুম্ভ মীন, ভোগ করিয়া থাকে। এই রূপে শেষ তিন তিন নক্ষত্রের ১২ পাদে ১২ রাশি জানিতে হইবেক। এক্ষণে নীচে লগ্ন নির্ণয় ক্রম প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হইতেছে।

খর নামক সম্বতসরে ভাদ্র মাসের ২০ দিন গত হইলে, শুক্ল পক্ষে নবমী তিথিতে চন্দ্র অর্থাৎ সোমবারে, চিত্রা নক্ষত্রের চতুর্থ পাদে সূর্য্যোদয়ের পর ২৭ দণ্ড, ২০ পল সময়ে কোন ব্যক্তির জন্ম হইল ইহার লগ্নাদি বাহির করিবার নিয়ম লেখা যাইতেছে।

ভাদ্র মাসের ২০ তারিখের পর ৬ষ্ঠ মাস গণনা হয়; সুতরাং মেষ হইতে ৬ষ্ঠ কন্যা রাশির উপর সূর্য্য উদয় হইতেছে। এবং ইহার ১৯ অংশ ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। কন্যা রাশির ভোগ কাল ৫ দণ্ড ১৫ পল, এবং রাশির প্রত্যেক ভাগক্ষেত্র, (অংশ) পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে উক্ত কন্যারাশির ভোগ কাল ৫ দণ্ড ১৫ পলকে ৩০ দ্বারা ভাগ দিয়া ১০।। পল হয়, ইহাকে ১৯ অংশ দ্বারা গুণ করিয়া ১৯৯।। পল (৩ দণ্ড ১৯।। পল) ইহা রবির ভুক্ত কাল হইতেছে। এক্ষণে কন্যা রাশির সমুদয় ভোগ কাল ৫ দণ্ড ১৫ পল হইতে ঐ রাশি গত রবির ভুক্ত অংশ ৩ দণ্ড ১৯।। পল বাদ দিলে, ১ দণ্ড ৫৫।। পল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ইহার ভোগ্য কাল হইতেছে। এবং ঐ দিন কন্যা রাশিস্থ সূর্য্যের ভোগ্য কাল ১ দণ্ড ৫৫।। পল হয়। ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, জনম কাল, ২৭ দণ্ড এবং ২০ পলের পরে হইতেছে। কন্যার ঐ পরিমাণ দণ্ডাদি বাহির কর, ও তুলার সম্পূর্ণ দণ্ডাদি বাহির কর এবং যে রাশি উহার বক্রী হয়, তাহা ঠিক কর।

		দণ্ড	পল
কন্যার	(এষ্যকাল)	১	৫৫।।
তুলার	ঐ	৫	১৫
বৃশ্চিকের	ঐ	৫	৩০
ধনুর	ঐ	৫	৩০
মকর	ঐ	৫	১৫
		২৩	২৫।।

উপরোক্ত ৫টি রাশির এষ্য কালের সমষ্টি ২৩ দণ্ড ২৫।। পল হইতেছে।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহা মকর লগ্ন গতে কুম্ভ লগ্ন হইবে। কারণ সমুদয় এষ্য কালের পরিমাণ ২৩ দণ্ড ২৫।। পল হইতেছে। এক্ষণে সমুদয় ২৭ দণ্ড ২০ পল হইতে উক্ত এষ্যকাল বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩ দণ্ড ৫৪।। পল থাকিবে। ২৭ দণ্ড ২০ পল জনম কালের ২৩ দণ্ড ২৫।। পল বাদদিলে অবশিষ্ট কাল ঐ রাশি সকলে গত হইয়া মকর ৩ দণ্ড ৫৪।। পল হয়, আর কুম্ভ লগ্নের ভোগ্য ৪ দণ্ড ৩০ পল হয়। ইহারও ৩ দণ্ড ৫৪।। পল ভুক্ত হইয়া শেষ ৩৫।। পল এষ্য কাল কুম্ভ লগ্নের হয়, এই নিয়মানুসারে লগ্ন নির্দ্ধারণান্তর গ্রহ সকলের স্থাপন করা উচিত।

পঞ্চাঙ্গকে দেখিয়া যে নক্ষত্রের উপর যে গ্রহ থাকে, উহা হইতে রাশি কল্পনা করিয়া তবে গ্রহ সকলকে ঐ রাশির উপর স্থাপন করিতে হয়। যথা চিত্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে যদি শুক্র হয়, তবে উহাকে কন্যা রাশির যে স্থান হয়, উহার উপর স্থাপিত করিতে হইবে। উত্তরাভাদ্র পদার চতুর্থ পাদে বুধ থাকিলে ঐ বুধ কন্যা রাশিস্থ হইতেছে। চিত্রার চতুর্থ পাদে যদি চন্দ্র হয়, তবে কন্যা রাশিস্থ হইবেক। পূর্ব্বাফাল্গুনীর চতুর্থ পাদে যদি মঙ্গল থাকে, তবে সিংহরাশিস্থ হইয়াছে। উত্তরাফাল্গুনীর দ্বিতীয় অংশে শনি থাকিলে কন্যা রাশিস্থ হয়। কৃত্তিকার চতুর্থ পাদে যদি রাহু থাকে, তবে বৃষভস্থ, অনুরাধার দ্বিতীয় পাদে যদি কেতু হয়, তবে বৃশ্চিকস্থ; শতভিষার চতুর্থ পাদে যদি গুরু হয়, তবে কুম্ভস্থ হইবেক। এই রূপে কেবল শাস্ত্রোক্ত নক্ষত্র পাদ দ্বারা রাশি স্থির করিয়া গ্রহ সকলকে যথা স্থানে স্থাপন করা আবশ্যক এবং লেখা ও কর্ত্তব্য। যদিও ইহা যে কোন এক দেশের নিয়ম উদাহরণ রূপে লেখা হইয়াছে, তথাপি এই রূপে সর্ব্ব দেশের ক্রিয়া করিতে হইবেক। লগ্নকে ধরিয়া ১২টি স্থানের জ্যোতিষ শাস্ত্রে ২ প্রকার সংজ্ঞা বলা হইয়াছে। (১) ১, ৪, ৭, ১০ এই স্থান সকলকে কেন্দ্র সংজ্ঞা; ৫, ৯, এই দুইটিকে কোণ সংজ্ঞা; ২, ৫, ৮, ১১ এই গুলিকে পণপর সংজ্ঞা; ৩, ৬, ৯, ১২ এই গুলিকে আপোক্লিব সংজ্ঞা বলা যায়। (২) লগ্ন হইতে ৩, ৬, ১০, ১১, স্থানকে উপচয় বা অভিবৃদ্ধি সংজ্ঞা বলা যায়। রাশি সকলের ১ম শরীর, ২য় ধন, কুটুম্ব, ৩য় ভ্রাতৃবিক্রম, ৪র্থ বন্ধু ও মাতৃ বিদ্যা, ৫ম পুত্র মন্ত্রী, পাণ্ডিত্য; ৬ষ্ঠের রিপু রোগ, ৭ সপ্তমে বিবাহ, কলত্র; ৮ অষ্টমে মরণ দুঃখ, ৯ম গুরু পিতৃ ভাগ্য; ১০ম রাজ্য ব্যাপার; ১১শ শুভ,

লাভ; ১২শ দারিদ্র ব্যয়, এই সকল দ্বাদশ রাশির নাম জানিতে হইবেক; এবং তদনুকুল শুভাশুভ ফল ও দেখিতে হইবেক। ইহার আর আর বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষ রূপে বিচার করিয়া লেখা যাইবে, তাহা দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রহকারক।

যে যে গ্রহ যে যে ফল দান করেন, সেই সেই গ্রহ কে সেই সেই ফলের কারক বা উৎপাদক বলা যায়।

সূর্য্য।—পিতৃ রাজ্য, যজ্ঞ, স্বর্ণ, অশ্ব, পদ্মরাগ, সিংহাসন, রক্তচ্ছত্র, তাম্র, তৃণ, ভৈষজ্য, রক্তশাল, শোণাগ্নি শৌর্য্য, নেত্র চিকিৎসা, সূর্য্য এই সকলের কর্ত্তা, অর্থাৎ তিনিই এই সমুদয়কে ফল স্বরূপে দিয়া থাকেন ইহার ভাব, ইহা হইতেই দেখিবে।

চন্দ্র।—মাতৃ, মনঃ, বস্ত্র, জল, কৃষি, স্ত্রী, বিত্ত, গোক্ষীর অর্থাৎ গাভীদুগ্ধ, শস্য, লজ্জা, মণি, শংখ, জলজ, শুভ্র, আত পত্র, চামর, শুক্র পুষ্টি, বিনয়, রসবর্গ ফলবর্গ, ধাতৃ, দীপ্তি, সন্তোষ, চন্দ্র এই সমুদায়ের কারক হন।

কুজ।—ভ্রাতৃ যুবরাজত্ব, পিত্ত, উষ্ণ, বাহুবল, সাহস, ধাতু প্রহরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, জয়, মেষ, রুধির, ক্ষার, বলী ঝঞ্ঝাবাত, পর্ব্বত, কান্তি লৌহ, তাম্র, সুবর্ণ, প্রবাল, মানিক্য, মুদ্রা, বন্ধ, দণ্ড নীতি, দুর্গ, সেনা, শতঘ্নী, বিষ কীট, বংশ, স্বৈর, গন্ধক, সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রলাপ, আদির কারক কুজ হন।

বুধ।—কৌমার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, বঞ্চনা, যুক্তি, লিপী, গণিত কাব্য শিল্প, তন্তুবায়, মুদ্রা মৈথুন, তরণ, শস্য, জলন, কন্যকা, কোলাহল, শুক, চিত্রক্রীড়া, তাম্বুল, পিঞ্জরা, পলাশ, মাধ্যস্থ, সন্ধান, সৌভাগ্য, এই সকলের কারক হন।

গুরু।—সাচিব্য, মন্ত্র, প্রাধান্য, বেদ বেদান্ত, ব্রাহ্মণ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, মেধা, প্রণব, পারিশুদ্ধ, সদাচার, বৈষ্ণব, গজ, শিষ্টত্ব কার্ত্তস্বর, শকল (খণ্ড) জয়পত্র, কীর্ত্তি

গৌরব, বিদ্যাপ্রবচন, পাণ্ডিত্য, দেবাগার, ধর্ম্মধন, বান্ধব্য, সন্তান, সৌখ্য, গুরু এই গুলির কারক হন।

শুক্র।—মন্ত্রিত্ব, প্রাবল্য, সহনশীল, মৌক্তিক, স্ত্রীভোগ, কুটুম্ব, কলত্র, নিষ্পাপ, রজত, ধবলাম্বর, দৃষ্টি প্রকাশ, বৃষ্টি, ধ্বষ্টী, সৌভাগ্য, কবিত্ব, কৌশল্য, সুভোজন, শয্যা, সুখ, বিনোদ, কেলীগান, কাম, পুষ্পগন্ধ ভোগ, শুক্র এই সমুদয়ের কারক হন।

শনি।—প্রেষ্য, দাস্য, বন্ধন, গ্রহণ, পারিচর্য্য কৈঙ্কর্য্য, বাতব্যাধি, শুদ্র কৃত্য, নীচতা, কুতন্ত্র, দুঃসহবাস, কার্য্য ভঙ্গ, কৈরাত.ব্যসন, দ্যূত, পান, রতি, মদ, তিল, তৈল, ভাণ্ড, কিট্‌লৌহ, নীল বস্ত্র, কম্বল, গর্দ্দভ, পাদুকা, মৌর্খ্য, শিক্ষাগার, কষ্ট, ক্লেশ, পরাভব, শিল্প, মৃতি, ভৃতি, ইত্যাদি। শনি এই সকলের কারক হন।

রাহু।—খণ্ডন, দণ্ড, প্রচণ্ড, কাল সর্প, ম্লেচ্ছ, ধৈর্য্য, প্রতাপ, ধূম, শ্মশান, তস্কর, ভেদ, বিধবা, ব্যবহার, শিলা, কুট্টন, ঘট্টন, রন্ধ্র গর্ত্ত, বল্মীক, নাড়ীন্ধম, চর্ম্ম কিণ্ব, কিণ, বৃক্ষ পত্র, ঘোণয়, মহোৎপাত, জ্বর, অপস্মার, বিশুচী, সঙ্কোচ, দেশাটন, বৈরাগ্য, বলাৎকার, ভ্রষ্টতা, মিশ্র, মহারণ্য, ঘোরযুদ্ধ, ধনার্জন, সুখ, কষ্ট রাহু এই সকলের কারক হয়েন।

কেতু।—মত বৈরাগ্য, মূঢ়, ভক্তি, পুংচিহ্ন, দন্ত, নটন, প্রতরণ, তীর্থাটন, ভিক্ষাটন, ক্ষোভ, পৈশুন্য, কলহ, মিত্রভেদ, বিকার, পৈত্তিক, জ্ঞানবিপ্লব, শৈব দীক্ষা, পর্য্যায়কর্ম্ম, গুহা প্রবেশ, নিধ্যঞ্জন সাধন, চিত্রকর্ম্ম, কীর্ত্তি, প্রতাপ, কুক্ষিম্ভরত্ব, মিশ্রাভরণ, কপাল, কার্ত্তান্তিকতা, শাকুনিক, চিকিৎসা, লিঙ্গিত্ব, মোক্ষ, কেতু এই সকলের কারক হন।

ভাব কারক।

১ম স্থান।—লগ্ন, শরীরের বর্ণ, উহার লিঙ্গ, আকৃতি, বয়ঃ প্রমাণ, সৌখ্য, অহঙ্কার, অজ্ঞান, নিদ্রা এই সকলের কারক লগ্ন সুতরাং, ইহার সমুদয় ভাব ইহাতে দেখিতে হইবে।

২য় স্থান।—বাণী, বিত্ত, কুটুম্ব, সত্বসঞ্চয়, জিহ্বা, নেত্র, রজত, স্বর্ণ, নখ, রত্ন, মুক্তি, মতি স্থৈর্য্য, সত্য, অসত্য, ক্রোধ, কাপট্য ইত্যাদির কারক।

৩য় স্থান।—বিক্রম, ধৈর্য্য, ভ্রাতা, যুদ্ধ, শ্রোত্র, শরণ, কণ্ঠ, ক্রীড়া, বল, কু-ভোজন, শুভক্ষ্য, বৃদ্ধি, দায়ভাজন, ইত্যাদির কারক।

৪র্থ স্থান।—বিদ্যা, বৈভব, ক্ষেত্র, গেহ, শুভ, যশ, সুগন্ধ, বাহন, মাতৃজ্ঞান, আত্মবন্ধু, স্নেহবন্ধু, জ্ঞাতি, বস্ত্র, আহার, হৃৎকাপট্য, বিপ্রলম্ভ, মায়াবাদ, পরাজয়, হস্তকৌশল্য, সৌধ, প্রাকার, মণ্ডপ, জল, কণ্টক, সৌখ্য আদির কারক।

৫ম স্থান।—সন্তান, মন্ত্রত্ব, শ্রম, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধা, মন্ত্রোপাসনা, তুষ্টি, মাহাত্ম্য, অন্নদান, বৈদুষ্যোদর্য্য, কার্য্য প্রবেশ, হর্ষ, বিবেক, বংশপাণ্ডিত্য, শীলাদির কারক হয়।

৬ষ্ঠ স্থান।—শত্রু, রোগার্ত্ত, ভূমি, বিঘ্ন, ব্রণ, অম্ল, আয়াস, মনক্লেশ, লাঞ্ছ, অর্দ্ধায়াস, মান রক্ষণ, দুঃখাদির কারক হয়।

৭ম স্থান।—কলত্র, ক্রীড়া, ভোগ, কাম, শৃঙ্গার, বাণিজ্যবিস্মৃতি, নষ্ট, স্ত্রীকলহ, প্রয়াণ ভঙ্গ, মার্গ ভ্রংশ, তাম্বুল, পুষ্প, গন্ধ, সঙ্গীত, দধি, ক্ষার, মুত্র, সুরত, মলদ্বার, গুহ্যদেশ, ভর্ত্তৃ, আদির কারক।

৮ম স্থান।—আয়ুর্দুরিত, পরিবার, বিত্ত, মৃত্যু, অন্নসৌখ্য, বিপত্তি, মেহ, জাড্য, মরণনিমিত্ত, কলি, পাপ, বধ, ইত্যাদির কারক হয়।

৯ম স্থান।—দান, ধর্ম্ম, তীর্থযাত্রা, গুরুভক্তি, চিত্তশুদ্ধি, শুভপিতৃদৈব, শুরু, পুণ্যাদির কারক হয়।

১০ স্থান।—রাজ্যকর্ম্ম, মান, জীবনাধিকৃতি, কৃষি, বাণিজ্য, মার্গ, রোষ, প্রভুত্ব, মান ভঙ্গ, বৈন্য, শিল্প, চাতুর্য্য, রসবাদ, ধন স্থিতি, ধনস্থান, সন্মান, নিগ্রহ, অনুগ্রহ, আজ্ঞা ইত্যাদির কারক।

১১শ স্থান।—দুর্লাভ, সর্ব্বাদায়, পরিব্রজ্যা, প্রবৃত্তি, পাকবিদ্যা কৌশল্য, হেম বিদ্যা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ, ধনাগম, পূর্ব্বার্জ্জিত ধনাগম, যানযুগ্ম, ধনাশা, ইত্যাদির কারক হয়।

১২শ স্থান।—অধিকার ক্ষয়, পরদেশ গমন, নিদ্রাভঙ্গ, মনঃপীড়া, অঙ্গ বৈকল্য, বাহন ভঙ্গ, দেহার্ত্তি, জনদ্বেষ, দুর্ব্যয়, দুর্নিয়োগ, দেহ কার্শ্য, দারিদ্র্য, ইত্যাদির কারক হয়।

এই প্রকারে প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত গ্রহশীল, রাশিশীল, উহাদের স্থানাদি

ষড়্বল এবং এই গ্রহ সকলের ভাবাদিকারক, লগ্ন ভাবাদি কারক এইসকল সংক্ষেপে উদাহরণ রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত বিষয় দেখিয়া ফলাফল স্থির করা ও প্রত্যেককে দেখিয়া বিচার করা উচিত নহে। যদ্যপি কোন২ আচার্য্য প্রত্যেক ভাব বা বিষয়াদির বিচার করিয়া দেখিয়া ফলাফল নির্ব্বাচন করত লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি ইহা উচিত নহে। দেখ জাতক কলানিধি, জাতক চন্দ্রিকা, ভাব দীপিকা, ভাব চন্দ্রিকা, দ্বাদশ ভাব মঞ্জরী, দশাফল দীপিকা, উড়ুদশা প্রদীপিকা, জাতকার্ণব দীপিকা ইত্যাদি সহস্র দীপিকা আছে; উহারা প্রত্যেকের কোন এক ভাব হইতে ফলাফল বলিয়া থাকেন। ইহাদের সহিত তুলনায় এই গ্রন্থ তৈল রহিত দীপের ন্যায় স্বয়ং নির্ব্বান প্রাপ্ত হইয়া, সেই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম নহে। এই বিষয়ে কোন গ্রন্থকর্ত্তার মত এই।

নিরুক্তংস্থূল দৃষ্ট্যৈব সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচারয়েৎ।
অনুক্তং মন্যতো গ্রাহ্যমপরোক্ষংতু দুর্লভম্॥ ১

অর্থ।—যাহা কোন গ্রন্থে স্থূল রীতি অনুসারে বলা গিয়াছে, উহাকে সূক্ষ্ম রীতিতে বিচার করা, যদি কোন এক গ্রন্থে না পাওয়া যায়, তবে অপর গ্রন্থ দেখিতে হইবেক; আর যাহা কোথাও পাওয়া যায় না, তাহাকে দুর্লভ জানিতে হইবেক।

এক্ষণে সূক্ষ্মোক্ত বিষয় সকলের স্থূল রীতি অনুসারে অথবা স্থূলোক্ত বিষয় সকলের সূক্ষ্মোক্ত রীতি অনুসারে বিবেচনা করায় বিষয় বলা হয় নাই। যিনি ইহার বিপরীত ভাবে কার্য্য করেন, উহার প্রতি দীপিকা প্রকাশক স্বরূপ হয় না, প্রত্যুত পরাভব এবং পাতিত্যকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর উহার দীপের ভ্রম হয় অর্থাৎ প্রদীপ হস্তে থাকিলে যেমন রাত্রিকালে চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ হয়, এমন কি অতি নিকটস্থ বস্তুও দেখা যায় না সমুদয়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয়; বাস্তবিকই সমুদয় অন্ধকার স্বরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে অনেক বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে উহা ছাড়িয়া দিয়া কোন স্থানে ভাব ফল সাধন প্রকার এবং কোন স্থানে ফল সাধন প্রকার লেখা যাইতেছে।

লগ্ন।

পূর্ব্বোক্ত মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন একটি রাশি, লগ্ন হয়। প্রথম লগ্নরাশি শীল, দ্বিতীয় লগ্ন কারক, এই দুইটি মিলিত হইয়া সামান্য রূপে এই দুইয়ের ফলাফলকে দৃঢ় করিয়া থাকে। লগ্ন স্থানের অনেক ভাব সংজ্ঞা বলা হইয়াছে। ইহাতে কোন গ্রহ কোন ভাব সংজ্ঞার কারক হয়, তাহা অবগত হইয়া লগ্ন স্থানাধিপতির নির্ণয় কর। এক্ষণে এই দুই গ্রহের স্থান, দিক, চেষ্টা, কালদৃষ্টি এবং বলও নির্ণয় করিয়া ফল জানিতে হইবে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল ফল গ্রহের দশা, অন্তর্দশা, সূক্ষ্মদশা, প্রাণদশার কালে, গ্রহ, সকলের গতি হইতে শীঘ্র অথবা বিলম্বে, কোন সময়ে মিলিত হয়, তাহা জানিয়া তবে তদুৎপন্ন জাতকের ফল সম্ভাবনাকে জানাইবে। এই রূপে দ্বাদশ স্থান গুলির বিচার করিয়া, ফলাফল নিরূপণ করা উচিত। এই গ্রন্থে বিশেষ ফল বলা হইয়াছে।

লগ্ন হইতে ৬, ৮, ১২ স্থানের অধিপতি গ্রহ, যদি ভাবে অবস্থিতি করে, অথবা ভাবাধিপতি যদি ভাব স্থানের ৬, ৮, ১২ স্থানে স্থিতি করে, তবে ভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে। ভাবাধিপতি লগ্ন হইতে কেন্দ্র, কোণ, লাভ স্থানে অবস্থিতি করে, অথবা ভাবাধিপতি ভাব স্থানের ১, ৫, ৯, ১১ স্থানে স্থিতি করে, তবে ভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভাবাধিপতি যদি ভাব কারক হয় এবং ভাব স্থানে অবস্থিতি করে, তবে ভাব স্থানের উৎকৃষ্ট ফল হইয়া থাকে। এই গ্রহ, স্থান, দিক, চেষ্টাকাল আদি হইতে যদি বলী না হয়, এবং ক্রূর গ্রহ বা শত্রু গ্রহের অন্তর্দশাতে পতিত অথবা ক্রূর এবং অশুভ ফলদ গ্রহ যদি বলী হয়, কিম্বা ক্রূর ও শত্রু গ্রহের অন্তর্দশাতে পতিত ও হয়, তথাপি ক্রূর গ্রহ অশুভ ফল দেন না, শুভ ফলই দিয়া থাকেন।

লগ্ন স্থান এবং চন্দ্র স্থান এই উভয়ের রাশির নবাংশাধিপতি যে যে গ্রহ হয়, ও উহার মধ্যে যে বলী হয়, উহার অবস্থান রাশির অনুযায়ী জাতকের শরীরাকৃতি বলা হইয়া থাকে। আর তাহাতে স্থিত যে গ্রহ উহার ধাতু ও ইন্দ্রিয় অনুসারে জাতকের শরীর পুষ্টি হইয়া থাকে। যেমন যাহার নবাংশ রাশি মেষ তাহার রক্ত বর্ণ ও যাহাতে অবস্থিতি কারক মঙ্গল, উহার রক্ত

মিশ্র গৌর বর্ণ, কিন্তু জাতক রক্ত বর্ণ জানা উচিত। আর যাহাদের সামান্যতঃ বর্ণাদি অবগত হওয়া যায় না, অর্থাৎ একের রক্ত অপরের পীত হয়, তবে উহার মধ্যে যে বলী হয়, তদনুরূপ বর্ণ জানিতে হইবেক। পরন্তু স্বভাব বিচারে বলাবল হয় না; এই নিমিত্ত যদি কাহার স্বভাব পৈত্তিক, কাহার শ্লৈষ্মিক এইরূপ হয়, তবে মিশ্র স্বভাব জানিবে। এই রূপে জাতকের গুণ ও স্বভাবাদি, রাশি সকলের গুণ ও স্বভাবাদি দেখিয়া নিরূপণ করিতে হইবেক।

জন্ম লগ্নের ১, ২, ৯, ১০, স্থান অথবা লগ্ন, ধন, ভাগ্য ও রাজ্য স্থানাধিপতি দিগের মিলন, যদি ২য়, ৩য়, বা ৪র্থ কোন এক রাশির উপর হয়, এবং উহার মধ্যে যেটি শীঘ্রগামী গ্রহ উহাই ঐ রাশির পূর্ব্ব ভাগে থাকে, আর যেটি মন্দগামী গ্রহ তাহা ঐ রাশির পর ভাগে থাকে, তাহা হইলে জাতক ভাগ্যবান হইয়া থাকে। ১, ৬, ৮ স্থান অথবা লগ্ন, দারিদ্র্য, ও রন্ধ্র স্থানাধিপতি সকলেরসংগম বা মিলন, যদি ২য় কিম্বা ৩য় কোন রাশির উপর হয়, আর উহার মধ্যে যেটি শীঘ্রগামী গ্রহ উহাই ঐ রাশির পূর্ব্ব ভাগে স্থিত হয়, আর মন্দগামী গ্রহ ঐ রাশির পরভাগে স্থিত হয়, তবে জাতক দরিদ্র জানিবে।

লগ্ন স্থান ইহাই তনু স্থান হয়, এনিমিত্ত ইহা হইতে স্বরক্ত সম্বন্ধীয় মাতুলাদি বিষয়ক বিচারের লগ্ন মার্গ হয়। মাতুল নিজ মাতৃ ভ্রাতা, সুতরাং ইহা হইতে মাতৃ স্থানাধিপতি যদি কোন রাশিতে থাকিয়া, ভ্রাতৃস্থানাপন্ন হয়, আর শুভ লগ্ন সকলের দৃষ্টি উহার উপর হয়, তবে উহা হইতে মাতুল সংখ্যা জানিতে হইবেক। এই রূপ খুড়া প্রভৃতির সংখ্যা ভাবাদিকে; পিতৃ ভ্রাতৃ স্থানাধিপতি হইতে, আর শ্যালাকের সংখ্যা ভাবাদিকে, কলত্র ভ্রাতৃ স্থান সংখ্যা হইতে, এবং এই রূপ অপরাপরকে ও জানিতে হইবেক। আর ইহাও জানিতে হইবে, যে মাতৃভ্রাতৃ, পিতৃভ্রাতৃ, কলত্রভ্রাতৃ, এই তিন ভ্রাতৃ স্থানের মধ্যস্থানে শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে কিন্তু ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি থাকে; আর তৎস্থিত যে গ্রহ, তাহা ষড় বল রহিত হয়, তবে উহার মামা, খুড়া, শ্যালক ইহারা হীন অবস্থাপন্ন, জানিতে হইবেক, আর এই গ্রহ যদি বলবান হয়, তবে উচ্চদশাপন্ন জানা যাইবেক।

লগ্নাধিপতি যদি বলবান হয় তবে জাতক শরীর সৌভাগ্য সম্পন্ন, বলিষ্ট

হওয়া উচিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহ সকলের দশ অবস্থা বলা হইয়াছে। উহার ফলাফল তনু, ভাব, শীলাদিঅনুসারে লগ্ন স্থানাধিপতির ফলাফল, ভাব, শীল আদি যদি এক হয়, তবে সম্পূর্ণ ফল হইয়া থাকে। কেবল সূত্র ভাষ্যই ইহার প্রমাণ। "লগ্নাধিপো বল হীনশ্চেজ্জাতোপি তথা ভবতি তনু পতির্নীচ মূঢ় রিপু পরাজিত পাপাক্রান্ত পাপযুক্ত পাপমধ্যগত বক্রৃত বিকল বৃদ্ধত্বাদি দূষিতো ন শুভদঃ। কেন্দ্র ত্রিকোণেষু স্বক্ষেত্রে তুঙ্গে শুভাংশে মূলত্রিকোণে বর্গোত্তমে শুভবর্গে কুঙ্কুমাংশ কুসুমাংশ পারাবতাংশ সিংহাসনাংশাদিষু মিত্রক্ষেত্রে মিত্রযোগে শুভসামানাধিকরণ্যে শুভদৃষ্টৌচ তত্তদনুরূপ বিষয়ক সুখ ভরিত মুচ্চাংবচং শুভ মেব প্রযচ্ছতি।"

যদি গ্রহ ভাব শীলাদি লগ্ন ভাব শীলের অনুগুণ না হয়, তবে সম্পূর্ণ ফল কদাচই হয় না। যে গ্রহ যুদ্ধে পরাজিত হয়, সে খলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অনেক প্রকার ফল হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যদিও এক "ভার্য্যা কলহ" ঘটিয়া থাকে, তথাপি যে পর্য্যন্ত ভাব শীল আদির বিচার না করা যায়; ততক্ষণ তাহা বলিবে না।

প্রশ্ন।—মঙ্গল ইতর গ্রহ সকলের দ্বারা পরাজিত হইয়া যদি ভ্রাতৃ স্থানে অবস্থিতি করে, তবে ভার্য্যা কলহ কিরূপে সম্ভাবিত হয়?

উত্তর।—মঙ্গল এবং ভ্রাতৃ স্থান দুইই ভ্রাতৃকারক, কিন্তু পরাজিত হইয়াও ভ্রাতৃ স্থানস্থ হইয়া ভাতৃ কলহের সম্ভাবিতা জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু ভার্য্যা কলহ জন্মায় না। ইহা হইতে গ্রহ ভাব শীল এবং লগ্ন ভাবশীল উভয়ের বিচার করিয়া তবে ফলাফল নির্ণয় করা উচিত।

যদি শনি, বুধ এবং মঙ্গল ২য়, ৫ম; ৭ম স্থানস্থ হয়; তবে জাতক বীর্য্য হীন হইয়া থাকে। আবার যদি লগ্নে শনির ত্রয়াংশ এবং শনি, মঙ্গল ও রাহু তৎক্ষেত্রস্থ হয়, তবে জাতক বিকল পদ হইয়া থাকে। যদি রবি, মঙ্গল ও চন্দ্র ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২শ স্থানের কোন এক স্থানে অবস্থিত হয়, এবং উহার শত্রু গ্রহ সকলের, উহার উপর দৃষ্টি থাকে, তবে জাতক বধির হয়। ১ দ্বিতীয় স্থানাধিপতি যদি নীচ ভাগকে প্রাপ্ত হয়, এবং ৩, ৬, ৮, ১২ স্থানে, চন্দ্র অথবা গুরু কাহারও সহিত যুক্ত হয়, তবে জাতক বাক্ বিকল হইবে।

একণে লগ্নস্থ রবি প্রভৃতি নবগ্রহের অনুকূল জাতক স্বভাব বলা হইতেছে।

যদি মেষ, সিংহ, তুলা, কর্কট ইহার মধ্যে কোন এক লগ্ন হয় এবং রবি বিদ্যমান থাকে, তবে মেষ হইতে ধন লাভ ও নেত্র বৈকল্য, সিংহ হইতে রাত্রান্ধ, তুলা হইতে অন্ধত্ব ও দারিদ্র্য এবং কর্কট হইতে নেত্র পুষ্প বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ ফুল-বিশিষ্ট হয়। ইতর রাশি সকলে যদি সূর্য্য লগ্নস্থ হয়, তবে জাতক অলস, নেত্র বিরোধ, কঠিন বা নির্দ্দয় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি চন্দ্র কর্কট লগ্নস্থ হয়, তবে পুত্র সন্তান, ধন সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যবান এবং ইতর রাশি সকলে যদি চন্দ্র লগ্নস্থ হয়, তবে মূঢ়, নীচত্ব, উন্মত্ত ইত্যাদি দোষ যুক্ত জাতক উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর বুধ যদি কর্কট লগ্নস্থ হয়, তবে জাতক পণ্ডিত, শুক্র কর্কট লগ্নস্থ হইলে জাতক কামী, মঙ্গল কর্টক রাশিস্থ হইলে শস্ত্রক্ষতী, (অর্থাৎ কালে অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া) হয়। তুলা, ধনু, মীন, মকর ইহার কোন একটি যদি লগ্ন হয় এবং শনি বিদ্যমান থাকে, তবে জাতক গ্রামাধিপতি, সৌন্দর্য্যশালী, পাণ্ডিত্য গুণযুক্ত ও ইতর লগ্নে দারিদ্র্য, রোগগ্রস্ত, পরিশ্রমকষ্টযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় স্থান।

যদি দ্বিতীয় স্থানাধিপতি নীচ রাশিকে প্রাপ্ত হয় এবং শনি হইতে যদি দৃষ্ট হয়, তবে জাতক বায়ু রোগাক্রান্ত ও স্বরবদ্ধ ভাষী হয়। আর যদি স্বক্ষেত্র বা মূল ত্রিকোণ, বা মিত্র ক্ষেত্রের উপরস্থিত হয়, অথবা আপন অপেক্ষা উচ্চ ক্ষেত্রস্থ হয় ও শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে জাতক বাচাল, উপাখ্যান কর্ত্তা হয়। রাহু এবং কুজ এই দুই ঘোর গ্রহ হয়, ইহাঁর সহিত যদি দ্বিতীয় স্থানা-ধিপতি যুক্ত হয়, তবে তজ্জাত জাতকের কখন সভায় পরাজয় হয় না। যদি ১ম, ২য় স্থানাধিপতি আপনার কোন স্থানে চন্দ্রকে রাখিয়া, যুক্ত হয়, আর ঐ স্থানের, ৬, ৮, ১২ অথবা ১, ২, ৭ স্থানে চন্দ্র, সূর্য্য অবস্থিতি করে, ও শনি এবং ভৌম হইতে দৃষ্ট হয়, অথবা ২ স্থানে শনি ও ৬ স্থানে লগ্নাধিপতি থাকে এবং ব্যয় স্থান স্থিত তিন ক্রূর গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয় অথবা ইহার সহিত অব-স্থিতি করে, তবে জাতক জন্মান্ধ হয়। ১, ২ স্থানে বলবান গুরু ও চন্দ্র থাকে এবং ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে নেত্র সৌন্দর্য্যবান; ১, ২, ৯, ১০, ১১, স্থানাধিপতি শুভ গ্রহের সহিত, সম্বন্ধ হইয়া কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে অবস্থিতি

করে, তবে জাতক, ধনবান এবং দ্বিতীয় স্থানাধিপতি, কোন স্থানে বুধের সহিত যুক্ত, কেতু বিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হয়, অথবা কেতুর সহিতই যুক্ত হয়, তবে স্বর্ণ রত্নাদি লাভ, জাতকের হইয়া থাকে। কেরল মুনি প্রথম ইহা কহিয়াছিলেন, তাহা গোপাল রত্নাকর নামক গ্রন্থে ও লিখিত আছে।

ধনেশো বুধ সংযুক্তে কেতুনা বীক্ষিতে যুতে ॥
হেম রত্নাদি লাভঃ স্যাদিতি কেরল কীর্ত্তিতম্ ॥ ১

যখন বুধ এবং কেতু এই দুই গ্রহের ধন কারকত্ব শক্তি নাই, তখন ইহারা ধনাধিপতি যুক্ত হইলে কি রূপে ধনাগম হইয়া থাকে? সূর্য্য এবং মঙ্গল এই দুই গ্রহ উপরোক্ত গ্রহদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে।

সূর্য্যাদি নব গ্রহ সকলের হইতে দ্বিতীয় স্থানের ফলাফল লেখা যাইতেছে। যদি রবি, মঙ্গল, ও শনি দ্বিতীয় স্থানস্থিত হয়, তবে জাতকের ধন সমৃদ্ধি, ও মুখ রোগ হয়। চন্দ্র দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে, কুটুম্ব ও সৌখ্য, কুজ দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে যুক্তান্ন ভোজন, বুধ দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে ধন সমৃদ্ধি, এবং গুরু ও শুক্র দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে বাকপটুতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তৃতীয় স্থান।

জাতক চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে যে।

সর্ব্বে ত্রিকোণ নেতারো গ্রহাঃ শুভ ফল প্রদাঃ।
পতয়স্ত্রি ষড়ায়ানাং যদি পাপ ফলপ্রদাঃ ॥ ১

যত গ্রহ আছে উহারা যদি লগ্নের, পঞ্চম ও নবম স্থানে অবস্থিতি করে, তবে শুভ ফল দিয়া থাকে। পরন্তু তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং আয় স্থানাধিপতি পাপ ফল দিয়া থাকে। শুক্র ও মঙ্গল ইহারা বৃষ এবং বৃশ্চিকের অধিপতি, উক্ত বৃষ ও বৃশ্চিক যদি লগ্নের ৬ষ্ঠ হয়, তবে লগ্ন গত শুক্র ও মঙ্গল শুভ ফল দেন না। এবং যদি শনি, কন্যা লগ্নের ৫ম, ষষ্ঠ স্থানাধিপতি হয়, আর শুক্র ও মঙ্গল যদ্যপি লগ্নস্থ হয়, তথাপি শনি কোণস্থ হইয়াও সম্যক শুভ ফল দেয় না। শুভ গ্রহ যদি স্বভাবানুসারে দুইটি অশুভ স্থানাধিপত্য লাভ করে, তবে

অশুভ ফলই দিয়া থাকে। যেমন তুলা বা মেষ লগ্ন হইলে, গুরু ও বুধ তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানাধিপতি হইবে। যদি কন্যা ও মীন লগ্ন হয়, আর মঙ্গল ও শুক্র তৃতীয় স্থানাধিপতি এবং গুরু বুধ ষট্‌বল সহিত শুভ হয়, তথাপি অশুভ ফল দিয়া থাকে।

ভ্রাতৃস্থান, ভ্রাতৃস্থানাধিপতি, উহার ভ্রাতৃকারক গ্রহ এবং ভ্রাতৃকারক গ্রহ স্থিত রাশি এই চারিটিতে যদি শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে জাতক সহোদর হীন হইবেক। আর যদি শুভ গ্রহ যুক্ত বা শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে জাতক সহোদর বিশিষ্ট হইবেক, ইহা জানিবে। লগ্ন হইতে ভ্রাতৃ স্থান পর্য্যন্তের মধ্যে যে সকল রাশি থাকে এবং উহার মধ্যে যতগুলি রাশি শুভ গ্রহ সকল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, ততগুলি সোদর জানিবে।

লগ্নস্থানাধিপতি এবং ভ্রাতৃস্থানাধিপতি, যদি এক রাশির উপর অবস্থিতি করে, এবং গ্রহ দিগের গতি বশতঃ লগ্ন স্থানাধিপতি শীঘ্রগামী হইয়া রাশির পূর্ব্ব ভাগে, এবং ভ্রাতৃ স্থানাধিপতি মন্দ গামী হইয়া পরভাগে অবস্থিতি করে, তবে সহোদর ভ্রাতা সকলের পরস্পর সদ্ভাব থাকে। ভ্রাতৃস্থানাধিপতি গ্রহ এব ভ্রাতৃ কারক গ্রহ যদি পরস্পর শত্রু হয় অথবা ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিতি করে, তবে ভ্রাতা দিগের পরস্পর বিরোধ হইয়া থাকে।

সূর্য্যাদি নবগ্রহ সকল যদি তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে তাহারা বক্ষ্যমান এই সকল ফল দিয়া থাকে, যথা রবি, মঙ্গল এবং শনি যদি তৃতীয় স্থানে অবস্থিতি করে, তবে বুদ্ধি কৌশল্য ও পরাক্রম, চন্দ্র যদি তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে প্রাণ হিংসা; বুধ থাকিলে দুর্ভাগ্য, গুরু ও শুক্র থাকিলে কৃপণতা এই সমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থ স্থান।

এই স্থানকে কেন্দ্র স্থান বলা যায়। যদি শুভ গ্রহ ইহার অধিপতি হয়, তবে অশুভ ফল এবং যদি ক্রূর গ্রহ ইহার অধিপতি হয়, তবে শুভ ফল দাতা হইয়া থাকে। কেন্দ্র স্থান ১, ৪, ৭, ১০ স্থানে শুভ গ্রহের স্থিতি, শুভ ঘটনার হেতু হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে শুভগ্রহ ১, ৪, ৭, ১০ স্থানের অধিপতি হইলে অশুভ ফল এবং উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিলে শুভ ফল ও অশুভ

গ্রহ ১, ৪, ৭, ১০ স্থানের অধিপতি হইলে শুভ ফল এবং অবস্থিতি করিলে অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্থান বাক্য সম্বন্ধীয়, চতুর্থ স্থান বিদ্যা সম্বন্ধীয়, পঞ্চম স্থান বুদ্ধি সম্বন্ধীয় হয়। এই জন্য দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিপতি সকলের বাক্য, বুদ্ধি ও বিদ্যা কারক গ্রহ সকলের যদি একত্র সংযোগ হইয়া যায় এবং ষট্‌বল সংযুক্ত হয়, তবে জাতক ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য পদভাক্ হয়। এই স্থানাধিপতি সকলের মধ্যে যে বলবান হয় উহার অনুযায়ী ঐ বিদ্যার অধিক বল জ্ঞাত হওয়া উচিত। সূর্য্য যদি অধিক বলশালী হয়, তবে বেদান্তশাস্ত্রে অধিক বিজ্ঞতা। চন্দ্র হইতে ব্যাকরণ বিষয়ে পারদর্শীতা, মঙ্গল হইতে ন্যায় শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রে কুশল, বুধ হইতে গণিত বিদ্যা, গুরু হইতে শ্রুতি স্মৃতি এবং শব্দশাস্ত্রে, শুক্র হইতে কাব্য নাটক সাহিত্যাদি শাস্ত্রে এবং শনি হইতে নীচ ভাষাতে পারদর্শী হয়।

চতুর্থ স্থানাধিপতির সহিত লগ্ন, ভাগ্য ও রাজ্যাধিপতি সকলের পরিবর্ত্তন যোগ (অর্থাৎ চতুর্থ স্থানাধিপতি লগ্ন স্থানে বা লগ্নাধিপতি চতুর্থ স্থানে এই রূপ অন্য স্থানেও ইহার পরিবর্ত্তন কহা যায়) হয়, ইহাতে বাহনাধিক, অভ্যুদয় এবং অভিবৃদ্ধি হয়। রাজ্যাধিপতি বা ভাগ্যাধিপতি ষট্‌বলের সহিত যুক্ত হইয়া যদি উচ্চ স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তবে বাহন চর্চ্চা, ভাগ্য, ও রাজ্যাধিপতি যদি চতুর্থ স্থানে থাকে ও ক্ষেত্র কারক মঙ্গল হয় এবং যদি ইহা হইতে দৃষ্ট হয়, তবে ভুমি লাভ হয়। মঙ্গল চতুর্থ স্থান হইতে ব্যয় স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যদি ষট্‌বল সহিত হয় ও ষষ্ঠস্থানাধিপতি রূপে দেখা যায়, কিম্বা যুক্ত হয়, তবে প্রাপ্ত ভূমি ভঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রাপ্তি ঘটে না।

যদি চতুর্থ স্থানাধিপতি লাভ স্থানে অবস্থিতি করে, অথবা লাভাধিপতি হইতে দৃষ্ট হয়, তবে বন্ধু, ভ্রাতৃ বাহনাদি সম্বন্ধীয় সুখলাভ হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থান এবং সেই স্থানের অধিপতি ইহাদের ক্রূর গ্রহের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ক্রূর গ্রহের অন্তর্দ্দশা এবং ভ্রাতৃকারক গ্রহের মহাদশাকালে ভ্রাতৃমরণ ফল লাভ হয়।

পঞ্চম স্থান।

এই স্থান পুত্রস্থান, সুতরাং উক্তস্থান, পুত্র কারক গ্রহ ও গুরু এই তিন হইতে পুত্রলাভ দেখিতে হইবেক। ইহার পঞ্চম স্থানে যদি শুভ গ্রহ থাকে,

তবে শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গ্রহাদির শীলাদি বলিবার সময় গ্রহ দিগের পুং স্ত্রী ভাব বলা হইয়াছে, অতএব উহার অনুকুল পুত্র স্থানাধিপতি গ্রহ, পুরুষ কি স্ত্রী অথবা পুত্র গ্রহ হয়, এবং পুত্ররাশি পুরুষ বা স্ত্রী হয়, তবে তাহার শীলাদি অনুসারে পুত্রাদির বিচার করিতে হইবেক। যদি পুত্র স্থানাধিপতির সহিত লগ্ন, পঞ্চম স্থানাধিপতির সহিত অনুবর্ত্তন করিয়া যুক্ত হয়, আর তাহাতে পঞ্চমাধিপতি যদি বলযুক্ত হয় ও গুরু কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা যুক্ত হয় এবং ঐ গুরু ৯ম স্থানকে দেখিয়া থাকে,তবে নিশ্চয়ই পুত্রোৎপত্তি হইবেক। পুত্র স্থানে রবি থাকিলে এক পুত্র, মঙ্গল থাকিলে দুইপুত্র, বৃহস্পতি থাকিলে ৪টি সন্তান হইয়া থাকে, ইহা কোন গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম স্থানাধিপতি পুরুষ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে প্রথমে, পুরুষ সন্ততি, এবং স্ত্রী গ্রহের সহিত সংযুক্ত হইলে স্ত্রী সন্ততি জন্মিয়া থাকে।

যদি ১, ২, ৫ম স্থানাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম এবং ব্যয় স্থানে অবস্থিতি করে ও দুই দিক হইতেই শত্রু গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় অথবা পুত্র স্থানাধিপতি, গুরু, ব্যয় স্থানে শত্রু ক্ষেত্রস্থ হয় বা নীচ রাশিস্থ হয়, তবে সন্তানাভাব হইয়া থাকে। যদি পুত্র স্থানে শনি অবস্থিতি করে, তবে সন্তান নাশ হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তির পুত্র স্থানাধিপতি কোন রাশির পরভাগে অবস্থিতি করে, কিম্বা শনি পরভাগে রাখিয়া যুক্ত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দত্তক পুত্রবান হইয়া থাকে। আর যদি পুত্র. স্থানাধিপতি মঙ্গল লগ্ন হইতে বা গুরু হইতে পঞ্চম স্থানে অবস্থিতি করে, তবে শুক্রের মহাদশা এবং মঙ্গলের অন্তর্দশাতে পুত্র শোক প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ স্থান।

যে সকল স্থানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন যাহার উপর শুভ গ্রহ সংযোগ হয়, তাহা হইতে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ষষ্ঠ স্থানে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। যদি ষষ্ঠ স্থানে শুভ গ্রহ যুক্ত হয়, তবে ঋণ বৃদ্ধি, শত্রু বৃদ্ধি, জ্ঞাতি কলহ, কষ্ট ইত্যাদি অশুভ ফল লাভ হয়। আর ষষ্ঠ স্থানের উপর যদি ক্রূর গ্রহের অবস্থিতি হয়,তবে ঋণ বৃদ্ধি, শত্রু বৃদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত অর্থাৎ শুভ ফল হয়। যদি শত্রু স্থানাধিপতি ৯ম স্থানে পাপ গ্রহ যুক্ত হয়, তবে মনুষ্য শত্রু যান, ও শত্রু স্থানাধিপতি যদি ব্যয় স্থানাধিপতির সহিত

কোন স্থানে শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে মূত্র কৃচ্ছ্র, রোগের সম্ভাবনা। শনি, কুজ, রাহু তৃতীয় স্থানের উপর অবস্থিত হইয়া যদি ষষ্ঠ স্থানাধিপতি হইতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, অণ্ড বৃদ্ধি রোগ ও ষষ্ঠ স্থানের উপর যদি গুরু অবস্থিতি করে, তবে দীর্ঘ ব্যাধি, এবং বুধ হইতে পিত্ত বিকার, শুক্র হইতে উপদংশ পীড়া জন্মিয়া থাকে।

সপ্তম স্থান।

এই স্থান কলত্র স্থান, সুতরাং এই স্থান, ও ইহার অধিপতি এবং কলত্র কারক গ্রহ শুক্র, এই তিন হইতে কলত্র ভাব দেখিতে হইবেক। যদি কলত্র স্থানাধিপতি, ষড়্ বল সহিত, শুভ ভাব যুক্ত, এবং শুভ গ্রহ হইতে নিরীক্ষিত হয়, অথবা যুক্ত হয়, তবে তাহার ফলে সৌন্দর্য্যবতী স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে। কেরল শাস্ত্র ভাষ্যে এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিশেষরূপে লিখিত আছে; তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।

কলত্রাধিপতি অথবা কলত্র স্থানাধিপতি, নিজ বলে বলশালী শুভ গ্রহ, শুভ স্থান, অথবা শুভাংশ প্রাপ্ত হইলে, সৌভাগ্য শালিনী, সুন্দরী, সুদতী, সুমুখী সুপুত্রবতী, সাধ্বী স্ত্রী লাভ হয়। আর সেই স্থানে রবি যুক্ত হইলে, রক্ত ও শ্যাম বর্ণা, পিত্তবতী, গম্ভীরভাষিণী, প্রিয়গুণ বিশিষ্টা, পূর্ণেন্দু যোগে চন্দ্রমুখী, ললনা, মৃদুগুণা, ভাগ্যবতী, সালঙ্কারা, সুবস্ত্রা,সানুকুলা স্ত্রী লাভ হয়।

ইহা হইতে কলত্র স্থানস্থিত গ্রহ সকলের শীল ভাবাদি, রাশি শীল ভাবাদি হইতে কলত্রের জন্মশীল ভাবাদির বিচার করিয়া, রূপ গুণাদি জানা উচিত।

কলত্র কারক শুক্র গ্রহ যদি ব্যয় স্থানে স্থিত বা শত্রু স্থানকে প্রাপ্ত অথবা নীচ রাশিকে প্রাপ্ত হয়, তবে কলত্রের হানি কারক হয়। কলত্র কারক গ্রহ ষষ্ঠ স্থানে, এবং কলত্রস্থানাধিপতি শত্রু স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া লগ্নস্থিত হইলে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ের বৈর ভাব জন্মাইয়া থাকে। শুক্র গ্রহ ১২শ স্থানে অন্তগত হইয়া গেলে, স্ত্রী লোকাপবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি শুক্র, ক্ষেত্র, বৃষভ ও তুলা, লগ্নের কোণ বা কেন্দ্র হয় এবং উহাতে বল সহিত বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের ভার্য্যা অতীব পতিব্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কলত্র স্থানাধিপতি রাহুর সহিত যুক্ত ও ক্রূর গ্রহ

কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, অথবা লগ্নাধিপতির সহিত পাপ গ্রহের যোগ হয়, এরূপ স্থলে জাতকের ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। সপ্তম স্থানাধিপতি, ক্রূর গ্রহের সহিত যুক্ত অথবা বল রহিত রাশিতে অবস্থিত হইলে দ্বিভার্য্যা সংযোগ হয়। ষড়্বর্গের মধ্যে মঙ্গল ও শুক্রের পরস্পর অনুবর্ত্তন হয় এবং যদি এই দুইটি গ্রহ মকর বা কুম্ভস্থ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের ভার্য্যা ব্যভিচারিণী। গ্রহশীল প্রকরণে সূর্য্যাদি নব গ্রহ সকলের, শীল ভাবাদি কথিত, হইয়াছে, উহাতে গ্রহ জাতির অবস্থার বিচার করিয়া তদনুকুল জাতকের ভার্য্যার ব্যভিচার, কোন জাতীর সহিত কিম্বা কোন অপর লোকের সহিত হইবেক, তাহা জানিতে পারা যাইবেক।

অষ্টম স্থান।

এই স্থান মারক স্থান। জন্মকালে যদি এই স্থানে কোন গ্রহ না থাকে, তবে ইহার উপর যে সকল গ্রহের দৃষ্টি থাকে, এবং উহার মধ্যে যে অধিক বলবান হয়, তদনুযায়ী বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মাদি রোগে জাতকের মরণ হইয়া থাকে। যে রূপ রবি, পিত্ত জনক, চন্দ্রমা, শ্লেষ্ম জনক, ভৌম পিত্তজনক ইত্যাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এবং কাল পুরুষের যে অঙ্গ অষ্টম রাশি হইবেক, জাতকেরও ঐ অঙ্গ এই সকল গ্রহের বাতাদি বিকার হইতে পীড়িত হইয়া মৃত্যু হয়। বৃহজ্জাতকে এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

শৈলাগ্রাভিহতস্য সূর্য্য কুজয়োর্ম্মৃত্যুঃ খবন্ধুস্থয়োঃ।
কূপে মন্দশশাঙ্ক ভূমিতনয়োর্বন্ধ্বস্ত কর্ম্মস্থিতৈঃ॥
কন্যায়াং স্বজনাদ্ধি মোষ্ণ করয়োঃ পাপগ্রহৈর্দৃষ্টয়োঃ।
স্যাতাং যদ্যুভয়োদয়ে হর্কশশিনৌ তোয়েতদামজ্জতি॥ ১

যদি সূর্য্য ও মঙ্গল ক্রমান্বয়ে ১০ম ও ৪র্থ স্থানে হয়, তবে জাতকের পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইবেক। শনি, চন্দ্র ও মঙ্গল, ক্রমান্বয়ে ৪র্থ, ৭ম, ও ১০ম স্থানে থাকিলে, জাতকের কূপে পতিত হইয়া মৃত্যু ও কন্যারাশিগত দুষ্ট গ্রহ সকল হইতে চন্দ্র সূর্য্য দৃষ্ট হইলে আপনার লোক অর্থাৎ আত্মীয় হইতে মৃত্যু এবং চন্দ্র সূর্য্য যদি দ্বিস্বভাব রাশিতে অবস্থিতি করে, তবে জাতকের জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে সম্পূর্ণ আয়ুর বিচার করা যাইতেছে। যদি লগ্নাধিপতি ও সূর্য্য ইহার অধিমিত্র সম্ভূত হয়, বা ক্রূর গ্রহ ৩য়, ৬ষ্ঠ, অষ্টম স্থানে হয়, অথবা অষ্টমাধিপতি উচ্চস্থানে, স্বক্ষেত্রে বলবান হয় কিম্বা শুভগ্রহ গুরু, শুক্র, বুধ পূর্ণ চন্দ্র, কেন্দ্র বা কোণে থাকে অথবা লগ্নাধিপতি কেন্দ্র বা কোণে থাকিয়া শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, কিম্বা শনি স্বক্ষেত্রে, মিত্রক্ষেত্রে, মূল ত্রিকোণে ষট্‌বল সহিত বাস করে, অথবা রাহু ৩য়, ৬ষ্ঠ, একাদশ স্থানে অবস্থিতি করে, তবে পূর্ণায়ু বলা গিয়া থাকে, ৭০ বৎসরের উপর এবং ১২০ বৎসরের ভিতর পরমায়ু হইলে তাহাকে পূর্ণায়ু বলা গিয়া থাকে, অর্থাৎ জাতক উপরোক্ত যোগ সম্পন্ন হইলে ৭০ হইতে ১২০ বৎসরের মধ্য পর্য্যন্ত পরমায়ু পাইয়া থাকে।

কেরল শাস্ত্রে চোর পরিজ্ঞানের জন্য প্রত্যেক রাশির ৩ ত্রয়াংশ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ১২ রাশিতে ৩৬ ত্রয়াংশ হয়, এখন কর্কট, মীন ইহার অন্ত্যত্রয়াংশ সর্প বেষ্টিত, মকরের আদি ত্রয়াংশ শৃঙ্খল নিবদ্ধ, এখন যদি অষ্টম স্থানে ইহার এক ত্রয়াংশ পাওয়া যায়, তবে বন্ধন দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্নের উদয় ত্রয়াংশ হইতে গণনা করিয়া ২২ ত্রয়াংশ যাহা হয়, তাহার অধিপতি হইতে মৃত্যু বুঝিতে হইবেক। অগ্নি ত্রয়াংশে যদি মৃত্যু হয়, তবে মৃত ব্যক্তির অস্থিদাহে মৃত্যু, জল ত্রয়াংশে জলে আক্ষিপ্ত হইয়া, সর্প ত্রয়াংশে জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া, মিশ্র ত্রয়াংশে ভূমিতে পতন দ্বারা মৃত্যু জানিবে।

জাতক এই জন্মের পূর্ব্বে কোন লোকে ছিল, পরে কোন লোকে যাইবে ইত্যাদি কার্য্য বিপাক বৃহৎজাতকে বলা হইয়াছে।

গুরুরুডুপতি শুক্রৌ সূর্য্য ভৌমৌ যমজ্ঞৌ ॥
বিবুধ পিতৃতিরশ্চোনারকীয়াংশ্চকুর্য্যুঃ ॥
দিনকর শশিবীর্য্যা ধিষ্টিতা ত্র্যংশনাথাৎ ॥
প্রবরসমনিকৃষ্টাস্তুঙ্গ হানাদনুকে ॥
গতিরপিরিপু রন্ধ্র ত্র্যংশপোস্তস্থিতোবা ॥
গুরুরথরিপুকেন্দ্রচ্ছিদ্রগঃ স্বোচ্চসংস্থঃ ॥
উদয়তিভবনেঽন্ত্যে সৌম্যভাগেচমোক্ষো ॥
ভবতি যদি বলেন প্রোজ্জ্বিতাস্তত্র শেষাঃ ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। জন্মকালে গুরু যদি ষড়্‌বল সহিত রবি এবং শশী সংযুক্ত ত্র্যংশের অধিপতি হয়, তবে জাতক দেবলোক হইতে, চন্দ্র ও শুক্র যুক্ত ত্র্যংশের অধিপতি হইলে পিতৃলোক হইতে, সূর্য্য ও মঙ্গল যুক্ত ত্র্যংশের অধিপতি হইলে তীর্থ লোক হইতে, শনি ওঁ বুধ যুক্ত ত্র্যংশের অধিপতি হইলে, মর্ত্ত্য লোক হইতে আগত জানিতে হইবেক। আর গুরু যদি উচ্চ হয় তবে দেবলোকে উচ্চপদবীতে অবস্থিতি করিত অথবা সম হইলে সমপদবী স্থিত এবং নীচ হইলে নীচপদবী স্থিত, এই রূপ পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা জানিতে হইবেক। আর যদি ৬, ৮, ৭ম এই স্থান সকলের অধিপতি কেহ না থাকে, তবে উহাদের ত্র্যংশ অধিপতি দ্বারা পরে কোন লোকে যাইবে, তাহা ও জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। আর যদি ঐ স্থানের অধিপতি বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা হইতেই জানা যাইবেক। গুরু যদি ৬ষ্ঠ, অষ্টম, কেন্দ্র ও সপ্তম স্থানে উচ্চ হয় অথবা মীন লগ্নে বৃহস্পতি শুভ গ্রহ সকলের সহিত সংযুক্ত ও ইতরগ্রহ বল রহিত হয়, তবে জাতকের মোক্ষ হয়, এরূপ জানিবে।

নবম স্থান।

এই স্থান হইতে অদৃষ্ট, ভাগ্য, গুরু, ও দেবভক্তি, পিতৃভক্তি ইত্যাদি দেখা যায়। এই স্থানের অধিপতি শুভ হইলে অদৃষ্ট বান হয়। নবম স্থানাধিপতি স্বক্ষেত্র, স্বোচ্চস্থান, মিত্র, ক্ষেত্র, মুলত্রিকোণে স্থিত হইলে, জাতক ধর্ম্মবান, গুণবান হইয়া আপন পিতার যশ প্রসারণ করে। যদি লগ্ন, চতুর্থ ও নবম ইহাদের অধিপতি লাভ স্থানে থাকে, তবে ভাগ্যবান; পঞ্চম স্থানে সূর্য্য এবং নবম স্থানে উহার অধিপতি থাকিলে ও দুষ্ট স্থানাধিপতি কিম্বা দুষ্ট পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে জাতকের গর্ভাবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। নবম স্থানকে ভাগ্য স্থান এবং দশম স্থানকে রাজ্য স্থান বলা যায়। ইহাদের অধিপতিদিগের এবং দুষ্ট রাশি সকলের ও পরস্পর পরিবর্ত্তন হইয়া রাজযোগ ফল বলিয়া থাকে। গ্রহ দিগের যদ্যপি দ্বিস্থানাধিপত্য হয়, যেরূপ ৩, ৬, ৮, ১১, ১২ প্রভৃতি দুষ্ট স্থান হয় এবং তাহাদের অধিপতিও উহাতে থাকে, তথাপি রাজযোগ হয়। আর যদি ইহাদের পরস্পর পরিবর্ত্তন না হয়, তবে দ্বিস্থানাধিপত্য দোষে রাজ যোগ ভ্রংশ হইয়া যায়। ভাগ্য ও রাজ্য স্থানাধিপতি যদি দুইই রাজ্য স্থানে অবস্থিতি করে কিম্বা রাজ্য যোগ যদি দুষ্ট

স্থানাধিপতি অথবা ক্রূর গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে রাজ্যযোগ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেক। লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, নবম ও দশম স্থানাধিপতি সকলের সহিত গ্রহের যোগ হইলে, শুভ জাতক সৌভাগ্যবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া থাকে।

রাজযোগ কারক গ্রহ রাজযোগ ঘটাইয়া থাকে, উহার স্থান বলাদির ভেদ অনুসারে যোগের পরিমাণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। যদি এই গ্রহ উচ্চস্থানে অবস্থিতি, করে তবে পূর্ণ ফল, (যোগ) মূল ত্রিকোণে থাকিয়া ত্রিচতুর্থাংশ, স্বক্ষেত্রে থাকিয়া অর্দ্ধ ফল, মিত্র ক্ষেত্রে থাকিয়া চতুর্থাংশ ফল, শত্রু ক্ষেত্রে থাকিয়া ষষ্ঠাংশ ফল দিয়া থাকে এবং এই রূপ শুভ ফলের পরিমাণ বুঝিতে হইবেক। অশুভ ফলের বিষয় পরে বলা যাইতেছে। ঐ সকল গ্রহ অস্ত হইয়া গেলে অথবা নীচ রাশি স্থিত হইলে সম্পূর্ণ অশুভ ফল, শত্রু ক্ষেত্রস্থ হইলে ত্রিচতুর্থাংশ, মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইলে অর্দ্ধেক, স্বক্ষেত্রস্থ হইলে চতুর্থাংশ এবং মূল ত্রিকোণস্থ হইলে অতি অল্প অশুভ ফল দিয়া থাকে। উচ্চস্থানস্থিত কোন গ্রহই অশুভ ফল দেন না। শুভ ফলের উদাহরণ। মেষ লগ্ন হইলে ভাগ্য ও রাজ্যাধিপতি গুরু, শনি ও তুলারাশিতে স্থিত হইলে ফল বলিবার উপায় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

এই (কুণ্ডলীতে) গুরু ও শনির ভাগ্য ও রাজ্যস্থানের সহিত পরিবৃত্তি না হইয়া ভিন্নই হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা যদিঐ স্থানের অধিপতি হইয়া সপ্তম ও কেন্দ্রস্থান কে প্রাপ্ত হয়, তবে ইহা হইতে রাজ যোগ সম্ভাবিত হয়, কিন্তু ইহার স্থানদ্বয়াধিপতিত্য থাকে, এই দোষে রাজ যোগ বলিবার যোগ্য হয় না। এই কুণ্ডলীতে গুরু, শত্রু ক্ষেত্রকে প্রাপ্ত হয়, ইহা হইতে চতুর্থাংশ ফল দিয়া থাকে। শনি উচ্চ স্থানে থাকিলে সম্পূর্ণ ফল দেয়। অশুভ ফলের উদাহরণ। মেষ লগ্ন হইলে আর ষষ্ঠ স্থানে কন্যা রাশিগত বুধ ও শুক্র হইলে এবং ঐ শুক্র কেন্দ্রের অধিপতি হইলে, স্থান দোষে সম্পূর্ণ অশুভ ফল দিয়া থাকে। বুধের ষষ্ঠ স্থানে, স্বক্ষেত্র, উচ্চস্থান, মূল ত্রিকোণ, ইহার কোন একটির উপরস্থ থাকিলে ফলের নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। রাশি সকল ৬০ ভাগ হয়! উহার মধ্যে কন্যারাশির প্রথম হইতে ১৫ ভাগ উচ্চ ভাগ হয়, তৎপরে ৫ ভাগ মূল ত্রিকোণ, শেষের দশ ভাগ স্বক্ষেত্র হইয়া থাকে। বুধ যদি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করে, তবে কোন অশুভফল কদাচ দিবেক না। মূল ত্রিকোণ ভাগে

অল্প অশুভ ফল, স্বক্ষেত্র ভাগে চতুর্থাংশ ফল হইবেক। যদি মকর লগ্ন হয় এবং বুধ শুক্র কন্যারাশিতে অবস্থিতি করে, তবে শুভ ফল, এমন কি শুক্র যদি নীচ ফলকারী ও হয়, তথাপি এই কুণ্ডলিতে শুভ ফলই দিয়া থাকে। বুধ নীচ, ভঙ্গ ও রাজযোগকারী হইলে, উহার বল হইতে বিশেষ শুভ ফল জানিবে।

দশম স্থান।

দশম স্থানাধিপতি ৮ম ও ১২শ স্থানকে প্রাপ্ত হইলে, অথবা যদি শত্রু ক্ষেত্র, নীচ ক্ষেত্রস্থ হইয়া ষড়্‌বল সহিত রাহু সহ যুক্ত হয়, তবে জাতক কর্ম্ম হীন নিষ্প্রয়োজন হইবেক, এবং গুরু, বুধ, শুক্রের সহিত যুক্ত শুভস্থানে স্থিত হইলে সৎকর্ম্ম কুশল হয়।

চন্দ্র স্থিত রাশি ও লগ্ন রাশি ইহাদের মধ্যে যে বলবান হইবেক, উহার দশম স্থানে সূর্য্য অবস্থিত হইলে, পিতা হইতে, ভৌম, থাকিলে শত্রু হইতে, বুধ থাকিলে মিত্র বর্গ হইতে, বৃহস্পতি থাকিলে ভ্রাতৃবর্গ হইতে, শুক্র থাকিলে স্ত্রী হইতে, আর যদি শনি থাকে, তবে ভৃত্য হইতে জাতকের ধনলাভ হইবেক।

লগ্ন হইতে অথবা চন্দ্র হইতে দশম স্থানাধিপতি কোন্‌ গ্রহের কোন্‌ অংশে অবস্থিতি করে, তাহা দেখিয়া জাতক ভবিষ্যতে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও নির্ণয় করা যাইতে পারে। দশম স্থানাধিপতি সূর্য্যের অংশে অবস্থিতি করিলে, জাতক সুগন্ধ দ্রব্য, স্বর্ণ ও কম্বল বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। চন্দ্রের অংশে অবস্থিতি করিলে, কৃষিকর্ম্ম, বাটাল বৃত্তি, ও স্বর্ণ রজত আদির ব্যবসায়ে, বুধাংশে অবস্থিত হইলে গ্রন্থ লেখন কর্ম্ম, চিত্র লেখন ইত্যাদির দ্বারা, গুরুর অংশে অবস্থিত হইলে, বিদ্যা ব্যাপার, শুক্রাংশে অবস্থিত হইলে, মণি, গো, মহিষাদি বিক্রয়, শনির অংশে অবস্থিত হইলে নীচ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। দশমাধিপতি ও নবাংশাধিপতি যদি উহাদের রাশিতে স্থিতি করে, তাহা হইলে নবাংশাধিপতি মিত্র ক্ষেত্র গত হইলে, মিত্র সকল হইতে এবং নবাংশাধিপতি শত্রু ক্ষেত্র গত হইলে শত্রু হইতে এবং স্বক্ষেত্র গত হইলে স্বজনের দ্বারা ধনাগম জানিবে।

একাদশ স্থান।

এই স্থান লাভ স্থান, সুতরাং ইহার উপর যে গ্রহ অবস্থিতি করে, উহার ব্যবসায় জানিয়া জাতকের লাভালাভ জানিতে হইবে। একাদশাধিপতি যদি স্বোচ্চ, স্বক্ষেত্র, মিত্র ক্ষেত্র, মূলত্রিকোণ গত, রাজা কারক, ভাগ্য কারক, গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের অত্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

বলবান একাদশাধিপতি শুভ গ্রহের সহিত যুক্ত অথবা শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে জাতকের ভ্রাতা সকলের বৃদ্ধি হয়। উক্ত একাদশাধিপতি যদ্যপি নীচ অথবা অস্তগত হয়, বা দুঃখ স্থান স্থিত হয়, কিম্বা ক্রূর গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে তাহা বৃদ্ধ স্বভাব জানিবে।

দ্বাদশ স্থান।

যদি এই স্থানাধিপতি নীচ ক্ষেত্রে, ক্রূর বা শত্রু গ্রহের সহিত সংযুক্ত অথবা নিজে ক্রূর গ্রহ হয়, তবে জাতক দুষ্ট স্থানে ধন ব্যয়কারী, লোকের নিকট নিন্দিত, দরিদ্র এবং দুঃখ প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং শুভ গ্রহ হইতে, স্বয়ং শুভ স্থান গত হইলে, এবং নবম অথবা দশম, স্থানাধিপতির সহিত সম্বন্ধ হইলে, জাতক নিত ব্যয় কারী ও সুখী হয়।

দ্বাদশ স্থানাধিপতি এবং সেই স্থান গত গ্রহের মধ্যে যে, বলী হয় উহার ভাব কারক বিচার করিয়া, জাতকের কিরূপে ধনব্যয় হইবে, তাহা জানিতে হইবেক। এই রূপে ১২ ভাবের তত্তৎ স্থিত গ্রহ দশা দ্বারা সংক্ষেপে উহার ফলাফল বলা হইল, কিন্তু জ্যোতির্জ্ঞানাভিলাষী সকলকে ফল জ্ঞান প্রকার বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে, সেই ফল, গ্রহের অন্তর্দ্দশা, গ্রহ দশা হইতে বিলম্বে শীঘ্র বা কোন সময়ে সম্ভাবিত হয়, ইহা জানা উচিত।

গ্রহ স্থিতি নির্ণয়ের হোরানুভব দর্পণের শ্লোক।

অর্ক মুক্তশ্চোদয়স্থা দ্বিতীয়ে শীঘ্রগো ভবেৎ।
রবেস্তৃতীয়ে সমতাগতি মন্দা চতুর্থকে॥ ১
পঞ্চমেপ্যথবা ষষ্ঠে কিঞ্চিদ্বক্রাচবক্রগা।
সপ্তমাষ্টময়োরর্কাদতি বক্র গতির্ভবেৎ॥ ২

নবমে দশমে ভানোঃ খেটানাং কুটিলাগতি।
একাদশে দ্বাদশে চ শীঘ্রাশীঘ্রতরা ক্রমাৎ ॥ ৩
রবি সংযুত খেটস্যগতি রস্তাহ্বয়াভবেৎ।

অর্থ।—যে স্থানের উপর সূর্য্য উদয় না হয় সেই স্থানে অপর গ্রহের উদয় জানিবে। সূর্য্য হইতে দ্বিতীয় স্থানে গ্রহের শীঘ্র গতি, তৃতীয় স্থানে সম গতি, চতুর্থ স্থানে মন্দগতি, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ স্থানে, অল্প বক্র বা বক্রগতি, সপ্তম ও অষ্টমে সূর্য্য হইতে অতি বক্রগতি হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে নবম ও দশম স্থানে গ্রহ সকলের কুটিল গতি, একাদশে শীঘ্রগতি, দ্বাদশে থাকিলে অত্যন্ত শীঘ্রগতি হয়। সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিতি করে, উহাতে অপর গ্রহ থাকিলে উহার অস্তগতি হয়। এই গতি সকলের অনুকূল গ্রহ সকলের ফল ও চির, শীঘ্র, কুটীল ইত্যাদি হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বালারিষ্ট কথন।—সন্তান মাতৃ গর্ভে উৎপত্তি হইবার সময় হইতে তিন কিম্বা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ও কন্যা দিগের বিশেষ ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। বালক জন্মিবামাত্র তাহার জাতক চক্র প্রস্তুত করাইয়া, শুভাশুভ ফল, এবং রাজ যোগাদি অবগত হইয়া মাতা, পিতার মনে উক্ত সন্তানের মৃত্যু জনিত যে অতিশয় খেদ বা দুঃখ জন্মিয়া থাকে, উহা পরিহার করিবার জন্য অথবা তাঁহাদের সান্ত্বনার্থ, অরিষ্ট যোগের বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ অরিষ্ট জানিবার ২ প্রকার রীতি আছে, প্রথম জন্ম কালিন কুণ্ডলী বা জাতক চক্র হইতে, ২য় চন্দ্র স্থিত নক্ষত্র হইতে।

শিশুমারক যোগ।

যদি সন্ধ্যাকালীন রাশিতে জন্ম হয়; উহাতে যদি চন্দ্র হোরা এবং রাশির নবাংশের অন্তভাগে ক্রূর গ্রহ থাকে তবে অরিষ্ট যোগ হয়, কেন্দ্র ১, ৪, ৭, ১০ স্থানে চন্দ্র ও পাপ গ্রহ এক এক করিয়া অবস্থিতি অথাৎ একান্তর ক্রমে স্থিতি

করে, ও শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে অরিষ্ট যোগ হয়। জাতক চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে অশুভ গ্রহ এবং উত্তরার্দ্ধ ভাগে শুভ গ্রহ থাকিলে এবং লগ্ন বৃশ্চিক হইলে অরিষ্ট যোগ হয়, (জাতক চক্রেউহার পূর্ব্বার্দ্ধ উত্তরার্দ্ধ লগ্ন হইতে দেখিয়া বুঝিতে হইবেক) যেমন লগ্নের মধ্যে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ উত্তরার্দ্ধ সংজ্ঞক লগ্ন, ও ২, ৩, ৪, ১১, ১২ ইহাকে পূর্ব্বার্দ্ধ সংজ্ঞক লগ্ন বুঝিতে হইবেক। ১০ম স্থানের উত্তরার্দ্ধ সংজ্ঞা, লগ্নের যে ভাগ ভুক্ত হইয়া যায়, আর এষ্য ভাগ পূর্ব্বার্দ্ধ লগ্নের উভয় পার্শ্ব ২য়, ১২শ এবং ৭ম স্থানের উভয় পার্শ্ব ৬ষ্ঠ ও অষ্টমে যদি ক্রূর গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; তবে অরিষ্ট যোগ ঘটে। লগ্ন, সপ্তম স্থান পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে ও চন্দ্রমা ক্রূর গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে আর যদি শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট ও হয়, তথাপি অরিষ্ট যোগ ক্ষীণ হইয়া থাকে। চন্দ্র ১২শ স্থানে লগ্ন পঞ্চম স্থানে, এবং পাপ গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত কেন্দ্র স্থান, ও শুভ গ্রহ হইতে বঞ্চিত বালক..কখনই বাঁচিবেনা। (চন্দ্রমা শুক্ল পক্ষের ১০ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থাপন্ন, পরে ১০ দিন পূর্ণাবস্থা পন্ন, এবং দশ দিন ক্ষীণাবস্থাপন্ন থাকে)।

চন্দ্র ১, ৭, ৮, ১২ ইহাদের কোন এক স্থানে থাকিয়া ক্রূর গ্রহের সহিত সংযুক্ত হইলে এবং কেন্দ্র ব্যতিরিক্ত স্থানের উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে বালারিষ্ট যোগ ক্ষীণ হয়। চন্দ্র লগ্নস্থ হইলে ও ১, ৪, ৭, ৮, ১০ স্থানে ক্রূর গ্রহ থাকিলে, অথবা চন্দ্র, ৮, ৭, ৪ এই সকল স্থানে থাকিলে এবং ইহার পার্শ্বস্থ রাশি সকলের উপর ক্রূর গ্রহ থাকিলে অরিষ্ট যোগ হইয়া থাকে। দ্বাদশটি রাশির মধ্যে কোন একটি রাশির ৩৫ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্তের অন্ত্যাংশে চন্দ্র থাকিলে, ও পাপ গ্রহ হইতে পঞ্চম নবম স্থান পরি পূরিত অথবা চন্দ্র লগ্ন গত হইলে, এবং সপ্তম স্থানে পাপ গ্রহ থাকিলে কখনই বাঁচিবেনা।

চন্দ্র, ভৌম, সূর্য্য এবং শনি ক্রমান্বয়ে ১, ৮, ৯, ১২ স্থানে অবস্থিতি করিলে ও ইহার মধ্যে কোন একটির উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকিলে অথবা ক্ষীণ চন্দ্র ১, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২ এই সকল স্থানের কোন এক স্থানে অবস্থিতি করিলে, যদিও শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট না ও হয়, তবে বালারিষ্ট যোগ হইয়া থাকে। সপ্তম স্থানে কুজ ও শনি থাকিলে এবং ইহাদের উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে, এবং লগ্নে মঙ্গল থাকিলে, শনি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকিলে বালকের সদ্য মরণ জানিবে।

অরিষ্ট কাল বিবরণ

৬ষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে স্থিত চন্দ্র যদি ক্রূর গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে ১ মাসের মধ্যে এবং শুভ গ্রহ থাকিলে ৮ মাসের মধ্যে, আর শুভাশুভ উভয় গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে চারি বৎসরের ভিতর জাতকের অরিষ্ট প্রাপ্তি জানিবে। লগ্নাধিপতি সপ্তম স্থানস্থিত হইয়া পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে, এক মাসের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে। (চন্দ্র ৬ষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে অবস্থিতি করে ও শুক্ল পক্ষে রাত্রিতে অথবা কৃষ্ণ পক্ষের দিবাভাগে জন্ম হয়, তাহা হইলে শিশুর অরিষ্ট যোগ হইবেনা)।

চন্দ্রের স্বভাব হইতে অরিষ্টকাল জানা কর্ত্তব্য। যে রূপ চন্দ্র জন্মকালে আপন রাশি বা জন্ম লগ্ন রাশি, এবং অরিষ্ট কারক গ্রহের মধ্যে যে বলবান হয়, উহার রাশির উপর ১ বৎসরের মধ্যে বলবান হইয়া যে সময় প্রাপ্ত হইবে এবং পাপ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইবে ঐ সময় বালারিষ্ট হইবেক। লগ্নে চন্দ্র থাকিলে, এবং ২, ১২ পার্শ্ব রাশি সকলের উপর যদি পাপগ্রহ যুক্ত হয় এবং ক্রূর গ্রহ দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে শিশু ও মাতা উভয়ের মরণ হইয়া থাকে। আর শুভ গ্রহ চন্দ্রকে দেখিলে কেবল শিশুর মরণ জানিবে।

চন্দ্র পর্ব্ব সময়ে চন্দ্র গত ও ভৌম ৮ম লগ্নস্থান গত, বা সূর্য্য পর্ব্ব সময়ে সূর্য্য লগ্ন গত, শনি যুক্ত, বা বুধের সহিত যুক্ত মঙ্গলের সহিত অষ্টম স্থানে থাকিলে, মাতা ও শিশু উভয়ের যুগপৎ মৃত্যু, এবং ইহা যদি স্বয়ং বলবান হইয়া শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট বা শুভগ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তবে এই যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়।

এক্ষণে এই অরিষ্ট সকলের ভঙ্গ অনেক প্রকার সত্ত্বেও তিনটি দ্বারা মৃত্যু ভঙ্গ যোগ নিচে লিখিয়া, শেষে চন্দ্র নক্ষত্র হইতে উৎপন্ন মাতা পিতা উভয়ের অরিষ্ট লেখা যাইতেছে।

১। জন্মকালে একটি শুভ গ্রহ অন্য গ্রহের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী শুভগ্রহ হইতে দেখা যাইতেছে।

২। শুভ বর্গস্থিত পাপ গ্রহ শুভাংশকে প্রাপ্ত হইয়া শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়।

৩। বৃহস্পতি ষড়্‌বল সহিত লগ্নস্থ হইয়া, ৪র্থ লগ্নাধিপতি ষড়্‌বল সহিত পাপগ্রহ হইতে না দেখিয়া কেন্দ্রস্থ শুভগ্রহ হইতে দেখা গিয়া থাকে।

৪। চন্দ্র ষষ্ঠ অথবা অষ্টম স্থানে অবস্থিতি করিয়া অথবা গুরু, বুধ ও শুক্রের ত্রয়াংশে স্থিতি করে।

৫। শুভ গ্রহ সকলের ক্ষেত্রে স্থিত এবং পার্শ্বে শুভ গ্রহের সহিত যুক্ত চন্দ্র হয়।

৬। গুরু, বুধ, শুক্র ইহাদের মধ্যে একটিও যদি ক্রূর গ্রহের সহিত সংযুক্ত ষড়্‌বল সহিত ৫ম স্থানের কেন্দ্রে থাকে।

৭। গুরু, বুধ, শক্র, পূর্ণ চন্দ্র, ইহারা শুভ গ্রহ, শুভ ক্ষেত্রে শুভ নবাংশ, শুভ ত্রয়াংশে স্থিত হইলে ঐ সকল যোগ, মাতা এবং শিশুর সকল দোষ নাশ করিয়া রক্ষা করে। ইহা হইতে ইহাদিগের বিচার না করিয়া বালারিষ্ট বলা উচিত নহে।

গণ্ড নক্ষত্র।

রেবতী অশ্বিনী, অশ্লেষা মঘা, জ্যেষ্ঠা মূলা এই দুই দুই নক্ষত্রের সন্ধি স্থলে, যে জাতক জন্ম গ্রহণ করে, উহার পিতার অরিষ্ট যোগ ঘটিয়া থাকে। এই দোষ পরিহরণার্থে জপ হোমাদি করা উচিত। ইহাদ্বারা দোষ সকল বিদূরিত হয়।

জেষ্ঠ্যা নক্ষত্রের দশ বিধ গণ্ডান্ত।—ইহাদিগের যোগ দিবারাত্র পরিমাণেরদণ্ডকে ১০ ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে ৬দণ্ডহয়। প্রথম ভাগে গ্রহ হইলে মাতামহীর অরিষ্ট, দ্বিতীয় ভাগে গ্রহ হইলে পিতামহের অরিষ্ট, তৃতীয় ভাগে মাতুলের, ৪র্থ ভাগে মাতার, পঞ্চম ভাগে বালক, ষষ্ঠ ভাগে কুলের অর্থাৎ বংশের, সপ্তম ভাগে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের নাশ, অষ্টম ভাগে ভ্রাতার, নবম ভাগে শ্বশুরের, এবং দশমভাগে সর্ব্বনাশ হয়।

মূলা নক্ষত্রের দ্বাদশ গণ্ড।—ইহার ভোগ্য ৬০ দণ্ড অর্থাৎ এক দিবা রাত্রকে ১২ ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে পাঁচ পাঁচ দণ্ড হয়। প্রথম ভাগে জন্ম হইলে পিতার অরিষ্ট, দ্বিতীয় ভাগে মাতার, তৃতীয় ভাগে ভ্রাতার, চতুর্থ ভাগে, ভগিনীর, পঞ্চম ভাগে শ্বশুরের, ৬ষ্ট ভাগে পিতৃব্যের, সপ্তম ভাগে মাসীর, অষ্টম ভাগে সম্পদের, অরিষ্ট, নবমে বালকের, দশমে দারিদ্র্য, একাদশে রাজ্য প্রাপ্তি, দ্বাদশে ধন সংস্থান হইয়া থাকে।

অশ্লেষাদি নক্ষত্রের চতুর্ব্বিধ গণ্ড।—অশ্লেষার প্রথম ভাগে জন্ম হইলে সুখ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় ভাগে ধন নাশ, তৃতীয় ভাগে মাতার এবং চতুর্থ ভাগে পিতার নাশ হইয়া থাকে।

পুষ্যা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম পাদ হইতে পিতার, দ্বিতীয় পাদ হইতে মাতার, তৃতীয় পাদে মাতুল, চতুর্থ পাদে বালকের ভঙ্গ হইয়া থাকে।

বিশাখা, ভরণী, পূর্ব্বাভাদ্র পদা, মঘা, আর্দ্রা, কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রের চারিটি করিয়া পাদ আছে। উহার প্রত্যেক পাদের প্রথম ৬ দণ্ডের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিলে মাতার অরিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

বর্জ্য গণ্ড।—ইহার পরিমাণ ৪ দণ্ড। প্রথম দণ্ডে জন্ম হইলে পিতার অরিষ্ট, দ্বিতীয় দণ্ডে মাতার, তৃতীয় দণ্ডে ধনের, চতুর্থ দণ্ডে শিশুর অরিষ্ট হইয়া থাকে, এই ১, ২, ৩, ৪, দণ্ডের প্রথম হইতে ক্রমান্বয়ে, রুদ্র, যম, অগ্নি, মৃত্যু অধিদেবতা হন সুতরাং ইহাদের যথা যোগ্য শান্তি করা উচিত।

দান প্রকার কথন।

অশ্বিনীতে, বস্ত্রদান রেবতীতে ঘৃত, জ্যেষ্ঠায় গাভী, মঘায় স্বর্ণ, মূলায় মহিষ, উত্তরায় তিল, পুষ্যায় ধেনুদান, পূর্ব্বাষাঢ়ায় সুবর্ণ, চিত্রায় বস্ত্র দান, অশ্লেষায় অশ্বদান, হস্তায় স্বর্ণ, এই সমুদয় নক্ষত্রের দানীয় দ্রব্য বালারিষ্ট, এবং সর্ব্বারিষ্ট নিবারণার্থে ব্রাহ্মণ দিগকে দান করা উচিত, ভাগ্যবান জনেরা নবগ্রহের শান্তি যথা বিধি উক্তানুসারে করিবেক।

পঞ্চম অধ্যায়।

আয়ুষ্য নির্ণয়।

প্রথমে বিচার করিয়া, শিশু যদি বালারিষ্ট শূন্য হয়, তবে শেষে আয়ুষ্য নির্ণয় করা উচিত, কারণ অরিষ্ট ফলে সন্তান যদি অল্পদিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে তাহার আয়ুষ্য নির্ণয় করিবার আবশ্যক কি। আয়ুষ্য নির্ণয়

তিন প্রকার, তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইবেক। প্রথম পিণ্ডায়ুর্দায় নির্ণয়। পরাশর, বিষ্ণুগুপ্ত, দেবস্বামী,সিদ্ধসেন, ময়, যবন মানিন্ধ আদি প্রাচীন মহাত্মারা ইহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণিত কাঠিন্য হেতু অথবা অন্য কোন কারণে, বর্ত্তমান জ্যোতির্বেত্তারা ইহা দ্বারা আয়ুর্দায় নির্ণয় করেন না। ২য় অংশায়ুর্দায়, সত্যাচার্য্য, বাদরায়ণ, যবনাদি ইহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং বরাহ মিহির তাহা উত্তম রূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভট্টোৎপল প্রভৃতি ব্যক্তগণ উপরোক্ত দুই মতকেই সম্মান করেন না, যথা—

বিলগ্নভে বলোপেতে শুভ দৃষ্টেঽংশ সম্ভবেঃ।
রবৌ পিণ্ডোদ্ভবে কুর্য্যাদিতি ব্রুয়ুশ্চিরন্তনাঃ ॥ ১

অর্থ। জন্মলগ্ন ষড়্‌বল সংযুক্ত হইয়া শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে অংশায়ুর্দায়, এবং সূর্য্য যদি ষড়্‌বল সংযুক্ত হয় তবে পিণ্ডায়ুর্দায় কে ঘটাইয়া থাকে, ইহা প্রাচীনতম লোকেরা বলিয়া থাকেন। আর তৃতীয়, নক্ষত্রায়ুর্দায় ইহা পরাশরাদির মত, ইহা হইতে আধুনিক লোকেরা নক্ষত্র আয়ুর্দায় গণনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সকল লোকের যে মতের আয়ুর্দায় গণনা প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভূত হয়, তিনি সেই মতে গণনা করিয়া থাকে, ইহাতে এই তিন মতই লেখা গিয়াছে।

পিণ্ডায়ুর্দায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহ দিগের পরম উচ্চ ও পরম নীচ ভাগ বলা হইয়াছে, উহার মধ্যে যদি গ্রহের অবস্থিতি পরম উচ্চ ভাগ হয়, তবে

সূর্য্য	১৯	বর্ষ	বুধ	১২	বর্ষ
চন্দ্র	২৫	বর্ষ	গুরু	১৫	বর্ষ
কুজ	১৫	বর্ষ	শুক্র	২১	বর্ষ

শনি ২০ বর্ষ

পর্য্যন্ত আয়ুষ্য বলিয়া থাকে। যে গ্রহ পরম উচ্চস্থানে না থাকিয়া যদি পরম নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করে, তবে উপরোক্ত বর্ষ সংখ্যার অর্দ্ধ সংখ্যাতে আয়ুষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা সূর্য্য ৯ বৎসর ৬ মাস, চন্দ্র ১২ বৎসর

৬ মাস, কুজ ৩ বৎসর ৬ মাস, বুধ ৬ বৎসর, গুরু ৭ বৎসর ৬ মাস, শুক্র ১০ বৎসর ৬ মাস, শনি ১০ বৎসর, এই রূপ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক হইয়া থাকে। সকল গ্রহ যদি উচ্চভাগ প্রাপ্ত না হয়, কোন একটি গ্রহ পরমোচ্চ স্থানকে প্রাপ্ত হয়, এবং যে জাতকের অপর কোন গ্রহ, সন্ধিতে স্থিত হয়, তাহার পরমোচ্চ স্থান ও পরম নীচ স্থান স্থিত গ্রহ সকলের অন্তরে অবস্থিত যে গ্রহ হয়, উহা হইতে আয়ুষ্যকাল ত্রৈরাশিক দ্বারা জানিতে পারা যায়। যেমন পরমোচ্চ রাশি হইতে পরমনীচ রাশি যদি সপ্তম হয়, তবে সেই পরমোচ্চ রাশির পরমোচ্চ ভাগ হইতে, পরম নীচ রাশির পরম নীচাংশ পর্য্যন্ত ৬ রাশি মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। ৩ ভাগের সংখ্যাতে এই রাশি সকলে কোন গ্রহ, উচ্চ ভাগকে ত্যাগ করিয়া নীচভাগকে প্রাপ্ত হয়, আবার কেহ নীচ ভাগকে ত্যাগ করিয়া উচ্চ ভাগকে প্রাপ্ত হয়।

কোন গ্রহ পরম নীচ রাশির পরম নীচ ভাগে থাকিয়া তদুক্ত আয়ুষ্যকে দিয়া থাকে। যদি পরম নীচ ভাগ হইতে পরম উচ্চ ভাগকে প্রাপ্ত হয়, তবে প্রত্যেক রাশিতে, নীচ রাশিতে উক্ত আয়ুষ্কালের ষষ্ঠাংশ আয়ুষ্কাল দিয়া থাকে। যেমন ধনু লগ্ন, এবং বৃহস্পতি, বৃষভ রাশির পঞ্চম ভাগে মকর রাশির করস্থিত হইলে কত পরিমাণে আয়ুষ্যকে দিয়া থাকে? এই রূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার উত্তর এই যে গুরুর রাশি মকর, নীচ হইয়া, ও বৃষভ স্থিত হইতেছে, এবং গুরু নীচ রাশিকে ত্যাগ করিয়া উচ্চরাশির দিকে যাইতেছে, উহা মধ্যভাগস্থ ৪ রাশির উপর দিয়া আসিতেছে, সুতরাং বৃহস্পতির আয়ুষ্য ৪ ষষ্ঠাংশ বাড়িয়া গিয়া, গুরুর আয়ুষ্য কালের ৭ বৎসর ৬ মাস অবধি হইতেছে, ইহার ষষ্ঠাংশ ১ বৎসর ৩ মাস, এবং ৪ ষষ্ঠাংশ, ৫ বৎসর হইল। এখন গণনা করিয়া ১২ বৎসর ৬ মাস আয়ুষ্য জানিবে। এই রূপ যে গ্রহ পরমোচ্চ রাশিকে ত্যাগ করিয়া পরম নীচ রাশিতে যায়, তাহার আয়ুষ্য বক্ষ্যমান প্রকারে গণনা করিতে হইবেক।

পরমনীচ রাশির যে আয়ুষ্য গ্রহ কথিত হইল, উহার ষষ্ঠাংশ যে রাশির মধ্যে পতিত হয়, তাহা পরমোচ্চ রাশির আয়ুষ্য কাল হইতে বাহির করিতে হইবে। যেমন বৃশ্চিকের পঞ্চম ভাগে, যদি গুরু অবস্থিতি করে ও গুরু স্বীয় উচ্চ রাশি কর্কট হইতে চলিয়া যায়, তবে মধ্যস্থলে ৪ রাশি পতিত হইতেছে; এক্ষণে বুঝিতে হইবেক, যে গুরুর সর্ব্ব উচ্চ আয়ুর্দায় ১৫ বৎসর এবং

পরম নীচ আয়ুর্দায় ৭ বৎসর ৬ মাস, ইহার ষষ্ঠাংশে ১ বৎসর ৩ মাস হইয়া থাকে। চারি রাশি মধ্য নিবিষ্ট হইলে ৫ বৎসর হয়, ইহা বাহির হইয়া গেলে ১ বৎসর আয়ুর্দায় জানিতে হইবে। এই রূপে সমুদয় গ্রহের স্থির করিতে হইবেক।

গ্রহ সকলের পরমোচ্চ ও পরম নীচ ভাগে স্থিতির জন্য আয়ুর্দায় দুই প্রকার হয়, যথা আরোহণ ও অবরোহণ, উচ্চ হইতে নিম্নে আসিলে অবরোহণ, নিম্ন হইতে উচ্চে গমন করিলে আরোহণ, উপরে গমন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আরোহণ। পূর্ব্বে বৃহস্পতির পঞ্চম ভাগে স্থিতি করা বলা হইয়াছে, আরও উহা চতুর্থ ও তৃতীয়াদি ভাগে এবং ষষ্ঠ সপ্তমাদি ভাগে স্থিতি করিতে পারে।

গ্রহ গত রাশির অংশ সকলকে কলায় পরিণত করিয়া ত্রৈরাশিকের দ্বারা আয়ুর্দায় জানিতে পারা যায়। ত্রৈরাশিকের অর্থ এই যে, ১ম ফল সংখ্যা, দ্বিতীয়টি প্রমাণ সংখ্যা, তৃতীয়টি ইচ্ছা সংখ্যা। অর্থাৎ এই তিনটি হইতে সিদ্ধ।

(১) গ্রহ সকলের পরম নীচ বর্ষ সংখ্যাকে ফল সংখ্যা বলা যায়।

(২) পরমোচ্চ রাশি হইতে পরম নীচ রাশি পর্য্যন্ত মধ্য পতিত যে ছয়টি রাশি, উহাদের কলা সংখ্যা ১০ হইতেছে, ইহাই প্রমাণ সংখ্যা।

(৩) পরমোচ্চ রাশি হইতে পরম নীচ রাশি পর্য্যন্ত মধ্য পতিত যে ৬ রাশি ও যে ভাগ, গ্রহ গণের সহিত গত হয়, উহাই ইচ্ছা সংখ্যা।

ইচ্ছা সংখ্যাকে ফল সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া প্রমাণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে যাহা পাওয়া যায়, উহাকে গ্রহ গত ক্ষেত্রের আয়ুর্দায় জানিবে। অর্থাৎ গ্রহের আয়ুর্দায় সংখ্যা ঐ পরিমাণ উচ্চ রাশিতে যাইবার সময় গ্রহের সহিত যোগ করিবে এবং নীচরাশিতে যাইবার সময় ত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা মধ্যস্থিত গ্রহ সকলের ও আয়ুর্দায় জানা যাইতে পারে।

গ্রহ সকলের, স্থিতি ও গতি অনেক প্রকার। ইহা হইতে উহাদের কতক বর্ষের হরণ ও কতক বর্ষের পূরণ করিতে হয়।

(১) শত্রু ক্ষেত্রে অবস্থিত গ্রহ স্বদত্ত আয়ুষ্য হইতে তৃতীয়াংশ পূরণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গ্রহের আয়ুর্দায় যদি ১৫ বৎসর হয়, তবে শত্রু ক্ষেত্রস্থিত গ্রহ উহার তৃতীয়াংশ ৫ বৎসর, হরণ করিতেছে। ইহা হইতে ১০ বৎসর আয়ুষ্য দান জানিতে হইবেক। বক্রী ভাবে স্থিত যে গ্রহ সে যদি শত্রু স্থানে অবস্থিতি করে, তথাপি আয়ুষ্য কখনই হরণ করে না।

(২) শুক্র এবং শনি ব্যতীত সকল ইতর গ্রহ অস্তগত হইয়া, অর্দ্ধ আয়ুষ্য হরণ করিয়া থাকে, সূর্য্য সংযুক্ত হইলে গ্রহ অস্তগত সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হয়।

(৩) লগ্নের বাম ভাগে ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ স্থানস্থিত গ্রহ স্বদত্ত আয়ুষ্য হইতে কোন ২ ভাগ হরণ অর্থাৎ বিয়োগ করিয়া থাকে যথা।

ক্রূর গ্রহ	সপ্তম	স্থানে	থাকিলে	৬	ভাগ।
,,	অষ্টম	,,	,,	৫	,,
,,	নবম	,,	,,	৪	,,
,,	দশম	,,	,,	৩	,,
,,	একাদশ	,,	,,	অর্দ্ধ	,,
,,	দ্বাদশ	,,	,,	সমুদয়	,,

এই সকল স্থানে যদি শুভ গ্রহ অবস্থিতি করে, তবে ক্রূর গ্রহোক্ত হার্য্য ভাগের অর্দ্ধ ভাগ হরণ অর্থাৎ বিয়োগ করিয়া থাকে, এই হরণকে চক্রপাত হরণ বলা গিয়া থাকে। এক স্থানে যদি দুই তিন গ্রহ থাকে, তবে উহাদের মধ্যে যে বলী হয়, উহা হইতে হরণ ভাব জানিবে, ইতর গ্রহ হইতে হয় না।

লগ্নায়ুর্দ্দায় নির্ণয়।

লগ্নকে নব ভাগ করিয়া দেখিতে হইবেক, জন্মকাল কোন ভাগে আছে, ও কোন ভাগ ভুক্ত হইতেছে। প্রত্যেক ভুক্ত ভাগে ১ বৎসর আয়ুষ্য জানিতে হইবেক। ইহাকেই লগ্নায়ুর্দ্দায় বলাযায়, এবং নব ভাগ করা হয় বলিয়া ইহাকে নবাংশ বলা যায়, ইহাতে ২০০ কলা ক্ষেত্র হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শত্রু ক্ষেত্রস্থ গ্রহ হইতে আয়ুষ্য বিয়োগ করা হইয়াছে। এক্ষণে পরমোচ্চ এবং পরম নীচ অংশস্থিত গ্রহ হইতে প্রাপ্ত আয়ুষ্য এবং মধ্যস্থিত গ্রহ হইতে প্রাপ্ত আয়ুর্দ্দায়ের অংশ জানিয়া, অন্তর লগ্ন স্থিত ক্রূর গ্রহ হইতে হৃত বর্ষ সকলকে লগ্নায়ুর্দ্দায় হইতে বাহির করিতে হইবেক। পরে পূর্ব্বোক্ত তিনটি একত্র করিতে হইবেক। লগ্নস্থ ক্রূর গ্রহ যে প্রকার আয়ুষ্য বৎসরকে হরণ করে, তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে। লগ্ন আয়ুর্দ্দায়ের সহিত সকল গ্রহ দত্ত আয়ুর্দ্দায়কে ২৭ নক্ষত্র দ্বারা ভাগ দিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রের যে আয়ুষ্য হয়, তাহাকে ঐ নক্ষত্রের দত্ত আয়ুর্দ্দায় বলা যায়। এখন বিচার

করিতে হইবে, যে লগ্নস্থ ক্রূর গ্রহ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের মধ্যে কত নক্ষত্রকে প্রাপ্ত হয়, এই সংখ্যা হইতে আগত নক্ষত্র দত্ত আয়ুষ্য বৎসর-সংখ্যাকে গণিয়া যত হয়, তত ভাগ আয়ুষ্যই লগ্নস্থ ক্রূর গ্রহ হইতে হরণ হইয়াছে, জানিতে হইবেক।

অংশায়ুর্দায় নির্ণয়।

যে সকল নবাংশ রাশি গ্রহের সহিত যুক্ত হয়, উহাদিগকে জানিয়া যে আয়ুর্দায় নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহাকে অংশায়ুর্দায় বলা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অংশ জ্ঞানের জন্য অংশ কুণ্ডলী বা অংশ চক্র লিখিত হইয়াছে। এই সকল অংশের মধ্যে যতগুলি অংশ গত হয়, গ্রহঃ হইতে উহার প্রত্যেক অংশে ১ বৎসর ধরিয়া আয়ুর্দায় হইয়া থাকে। যে রাশিতে গত অংশ থাকে, ঐ রাশি হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা আয়ুর্দায় জানা যায়। (২০০) কলা প্রমাণ সংখ্যা, গতকলা সকলের ইচ্ছা সংখ্যা, ১ বর্ষফল সংখ্যা, এই সমুদয় হইতে যে ব্যক্তির গণনাতে যাওনা যায়, যে বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা, উহার গ্রহদত্ত আয়ুর্দায় অংশ দ্বারা বলা গিয়া থাকে। (প্রত্যেক অংশে ২০০ কলা হয়)

পিণ্ডায়ুর্দায় মধ্যে এক হরণ মাত্র করিতে হয়। কিন্তু অংশায়ুর্দায়ে হরণ ও পূরণ দুইই করিতে হয়, অর্থাৎ যোগ বিয়োগ দুইই করিতে হয়।

হরণ।

পিণ্ডায়ুর্দায়ে ময়, যবনাদি কথিত ভাগ হইতে বক্র গ্রহ ভিন্ন ইতর গ্রহ শত্রু ক্ষেত্রস্থিত হইলে, স্ব স্ব দত্তায়ুর্দায়ের তৃতীয়াংশ হরণ করিয়া থাকে। শুক্র, শনি ব্যতিরিক্ত অপর সকল গ্রহ অস্তগত হইয়া, অথবা শুক্র এবং শনি সকল গ্রহের নীচ স্থানে স্থিত হইলে স্ব স্ব দত্তায়ুর্দায়ের অর্দ্ধ ভাগ হরণ অর্থাৎ বিয়োগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চক্রপাত হরণে ৬, ৫, আদি ভাগ সকলের গ্রহ-দত্তায়ুর্দায় গ্রহ দত্ত আয়ুর্দায় সংখ্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উচচ স্থান স্থিত সমস্ত গ্রহ দত্ত বা বক্র গ্রহ দত্ত আয়ুর্দায় সংখ্যাকে ৩ দ্বারা এবং বর্গোত্তমাংশে, অথবা স্বনবমাংশে বা স্বত্রয়াংশে স্থিত হইলে, ২দ্বারা, গ্রহ দত্ত আয়ুর্দায় সংখ্যাকে গুণন করিলে গ্রহ দত্ত আয়ুর্বর্ষ জ্ঞাত হইবে।

এই রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থির করিলে এক গ্রহের ২ বা ৩ হরণ কদাচিত

হইয়া থাকে। ১ ইহা দ্বারা পূরণ ও ২ বা ৩ বার হইতে পারে। এই স্থলে বৃহজ্জাতক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সত্যোপদেশো বরমত্র কিন্তু কুর্ব্বন্ত্ত যোগ্যং বহুবর্গণাভিঃ।
আচার্য্যকং তত্র বহুঘ্নতায়া মেকন্তুযদ্ভূরি তদেব কার্যম্ ॥ ১

ভাবার্থ। যদি হরণ ও পূরণ এক এক দ্বারা হয়, তথাপি কয়েকবার হইলেই অনেক হইয়া যায়। গ্রহ সকলের যে বিশেষ হরণ ও পূরণ উহা হইতে ঐ গণনা করা উচিত। এই মতে লগ্নস্থ গ্রহ সকলের আয়ুষ্যের হরণ হয় না। গ্রহ সকলের উক্ত আয়ুর্দায় প্রকার হইতে অংশায়ুর্দায় গণনা করিতে হইবেক।

নক্ষত্র আয়ুর্দায়

জন্ম কালীন চন্দ্র সম্বন্ধীয় নক্ষত্র হইতে আয়ুর্দায় নির্ণয় করিলে তাঁহাকে নক্ষত্রায়ুর্দায় বলিয়া থাকে। জন্ম নক্ষত্র কৃত্তিকা, উত্তরা ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের কোন একটি হইলে, সূর্য্য জন্ম কালে প্রথম মহদ্দশাধিপতি হইয়া আপন রাশি হইতে ইতর গ্রহ সকলের মারক দশাকে পরিপক্ক করিয়া থাকে; যেমন যদি মৃগশিরা, চিত্রা ধনিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে ভৌম অর্থাৎ মঙ্গল থাকে, আর্দ্রা, স্বাতী, শতভিষা, ইহাদের মধ্যে কোন একটিতে রাহু থাকে, পুনর্ব্বসু, বিশাখা, পূর্ব্বাফল্গুনী ইহাদের কোন একটিতে গুরু থাকে, পুষ্যা, অনুরাধা, উত্তরাফলগুনী ইহাদের মধ্যে কোন একটিতে শনি থাকে, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা রেবতী ইহাদের কোন একটিতে বুধ থাকে; মঘা মূলা, অশ্বিনী ইহাদের কোন একটিতে কেতু থাকে, এবং পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বা ফলগুণী, ভরণী ইহার কোন একটিতে শুক্র থাকে, তবে. জন্ম কালীন যে সকল প্রথম মহদ্দশাধিপতি হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে হইয়া থাকে। সূর্য্য ৬ বর্ষ, চন্দ্র ১০ বর্ষ, ভৌম ৭ বর্ষ, কেতু ৭ বর্ষ, শুক্র ২০ বর্ষ, নিজ নিজ মারক গ্রহের দশা পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। রবি প্রভৃতি নব গ্রহের মহাদশাবর্গ ১২৮ হইয়া থাকে। ইহা হইতে পূর্ণায়ুর্দায় বলা গিয়া থাকে, এরূপ জানিতে হইবেক। অনেক লোক পূর্ণায়ুর্দায় শূন্য হইয়া থাকে কারণ উহাদের এই গ্রহ পরিপাক পাইয়া যায়। এই দশা সকলের চন্দ্রস্থ নক্ষত্র সকলকে জানিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথম দশা নির্ণয় করিয়া, পরে মারক গ্রহদশারূপ অন্ত্য দশাকে জানিতে পারা উচিত। এই রূপে আদি

দশা, অন্ত্যদশা স্থির হইলে ; সম্বৎসরের মধ্য গ্রহ সকলের দশাও অবগত হইতে হইবে। যে রূপ রাহুর মহাদশা, প্রথম দশা, সূর্য্যের মহাদশা ও অন্ত্যদশা হইলে ক্রমান্বয়ে, রাহুর ১৮ বৎসর, গুরুর ১৬ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, এবং শুক্রের ২০ বৎসর দশা কাল হইতে জাতকের আয়ুষ্য ৭৮ বৎসর বুঝিতে হইবেক। পরন্তু জন্ম কালে চন্দ্রস্থিত নক্ষত্রের কি পরিমাণ অংশ ভুক্ত হইয়াছে, উহা ত্রৈরাশিক দ্বারা প্রথম দশাতে ভুক্ত বর্ষের নির্ণয় করিয়া দশাবর্ষ হইতে ইহাকে হরণ করিয়া, অবশিষ্ট বৎসরকে প্রথম দশাধিপতির আয়ুর্বর্ষ জানিতে হইবেক, অর্থাৎ জাতকের আয়ুর্দায় ৭৮ বৎসরের কিছু কম হইবেক। এই সকল মারক দশা সম্বৎসরের আয়ুর্বর্ষ যে পরিমাণ বলিয়া থাকে, তাহা যোগ করিতে হয়। মারক দশার পরিপকাবস্থায় কোন্ অন্ত-র্দশাতে মরণ সম্ভব হয়, ইহা জানিয়া পূর্ব্বোক্ত ৭৮ বৎসরের সহিত উহাকে যোগ করিয়া প্রকৃত আয়ুর্দায় বুঝা যাইবেক। মারক গ্রহ নির্ণয় উত্তম রূপে জানা কর্ত্তব্য।

নক্ষত্র সকলের যে কয়েক দণ্ড ভুক্ত অবস্থায় থাকে, উহা হইতে প্রথম দশার কোন ২ বৎসর হরণ করিতে হয়, উহাও জানিয়া লওয়া উচিত।

মারকগ্রহ বিবরণ

লগ্ন হইতে ২য় ও সপ্তম স্থানকে মারক স্থান বলে, ইহার অধিপতি সাধা-রণত মারক গ্রহ হইয়া থাকে, আর ইহার সহিত যে গ্রহ যুক্ত হইয়া থাকে, অথবা ইহা হইতে যে গ্রহ দৃষ্ট হইবেক, তাহাও মারক গ্রহ হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কোন্টি বলী হয় তাহাও নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। যদি উক্ত তিন প্রকার সংঘটিত না হয়, তবে ব্যয় স্থানাধিপতির সহিত যুক্ত যে শুভ গ্রহ অথবা তৃতীয় ও অষ্টম স্থানের অধিপতি, যে স্থানের অধিপতি হয়, ঐ সকল মহাদশাতে যে গ্রহ অধিপতি হইবেক, উহার মহাদশাতে পাপ গ্রহের সহিত অন্তর ভুক্ত হইয়া মারক হইয়া থাকে। ব্যয় স্থানাধিপতি যুক্ত যে অন্য গ্রহ উহার যদি মহাদশা না হয়, তবে পরস্পর বলাধিক্য বিচার করিতে হয়। উহার একটিমারক হইবেক। যদি শুভ গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টমের অধিপতি হয়, অথবা নিজ হইতে উচ্চ মূল ত্রিকোণে বসতি করে বা শুভ গ্রহের সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়, তবে মারক হয় না। ইহা নিম্নলিখিত প্রকারে থাকিলেও মারক হইয়া থাকে। গুরু ও শুক্রের কেন্দ্রাধিপত্যের দোষ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাতে কেন্দ্র

স্থান দোষ সংযুক্ত, গুরু ও শুক্র দ্বিতীয় স্থানে স্থিতি করিলে প্রবল মারক হইয়া থাকে। যেরূপ বিচার করিয়া মারক গ্রহ দশা নির্ণয় করত, যে গ্রহের অন্তর্দশাতে এই মারক ভাবক রূপে পরিণত করিয়া থাকে, ইহা অবগত হইবে। মারক গ্রহ নিজের মুক্তির অবস্থায় মারক ভাব হয় না, স্ব সম্বন্ধীয় ক্রুর গ্রহের মধ্যে কোন্‌টি বলবান হয়, তাহার মুক্তাবস্থায় মরণ দিয়াই থাকে। যথা গ্রহ সকলের দশা, সূক্ষ্মদশা, প্রাণ দশা, ইহার মধ্যে কোন্‌টি মারক হয়, নিশ্চয় করিয়া শেষে আয়ুর্দায় নির্ণয় করিতে হয়। দশা নির্ণয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইবেক। জন্মকালে যে নক্ষত্র থাকে তাহার ভুক্ত দণ্ড দ্বারা সম্বৎসর নির্ণয়, হয়। জন্ম নক্ষত্র সকলের প্রথম দশাকে সম্বৎসর দ্বারা বিভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হয়, উহার প্রত্যেক দণ্ডের কত বৎসর হইবে, ইহা জানিতে হইবেক। আবার ইহার নক্ষত্র সকলের ভুক্ত দণ্ড হইতে গুণন করিয়া যে বৎসর হয়, উহার দশা, সম্বৎসর হইতে বাহির করিয়া ইহাই প্রথম দশাধিপতির আয়ুর্দায় প্রমাণ হইতেছে। অংশ আয়ুর্দায় এবং পিণ্ডায়ুর্দায়ে, রাহু ও কেতুর আয়ুর্দায় বলা হয় নাই, ইহা নক্ষত্রায়ুর্দায়ে কথিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আয়ুর্দায়ের পর দ্বাদশ ভাব ফলকে জানিতে হইবেক। আরও উহাতে ইহাও দেখিতে হইবেক যে কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ সময়ে ফল দিবেক। ইহা জানাও অতি আবশ্যক, ইহা হইতে সকল গ্রহ দত্ত আয়ুর্দায়কে বিভাগ করিয়া গ্রহ সকলের মহাদশা ও অন্ত্যদশার নির্ণয় ক্রমানুসারে লেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে গ্রহ সকলের অংশায়ুর্দায়, পিণ্ডায়ুর্দায়, ও নক্ষত্রায়ুর্দায় হইতে আয়ুর্দায় বলা হইয়াছে। গ্রহ সকল আপন আপন আয়ুর্দায়ে যত পরিমিত বৎসর দিয়া থাকে, ইহাকে উহার মহাদশা বলিয়া থাকে। যদিও অংশায়ুর্দায় ও পিণ্ডায়ুর্দায় ইহা দুই প্রকার হয়। তথাপি মহাদশা এবং অন্তর্দশা নির্ণয়ে ইহা একই, সুতরাং কেবল আয়ুর্দায় নির্ণয়ে ইহাদের মত ভেদ হইতেছে, কিন্তু দশা ও অন্তর্দশা নির্ণয়ে কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

অংশ ও পিণ্ডায়ুর্দায়, সম্বৎসর দশাক্রম। গার্গ্য ঋষি বলিয়াছেন ;

বলী লগ্নেন্দু সূর্য্যাণাং দশামাদ্যাং প্রযচ্ছতি।
তস্মাত্ততঃ প্রযচ্ছন্তি কেন্দ্রাদিস্থাঃ ক্রমেণতু ॥
তত্রাপিবলিনঃ পূর্ব্বমৃতৎসাম্যে বহু দায়কাঃ।
তৎসাম্যেপি প্রযচ্ছন্তি যে পূর্ব্বম্ রবি বিচ্যুতাঃ ॥

অর্থ।—লগ্ন স্থিত গ্রহদশা কল্পনাতে চন্দ্র সূর্য্য এই দুইটির মধ্যে, যে বলবান হইয়া থাকে, উহার প্রথম সংখ্যা হয়, আবার কেন্দ্রস্থ গ্রহ ১, ৪, ৭, ১০ ইহাদের অপর আপোক্লিব স্থানাধিপতি ৩, ৬, ৯, ১২ ইহাদের তৃতীয় সংখ্যা, কিন্তু বলবানের ক্রমানুসারে ইহাদের মধ্যে যে বলবান হইবেক, সে একের পূর্ব্বে আর একটি, আর যদি সমতুল্য হয়, তবে সে স্থান ক্রমানুসারে হয়। কিন্তু ইহাও জানিতে হইবেক যে যাহার রবি বিচ্যুত হইবে, উহার পূর্ব্ব দশা, হইবেক। বলীর ক্রম স্থান পরতার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু গ্রহ পরতার উপর নির্ভর করে। যেমন এক স্থানে দুই বা তিন গ্রহ স্থিত হইলে, উহার মধ্যে যে বলী হয়, উহার পূর্ব্ব দশা হয়, আর উহা কেন্দ্র, পণপর, আপোক্লির স্থানে এক এক রাশির উপর প্রাপ্ত গ্রহ যদি বলাধিক না হয়, অথবা সকল সমান বলকারক হয়, তবে উহাদের মধ্যে যাহার মহৎ আয়ু উহার পূর্ব্বদশা কল্পনা করিতে হইবে। যদি উহারা সমান হয়, তবে সূর্য্য ভুক্ত যে গ্রহ, তাহার পূর্ব্বদশা কল্পনা করিতে হইবেক। কেন্দ্রে যদি গ্রহ না থাকে, তবে পণপর স্থান স্থিত গ্রহের পূর্ব্বদশা যদি ইহার উপর না হয়, তবে আপোক্লিব স্থান স্থিতের, পূর্ব্বদশা কল্পনা করিতে হইবে। এই রূপে রব্যাদি নব গ্রহের দশাক্রম কল্পনা করিতে হইবেক। পরে ইহার মহাদশা বিচার করিতে হইবেক।

অন্তর্দশা নির্ণয়।

দশাধিপতির অন্তর্দশা নির্ণয় কালে (১) দশাধিপতির সহিত গ্রহের অৰ্দ্ধভাগ, (২) দশাধিপতির ত্রিকোণ স্থানান্তর্গত ৯, ৫ স্থানস্থিত গ্রহ সকলের ৩ ভাগ, (৩) দশাধিপতির কেন্দ্র স্থানান্তর্গত ৭ ভাগ, (৪) দশাধিপতির চতুর্থ ও অষ্টম স্থান স্থিত গ্রহ সকলের ৪ ভাগ, ইহারাই অন্তর্দশার ভাগ হইয়া থাকে। অন্তর্দশা নির্ণয় করিবার সময়ে ইহার ও নির্ণয় করিতে হইবেক। এই স্থানের

উপর মহাদশাধিপতির অন্তর্দশা কাল, মহাদশাতে কত বৎসর হইয়া থাকে, তাহা বলা হয় নাই। এইজন্য ইতর গ্রহ সকলের উক্ত অর্দ্ধাদি ভাগের গুণিতক দ্বারা মহাদশাধিপতির অন্তর্দশা কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়।

কোন গ্রহের মহাদশাতে উহার অন্তর্দশা কল্পনা করিবার সময়ে, উহার এক অংশ স্বীকার করিয়া পরে আবার উহাতে পূর্ব্বোক্ত ঐ গ্রহের অর্দ্ধ ভাগ, এক তৃতীয়, এক চতুর্থ, ও এক সপ্তম অংশ, উহার অন্তর্দশাকাল হইয়া থাকে। এই সমুদয় কাল একত্রিত হইয়া এক গ্রহের মহাদশা হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই সকল অংশ জানিতে হইবেক। পূর্ব্বোক্ত মহাদশার বর্ষকে মাসে পরিণত করিয়া উপরোক্ত অর্দ্ধাদি দ্বারা ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হয়, উহাকে ঐ গ্রহের নিজ মহাদশাতে অন্তর্দশা জানিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ লিখিত হইতেছে যে; যেরূপ কোন একটি গ্রহের মহাদশা কাল ১৫ বৎসর ৭ মাস, ইহাকে মাসে পরিণত করিলে ১৮৭ মাস হইবেক। ইহাই গ্রহের অর্দ্ধাদি ভাগ মিলিয়া হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ১, ২, ৩, ৪, ৭, ইত্যাদি দ্বারা ৮৪ কে ভাগ করিয়া ভাগ ফল সমষ্টি ১৮৭ মাস হয়, সুতরা ৮৪ মাস ইহাই ঐ গ্রহের অন্তর্দশা কাল, অর্থাৎ গ্রহ সকলের মহাদশার বর্ষ মাসকে ৮৪ দ্বারা গুণন করিয়া ১৮৭ দ্বারা ভাগ দিলে, গ্রহ সকলের অন্তর্দশার কাল নির্ণয় হইয়া থাকে। এই রূপে অপরাপর গ্রহের ও অন্তর্দশা কাল নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ১৫ বৎসর সাত মাসে ১৮৭ মাস হয়, ইহার মধ্যে ৮৪ মাস অন্তর্দশা কাল, উহার অর্দ্ধ ভাগ চতুর্থ ভাগ ইত্যাদি ইতর গ্রহের অন্তর্দশা কাল হইয়া থাকে। কোন এক রাশিস্থিত গ্রহের অর্দ্ধ ভাগ ৪২ মাস, ত্রিকোণ স্থিত গ্রহের ২৮ মাস, ৭ম কেন্দ্র স্থিত গ্রহের ১২ মাস, চতুর্থ ও অষ্টম স্থান স্থিত গ্রহের ২১ মাস এই রূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

নক্ষত্র দশা নির্ণয় ক্রম।

উড়ুদশা প্রদীপিকায় উক্ত হইয়াছে যে,

অথবক্ষে খগেন্দ্রানাং ভুক্তিং পঞ্চ বিধামহম্
দশাচান্তর্দশা চৈব মন্তরান্তর্দশা তথা॥ ১
সূক্ষ্মভুক্তিঃ প্রাণদশা চৈবং পঞ্চ দশাস্মৃতাঃ॥

অর্থ। এক একটি গ্রহের মহাদশা, অন্তর্দশা, সূক্ষ্মদশা ও প্রাণদশা এই পাঁচটি

দশা আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মহাদশাতে অধিক কাল থাকে, এই জন্য ইহাই মহাদশা। ইহাতে নব গ্রহ যে কিছু সময় পরিপাক করিয়া থাকে, উহাকেই অন্তর্দশা বলা যায়। যেরূপ অন্তর্দশাকে মহাদশা দ্বারা বিভক্ত করিতে হয়, সেই রূপ সূক্ষ্ম দশা দ্বারা প্রাণ দশাকে ভাগ করিয়া, এই রূপ ক্রমানুসারে প্রত্যেক দশা নব অর্থাৎ নয় প্রকারের হইয়া থাকে। এক্ষণে গ্রহ সকলের এই সিদ্ধান্ত হইল যে প্রত্যেক গ্রহের মহাদশাতে ৯ অন্তর্দশা, ৮১ অন্তরান্তর বা প্রত্যন্তর দশা, ৭২৯ সূক্ষ্ম দশা, ৬৫৬১ প্রাণ দশা হয়; এই সমুদয় জানিবার উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মহাদশা নির্ণয় প্রকার।

জন্ম কালে যে নক্ষত্রের উপর চন্দ্র অবস্থিতি করে, ঐ নক্ষত্রের ভুক্ত দণ্ডের প্রথম দশাতে, ভুক্ত সম্বৎসরের জ্ঞানের রীতি, এবং রব্যাদি নব গ্রহ দত্ত আয়ুর্বর্ষ পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এক্ষণে রব্যাদি নব গ্রহের অয়ুর্বর্ষ যাহা হয় তাহার দশাকাল বলা হইতেছে যথাঃ—

সূর্য্যদশা ৬ বর্ষঃ, রাহুর দশা ১৮ বৎসর, বুধ দশা ১৭ বর্ষঃ।
চন্দ্র দশা ১০ বর্ষ, গুরু দশা ১৬ বৎসর, কেতু দশা ৭ বর্ষঃ।
কুজ দশা ৭ বর্ষ, শনির দশা ১৯ বর্ষঃ, শুক্রদশা ২০ বৎসর।

রব্যাদি গ্রহ সকলের যে দশাবর্ষ লিখিত হইল, এই সকল দশাবর্ষ সৃষ্টির আদি হইতে তত্তৎ গ্রহে ক্রমান্বয়ে হইয়া আসিতেছে,। যেমন সূর্য্য প্রথম, এই জন্য উহার দশা প্রথম দশা সম্ভবিত হয়, ও চন্দ্র ভ্রাতৃভুত হইলে উহা দ্বিতীয় দশা, কুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃভূত এবং ইহাই ভূমির সাক্ষাৎ পুত্র বলিয়া উহার তৃতীয় দশা, রাহু, (ভূমির ছায়া সম্ভূত) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ তুল্য হয়, অতএব ইহার চতুর্থ দশা। গুরু, রাহুর দশার দোষের অপহারক এই জন্য উহার পঞ্চম দশা গুরু,। জন্য সুখের ভোক্তা ও আয়ুষ্য কারক, শনি উহার ষষ্ঠী দশা, আয়ু সাফল্য দাতৃ ও প্রজ্ঞা কারক বুধ হইতেছ, এই জন্য ইহা উহার সপ্তম দশা। প্রজ্ঞা ফলীভূত মোক্ষ দায়ক কেতু, উহার অষ্টম দশা হয়। সর্ব্ব ফল ভুক্ত শুক্র এই জন্য ইহার নবম দশা।

জন্ম কালীন নক্ষত্র হইতে গুরু যদি প্রথম দশাধিপতি হয়, তবে দ্বিতীয় দশাধিপতি শনি, তৃতীয় দশাধিপতি বুধ, চতুর্থ দশাধিপতি কেতু, পঞ্চম দশা-

ধিপতি শুক্র, ষষ্ঠ দশাধিপতি সূর্য্য, সপ্তম দশাধিপতি চন্দ্র, অষ্টম দশাধিপতি ভৌম, নবম দশাধিপতি রাহু হইবেক।

অন্তর্দশা নির্ণয় প্রকার।

গ্রহ সকলের দত্ত পূর্ণায়ু ১২০ বৎসর। এক্ষণে এই বর্ষ সকল মধ্যে যে গ্রহ বিবেচনীয় হয়, উহাদিগের ভাগ, প্রাপ্ত বৎসরকে জানিয়া, ঐ ভাগের অন্তর্দশা নির্ণয় করিবার জন্য বিভক্ত করিতে হয়। এরূপ অন্তরান্তর বা প্রত্যন্তর দশা নির্ণয়ে অন্তর দশাকে, সূক্ষ্ম দশা নির্ণয়ে অন্তরান্তর্দশাকে এবং প্রাণ দশাকে নির্ণয় করিতে হইলে সূক্ষ্ম দশাকে ভাগ করিতে হয়। উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছেঃ--

প্রশ্ন। শুক্রের মহাদশাতে, চন্দ্রের অন্তর্দশাতে, রবির অন্তরান্তর্দশাতে শুক্রের সূক্ষ্মদশাতে চন্দ্রের প্রাণ দশার কাল কত হইবেক।

উত্তর। এই স্থলে বিচার করিতে হইবেক যে শুক্রের মহাদশা, উহাতে চন্দ্র অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। আবার শুক্রের যে সূক্ষ্মদশা তাহাতে চন্দ্রের পুন প্রাণ দশাতে অন্তর্ভোগ হইতেছে, শুক্রের মহাদশার কাল ২০ বৎসর হয়। এক্ষণে সম ভোক্তের চন্দ্র দত্ত আয়ুর্বর্ষ ১০ বৎসর। ইহাতে সকল গ্রহের দশাবর্ষ ১২০ বৎসরে ১২ ভোক্ত হয়, সুতরাং ২০ বৎসরের দ্বাদশাংশ ১ বৎসর ৮ মাস হয়, এবং ইহাই চন্দ্রের অন্তর্দশা, ইহা হইতে সূর্য্যের অন্তর্দশা নির্ণয় করিতে হইবেক। এক্ষণে সূর্য্যের পূর্ণায়ুর্বর্ষ ৬ সুতরাং উপরোক্ত ১২০ কে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে ২০ ভুক্ত হইবেক; ইহাই চন্দ্রের অন্তর্দশা হইবে। ২০ মাসকে ২০ ধরিলে ১ মাস ইহাই সূর্য্যের অন্তরান্তর্দশা। ইহাদিগের হইতে এক্ষণে শুক্রের জন্ম দশা জানিতে হইবেক। শুক্রের পূর্ণায়ুবর্ষ ২০, সুতরাং সর্ব্বসমেত আয়ু ১২০ তে ৬ ভুক্ত হয়, ইহাতে ১ মাস অর্থাৎ ৩০ দিনে ৫ বার ভুক্ত হইতেছে, সুতরাং ৫ দিন হইতেছে। এক্ষণে ইহা চন্দ্রের প্রাণদশা জানিতে হইবেক, চন্দ্রের পূর্ণায়ুর্দশা ১০ বৎসর, ইহাই সম্পূর্ণ আয়ু পরিমাণের মধ্যে ১২ ভুক্ত হইতেছে, শুক্রের সূক্ষ্মদশা ৫ দিনে (৩০০) দণ্ড, ইহাকে ১২ ভুক্ত অংশ দ্বারা ভাগ করিলে ২৫ দণ্ড হইবেক, ইহাই চন্দ্রের প্রাণ দশা জানিবে। এই রূপে ইতর গ্রহের ও অন্তর্দশা, অন্তরান্তর্দশা জানা যায়। ও এই স্থানে কেবল শাস্ত্রানুসারে অন্তর্দশাবর্ষ লিখিত হইতেছে।

রবির মহাদশা ৬ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
রবির অন্তর্দশা		৩	১৮
চন্দ্র	০	৬	০
কুজ	০	৪	৬
রাহু	০	১০	২৪
গুরু	০	৯	১৮
শনি	০	১১	১২
বুধ	০	১০	৬
কেতু	০	৪	৬
শুক্র	০	১২	০

রাহুর মহাদশা ১৫ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
রাহুর অ	২	৮	১২
গুরু	২	৪	২৪
শনি	২	১০	৬
বুধ	২	৬	১৮
কেতু	১	০	১৮
শুক্র	৩	০	০
রবি	০	১০	২৪
চন্দ্র	১	৬	০
ভৌম	১	০	১৮

বুধের মহাদশা ১৭ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
বুধের অ	২	৪	২৭
কেতু	০	১১	২৭
শুক্র	২	১০	০
রবি	০	১০	৬
চন্দ্র	১	৫	০
কুজ	০	১১	২৭
রাহু	২	৬	১৮
গুরু	২	৩	৬
শনি	২	৮	৯

চন্দ্রের মহাদশা ১০ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
চন্দ্র	০	১০	০
কুজ	০	৭	০
রাহু	১	৬	০
গুরু	১	৪	০
শনি	১	৭	০
বুধ	১	৫	০
কেতু	০	৭	০
শুক্র	১	৮	০
রবি	০	৬	০

গুরুর মহাদশা ১৬ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
গুরু	২	১	১৮
শনি	২	৬	১২
বুধ	২	৩	৬
কেতু	০	১১	৬
শুক্র	২	৮	০
রবি	০	৯	১৮
চন্দ্র	১	৪	০
কুজ	০	১১	৬
রাহু	২	৪	২৪

কেতুর মহাদশা ১ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
কেতু	০	৪	২৭
শুক্র	১	২	০
রবি	০	৪	৬
চন্দ্র	০	৭	০
ভৌম	০	৪	২৭
রাহু	১	০	১৮
গুরু	০	১১	৬
শনি	১	১	৯
বুধ	০	১১	২৭

কেতুর মহাদশা ১ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
কুজ	০	৪	২৭
রাহু	১	০	১৮
গুরু	০	১১	৬
শনি	১	১	৯
বুধ	০	১১	২৭
কেতু	০	৪	২৭
শুক্র	১	২	০
রবি	০	৪	৬
চন্দ্র	০	৭	০

শনির মহাদশা ১৯ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
শনি	৩	০	৩
বুধ	২	৮	৯
কেতু	১	১	৯
শুক্র	৩	২	০
রবি	০	১১	১২
চন্দ্র	১	৭	০
ভৌম	১	১	৯
রাহু	২	১০	৬
গুরু	২	৬	১২

শুক্রের মহাদশা ২০ বৎসর

	বর্ষ	মাস	দিন
শুক্র	৩	৪	০
রবি	১	০	০
চন্দ্র	১	৮	০
কুজ	১	২	০
রাহু	৩	০	০
গুরু	২	৮	০
শনি	৩	২	০
বুধ	২	১০	০
কেতু	১	২	০

সূর্য্য দশার ফল।

সূর্য যদি আপন অপেক্ষা উচ্চ, স্বক্ষেত্র, মূল ত্রিকোণে অবস্থিতি করে বা কেন্দ্র ত্রিকোণে থাকে, অথবা রাজ্য স্থানে বা ভাগ্য স্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত কিম্বা লাভ স্থানাধিপতির সহিত যুক্ত হয়, তবে সুখ, দ্রব্য, রাজ সম্মান ইত্যাদি ফল দিয়া থাকে। নিম্ন ক্ষেত্র বা শত্রু ক্ষেত্রে থাকিয়া বল হীন হইলে শত্রু হইতে ভয়, বন্ধু মিত্রাদির সহিত বিরোধ, চৌরাগ্নির ভয়, পিতৃ মরণ স্ত্রী পুত্রের হানী, উদর রোগ, দেশান্তর গমন, ভৃত্যের সহিত কলহ ইত্যাদি অশুভ ফল দিয়া থাকে, এবং, শুভ ও অশুভ উভয় ভাবাক্রান্ত স্থানে অবস্থিতি করিলে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ ফল দিয়া থাকে।

চন্দ্র দশার ফল।

উপরোক্ত গ্রহ যদি বলবান হইয়া শুভ দশাকে প্রাপ্ত হয়, তবে ধর্ন ধান্যাদি লাভ, শুভ কার্য্য, বাহন প্রাপ্তি, কার্য্য সিদ্ধি, গুড়, চিনি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত পুষ্প, বস্ত্র, তিল, ইত্যাদি দ্বারা লাভ হয়। আর বল হীন হইয়া অশুভ দশাকে প্রাপ্ত হইলে, শারিরীক জড়তা, মনোব্যাকুলতা, ভ্রাতৃ পীড়া, ধন হানী হয়, এবং ৭ম ও ৮ম স্থানে ক্রূর গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে, মন ক্লেশ, ধন, ধান্য নাশ, কার্য্যে বিরোধ, দেহাভাস, ভ্রাতৃ হানী হয়। ইহাতে স্থিত হইয়া যদি বলবান হয়, তবে দশার আদিতে শুভ ও অন্ত্য ভাগে অশুভ ফল দিয়া থাকে।

কুজ দশা ফল।

যদি কুজ স্বক্ষেত্র, মূল ত্রিকোণ, কেন্দ্র, ধন স্থান ও লাভ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পূর্ণ বল যুক্ত হয়, তাহা হইলে শত্রু জয়, ভ্রাতৃবর্গ, উদ্যোগ, অশ্ব, অজা, মেষ, শালাদি বহুমুল্য বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্য ধনী ও সুখী হয়। আর উক্ত স্থান সকল অশুভ ও বল হীন হইয়া কুটুম্ব কলহ, বন্ধু বিরোধ, জ্বর, মেহ, জড়তা, হতভাগা লোকের সহিত বাস, কোপ ও তজ্জাত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাহুর দশা ফল

ইহার কোন রাশির অধিপতিত্ব নাই, তথাপি ইহার ফল অন্য প্রকার নিয়মানুসারে বিচার করিতে হয়, যথা জাতক চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে যে

যদ্ যদ্ ভাবগতৌ ব্যাপি, যদ্ যদ্ ভাবেশ সংযুতৌ ॥
তত্তৎফলানি প্রবলৈঃ প্রদিশেতাং তমো গ্রহৌ ॥

বলবান রাহু কেতু যে স্থানের উপর অবস্থিতি করে এবং যে গ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তাহার ফলাফল তদনুযায়ীই হইয়া থাকে। এই জন্য প্রথমে ইহার বল বিবেচনা করিয়া পরে ফল নির্ণয় করিতে হয়। কোন কোন আচার্য্য এই দুইটিকে গ্রহ বলিয়াই স্বীকার করেন না, সুতরাং ঐ সকল লোক ইহার বলাবলও স্বীকার করেন না, কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে ইহায় গ্রহত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের স্থানাধিপত্য সম্ভবিতে পারে। বৃদ্ধ পরাশরে উক্ত হইয়াছেঃ—

রাহোস্তু বৃষভং কেতো বৃশ্চিকং তুঙ্গ সংজ্ঞিকং ॥
মূল ত্রিকোণ কর্কীচ যুগ্ম চাপং তথৈবচ ॥
কন্যা চ স্বগৃহে প্রোক্তং সিংহ স্বোচ্চমিতি স্মৃতম্ ॥

ইহা দ্বার প্রতিপন্ন হইতেছে যে রাহু ও কেতু ক্রমান্বয়ে বৃষভ ও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত হইলে বলবান হইয়া থাকে। রাহু যদি বলবান থাকে, তবে লক্ষ ফল দিয়া থকে, সুখ, ধন ধান্যাদি সম্পদ, বাহন প্রাপ্তি, পুত্র সন্ততি, রাজসন্মান বস্ত্রাভরণাদি ফল লাভ হয়। কেন্দ্র ও কোণ স্থানে যদি শুভ গ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তবে স্থান নাশ, মনোব্যাকুলতা, কলত্র হানি, পুত্র নাশ ইত্যাদি ফল লাভ হয়, আপন দশার অন্তর্ভাগে থাকিলে শরীর কষ্ট, ধন, ধান্য নাশ, দুঃখ, স্থান নাশ; মনোব্যাকুলতা, ইত্যাদি ফল দিয়া থাকে।

শনির দশা ফল।

এই গ্রহ যদিও ক্রূর গ্রহ, তথাপি ইহা বলবান, এবং শুভ স্থান স্থিত হইলে গ্রামাধিপত্য, কীর্ত্তি, রাজযোগ; গৃহে কল্যাণ কারক, মহোৎব, কলত্র পুত্র লাভ, ধন বিদ্যা লাভ, ভূষণ প্রাপ্তি ইত্যাদি শুভ ফল দিয়া থাকে। বল হীন হইলে পক্ষী পোষণ, দ্যূত বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম, তিল মাষ কলাই ইত্যাদির মিলন, ফল হয় না এবং মহিষ, গর্দ্দভ ইত্যাদি বিক্রয় দ্বারা ধন লাভ, বা ইহাদের পালন করিয়া জীবন যাপন করে, তৈল, মদ্য, লবণ নীল, অহি-

ক্ষেণ বিক্রয় করিয়া ধনী হয়। ইহা যদি নীচ স্থানস্থ বা অস্তগত অথবা দুষ্ট স্থানে স্থিত হয়, এবং শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট না হয়, তবে পিতৃ, মাতৃ বিয়োগ, বিষ, শস্ত্র, অগ্নিতে পতন, বন্ধন, অঙ্গ বৈকল্য, কলত্র পুত্রাদি হইতে তিরস্কার, জীব হিংসা, অপমান ইত্যাদি মন্দ ফল দিয়া থাকে।

বুধ দশার ফল।

ইহা স্বোচ্চ, মূল ত্রিকোণ, স্বক্ষেত্র, মিত্র ক্ষেত্রে, অবস্থিতি করিলে, সৎ-বুদ্ধি, সৎকর্ম্ম বৃদ্ধি, পুত্র কলত্র সৌখ্য, ভোজন সৌখ্য, বাণিজ্য দ্বারা ধন লাভ, সুস্থ শরীর, কাব্য শিল্পাদি বিদ্যায় পারদর্শী, ধর্ম্ম বৃদ্ধি ইত্যাদি শুভফল দিয়া থাকে। আর ধন, স্বর্ণ, পিত্তল, কাংস্য, পুস্তক ও ভূমি লাভ হইয়া থাকে। যদি রাজা ভাগ্যাধিপতি হইয়া, শুভ গ্রহের দৃষ্টি হইতে দৃষ্ট হয়, তবে সম্পূর্ণ রাজযোগ দিয়া থাকে। ইহা যদি দুঃখ স্থানে স্থিতি করে, এবং ক্রূর গ্রহ সকলের সহিত যুক্ত হয়, অথবা দৃষ্ট হয়, তবে কঠিন বাক, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, রাজ দ্বেষ, বন্ধু কলহ, মনোব্যথা, পঠিত বিদ্যা বিস্মরণ, মূত্র কৃচ্ছ্র, রোগ ইত্যাদি দুষ্ট ফল দিয়া থাকে।

কেতুর দশা ফল।

যদি ইহা কেন্দ্র, ত্রিকোণ, লাভ স্থান, স্বোচ্চ শুভবর্গ সংযুক্ত হয়, এবং শুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে মহান উদ্যোগ, সুখ রাজ্যাভিমান, গ্রামাধিপত্য, বাহন লাভ, পুত্র কলত্র সৌখ্য লাভ হয়। আর যদি দ্বিতীয় অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া অশুভ গ্রহের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয়, তবে শরীরের জড়তা, স্থান ভ্রংশ, মনো-ব্যাকুলতা, বন্ধন ইত্যাদি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

শুক্র দশা ফল।

ইহা পরমোচ্চ, স্বোচ্চ, মূলত্রিকোণ, স্বক্ষেত্র, মিত্র ক্ষেত্র এবং কেন্দ্রস্থ হইলে রাজ্যাভিষেক প্রাপ্তি, নৃত্য গীত বাদ্যাদি দ্বারা সুখ, গন্ধ পুষ্প, অল-ঙ্কার, স্ত্রী, সৌখ্য, মিষ্টান্ন ভোজন, রাজ্য ক্রয় বিক্রয়, বয়ানুকুলতা, কৃষি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্তি, স্ত্রীদ্বারা ধন লাভ, স্বর্ণ রজত যশঃ এই সমুদায় লাভ হয়। ত্রিকোণ লগ্ন, পঞ্চম ও নবমে স্থিত হইলে, উদ্বাহোৎসব কর্ম্ম, ইষ্ট বন্ধু সহ সমাগম, নষ্ট রাজ্য ধনাদি পুন সম্প্রাপ্তি, ধনাদি লাভ ইত্যাদি শুভ ফল

দিয়া থাকে। শুক্র যদি ৬, ১২ তে নীচ রাশি গত হইয়া, পাপ গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয় বা নিরীক্ষিত হয়, তবে স্ত্রী কলহ, আপ্ত বন্ধু জন ক্লেশ, মনস্তাপ, দুর্ভাগ্য যোগ, স্ত্রী বিয়োগ, স্মরজ্বর, মোকর্দ্দমা ইত্যাদি অশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে।

লগ্ন দশা ফল।

চর, স্থির, দ্বিস্বভাব ভেদে যেমন লগ্ন তিন প্রকার, সেই রূপ উহাদের ত্রয়াংশ ও উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। উহাদের ফল ক্রমান্বয়ে নিম্নে লিখিত হইতেছে। যদি লগ্ন চর রাশি, এবং প্রথম লগ্ন ত্রয়াংশে জন্মগ্রহণ করে, তবে উত্তম ফল, দ্বিতীয় ত্রয়াংশে জন্মিলে মধ্যম ফল, তৃতীয় ত্রয়াংশে জন্মিলে জাতক নিকৃষ্ট ফল, লাভ করিয়া থাকে। আর লগ্ন স্থির রাশি হইলে উহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ত্রয়াংশের ফল যথাক্রমে নিকৃষ্ট, মধ্যম, ও উত্তম হইয়া থাকে। দ্বিস্বভাব রাশি হইলে উহার ত্রয়াংশের ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট, উত্তম, ও মধ্যম ফল জানিতে হইবেক। লগ্নে যে গ্রহ অবস্থিতি করে অথবা যাহার দৃষ্টি পড়ে, উহার ভাবকারক শীলাদি জানিয়া পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট উত্তমাদি ফল জানা কর্ত্তব্য। লগ্ন ফল ও গ্রহের দশার ফল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহাতে অংশপিণ্ড আয়ুর্ব্বর্ষ নির্ণয় করিয়া, দশাফলের মধ্যে রাহু কেতুকে ত্যাগ করিয়া, ইতর তত্তৎ শেষ গ্রহের দশাফল দেখিতে হইবেক। নক্ষত্র দশা-নির্ণয়ে স্থানকে লইয়া রব্যাদি নবগ্রহসকলকে ইতর রাশি সমুদয়ের মধ্যে দেখিতে হইবেক। সূর্য্য চন্দ্র ব্যতিরেকে অপর সকল গ্রহের দ্বিস্থানাধিপত্য ইহা হইতে যদি উহাদের মধ্যে এক রাশি শুভ, দ্বিতীয় অশুভ হয় তবে, হোরানুভব দর্পণে—

> যুগ্মরাশি গতানাস্তু ফলমূল ত্রিকোণজম্।
> আদৌ ভবেত্ততো ভুয়া দন্যরাশীশজংফলম॥
> ওজরাশি গতানাস্তু পশ্চান্মূল ত্রিকোণজম্।
> ফলং প্রাগেব নির্দ্দেশ্য মন্য রাশ্যাধিপত্যজম॥

অর্থ। যে গ্রহ দুই রাশির অধিপতি হয়, উহাদের মূলত্রিকোণ স্থান জন্মরাশির অধিপতির প্রথম হইয়া থাকে। অনন্তর ইতররাশি সকলের যদি

ঐ মূলত্রিকোণ স্থান, জন্ম রাশি বিষম হয়, তবে প্রথম অপর রাশির অধিপতির ফল হইবেক, শেষে মূলত্রিকোণের, ফল হইবে। প্রথম যেরূপ দশা ফলের জ্ঞানলাভ করা হইয়াছে, সেইরূপ অন্তর্দশার ফল জানিতে হইবে। ঐ ফল সকল একত্রিত হইয়া পাঁচ দশা পরিমাপক বলিতে হয়। ইহার দ্বারা বিশেষ ফল জানিবার ইচ্ছা, পরিমাণ করা হইয়া থাকে। যে যে গ্রন্থে বিশেষ দশা সকলের ফল বলা হইয়াছে, উহাদের নাম, উড়ুদশা প্রদীপিকা, দশা ভুক্তি ফল চন্দ্রিকা ইত্যাদি। এক্ষণে এই দশা ফল কথন সমাপ্ত করিয়া রাজ যোগ লেখা যাইতেছে।

সপ্তমাধ্যায়।

এই অধ্যায়ে ১০০ রাজ যোগের বিষয় লিখিত হইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ফল বলা হইয়াছে, উহা হইতে, আর যোগ সকলের ইহতে, পরস্পর দ্বিবিধ প্রকার ফল হয়, পরন্তু উভয়ের মধ্যে যোগ সকলের ফলই প্রধান বলা হইয়াছে, বাস্তবিক ইহাই প্রধান। যেমন বালারিষ্ট ফলে অনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু যদি যোগ ফল শুভ হয়, তবে পূর্ণায়ুর্দায় হইয়া থাকে।

কুসুম যোগ।—লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র, এবং চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে যদি রবি স্থিতি করে, তবে কুসুম যোগ হইয়া থাকে। এই যোগে জাতক-শিশু, ভূমিপাল ও বন্ধুরক্ষক হইয়া থাকে, এবং ২০ বৎসরের মধ্যে গ্রামাধি-কারী হয়।

চাপযোগ। যদি চতুর্থ ও দশম স্থানাধিপতির পরস্পর অনুবর্ত্তন হয়, এবং লগ্নাধিপতি উচ্চ স্থানে থাকে, তবে চাপযোগ বলা হয়। ইহাতে আটবর্ষের ভিতর জাতক রাজ কোষাধ্যক্ষ হয়। মহাপরাক্রমী, কুল পূজিত ও হইয়া থাকে।

চক্রযোগ। যদি দশম স্থানে রাহু, দশমাধিপতি লগ্নে, এবং লগ্নাধিপতি নবম স্থানের উপর হয়, তবে চক্রযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে

১২০ বৎসরের মধ্যে, গ্রামাধিপতি সৈন্যাধিপতি হয়, এবং লোকের স্তুতিও প্রাপ্ত হয়।

নাগযোগ। যদি দশমাধিপতি কোন রাশির অংশ চক্রে অবস্থিতি করে এবং এই রাশির অধিপতি দশম স্থানে থাকে ও লগ্নাধিপতির সহিত যুক্ত হয়, তবে তাহাকে নাগ যোগ বলা যায়। ইহা হইতে ১৬ বৎসরের ভিতর সকল বিদ্যা সম্পন্ন, বিনয় সংযুক্ত, রাজপ্রিয় ও বিশেষ ধনার্জ্জনকারী হয়।

নাভিযোগ। যদি নবমস্থানে গুরু, এবং গুরু স্থিত রাশি হইতে ১১ একাদশ স্থানে, নবম স্থানাধিপতি শুভ গ্রহের সহিত অথবা চান্দ্রমাসে যুক্ত হয়, তবে নাভি যোগ হয়। ইহা হইতে বিদ্যাবান, সুখভোগী রাজপূজিত, অভিমান যুক্ত হইয়া থাকে। এই সমুদয় ফল ২১ বৎসরের ভিতর হইয়া থাকে, এবং ২৩ বৎসরের মধ্যে ১০০০ মুদ্রা উপার্জ্জন দ্বারা প্রাপ্তি হয়।

ভেরীযোগ। যদি লগ্নাধিপতি দ্বিতীয় স্থানের উচ্চস্থিত হয় এবং উহা দশমাধিপতি হইতে দৃষ্ট হয়, তবে ভেরী যোগ ঘটিয়া থাকে। এইযোগে জাত ব্যক্তি ৩৬ বৎসরের মধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ আদি দ্বারা আনন্দ পাইয়া থাকে এবং অশ্ব, গজ, ও পদাতিক সকলের অধিপতি হয়।

পদ্মযোগ। যদি ভাগ্য স্থানে শুক্রের সহিত সংযুক্ত অথবা লগ্নও চন্দ্রের সহিত একাদশ স্থানাধিপতি যুক্ত হয়, তবে পদ্মযোগ হয়। ইহাতে জাতক ১৫ বৎসরের ভিতর রাজ পূজিত, ভোগী, পুণ্যবান হইয়া থাকে।

বসুমতী যোগ। যদি ভাগ্য স্থান বা ভাগ্য স্থানাধিপতি হইতে দশম স্থানাধিপতি উচ্চ হইয়া ভাগ্য স্থানে স্থিত হয় .এবং উহা রাজ্যাধিপতি যুক্ত হয়; (নবম, দশম স্থান রাজ্য ও ভাগ্য স্থান হয়) তবে বসুমতী যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ২৪ বৎসরের ভিতর রাজ সকলের নমস্কৃত, যুক্তকর্ম্মকৃৎ জনাধিপতি হয়।

পর্ব্বতযোগ। লগ্নাধিপতি যে রাশির উপর অবস্থিতি করে, যদি উহার অধিপতি, কেন্দ্র, ত্রিকোণ, স্বক্ষেত্র, মূলত্রিকোণে অবস্থিতি করে, তবে পর্ব্বত যোগ হয়। ইহাতে ৩০ বৎসরের ভিতর, গ্রামাধিপতি, জনভূষিত, রোগ রহিত শরীর হইয়া থাকে।

কাহলযোগ। লগ্নাধিপতি স্থিত রাশির অধিপতি, চন্দ্র হইতে কেন্দ্র

স্থানে অবস্থিত হইলে এবং নিজে বলবান অথবা বলবান গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে, কাহল যোগ হয়। ইহা হইতে লোক ভাগ্যবান, ভোগী ও ১২ বৎসরের ভিতর মহান পণ্ডিত অথবা রাজা হয়।

শ্রীযোগ। যদি ধন ও ভাগ্য স্থানাধিপতি কেন্দ্র-স্থানে, এই দুই স্থানাধিপতির সহিত যুক্ত হয় এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত না হয়, তবে শ্রীযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ২২ বৎসরের ভিতর বুদ্ধিমান, রাজসন্ততি, জিত শত্রুক হয়।

মৃদঙ্গযোগ। যদি লগ্নাধিপতি শুক্রের সহিত সংযুক্ত পরমোচচ স্থানে অবস্থিতি করে. এবং পরমোচচ স্থানাধিপতি কেন্দ্রে থাকে, তবে মৃদঙ্গ যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে জাত ব্যক্তি রাজা, গ্রামাধিপতি, পট্টনাধিপতি বা সুখযুক্ত হয়।

শারদযোগ। যদি লগ্নাধিপতি শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত হইয়া বর্গোত্তমাংশে অবস্থিতি করে, অথবা লগ্নাধিপতি হইতে নিরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে শারদ যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে জাতক ১৬ বৎসরের ভিতর, সুখী, নরপতি, প্রতাপশালী, যুদ্ধাসক্ত, হইয়া থাকে।

সুখযোগ। যদি ধন, ভাগ্য ও লাভ, স্থানাধিপতির কোন একটি চন্দ্রের কেন্দ্র, স্থানে অবস্থিতি করে, তবে সুখ যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে ১৬ বৎসরাভ্যন্তর কালে, সুখী ও রাজা হইয়া থাকে।

সাম্রাজ্যযোগ। ভাগ্য স্থানাধিপতি অংশ চক্রের যে রাশির উপর অবস্থিতি করিয়া থাকে, ঐ রাশির অধিপতি, গুরুর সহিত সংযুক্ত ধনরাশিতে যদি স্থিতি করে (যদি গুরু, ধন বা ভাগ্য স্থানাধিপতি হয়) তবে সাম্রাজ্য যোগ হয়। এই যোগ কাহারও হইলে সে নিঃসহায় রাজা হয়।

দুর্গেশ যোগ। রাহু স্থিত অংশ, রাশির অধিপতি, পঞ্চম ও নবম অপেক্ষা উচ্চে স্থিত হইলে, আর ভৌম ষড়্‌ব৭ সহিত যুক্ত হইলে এবং ভাগ্যাধিপতি সপ্তম স্থানে স্থিতি করিলে, দুর্গেশযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে বন্যভূমির অধিপতি হয়।

অর্থযোগ। যদি দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিপতি ভাগ্যস্থানে এবং ভাগ্য-স্থানাধিপতি বলবান হইয়া দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিতি করে, আর লগ্নাধিপতি

উচ্চস্থিত লাভ স্থানে অবস্থিতি করে, তবে অর্থযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে জাতক কোটী ধনের অধিপতি হয়।

ত্রিকুট যোগ। যদি লগ্ন চররাশি হয় এবং বৃহস্পতি ইহাতে অবস্থিতি করে, আর স্থির রাশিতে শুক্র এবং দ্বিস্বভাব রাশিতে বৃষভ থাকে, তবে ত্রিকুট যোগ ঘটিয়া থাকে, ইহার ফলে লোক দুর্গাধিপতি হইয়া থাকে।

চামরযোগ। যদি চতুর্থ স্থানাধিপতি উচ্চস্থানে, অবস্থিত হয়, এবং উচ্চস্থানাধিপতি ভাগ্য স্থানে অবস্থিতি করে, ও লগ্নাধিপতির সহিত যুক্ত হয়, তবে চামর যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে রাজা, পূজিত, দেশাধীশ্বর, বিদ্বান, গ্রন্থকর্ত্তা, সভাবাদ কারী বা সভাজয়ী, সুখসম্পন্ন, গৌরব যুক্ত হইয়া থাকে।

শিবযোগ। পঞ্চম স্থানাধিপতি ভাগ্যস্থানে, রাজ্যাধিপতি পঞ্চম স্থানে, এবং ভাগ্যস্থানাধিপতি রাজ্যস্থানে, অবস্থিতি করিলে শিবযোগ ঘটিয়া থাকে। ও ইহাতে প্রবল বৃত্তি ভোগী, বলাধিপতি, যুদ্ধে বিজয়ী, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান হইয়া থাকে।

বিষ্ণুযোগ। যদি ভাগ্য স্থানাধিপতির সহিত অংশরাশির অধিপতি থাকে, এবং রাজ্যাধিপতি স্থানে ভাগ্যাধিপতি তৎসহ সহবাস করে, তবে বিষ্ণুযোগ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ভোগী, লক্ষাধিকারী, বলবান, বাদ্যযন্ত্র বাদনে সমর্থ, বিনোদ রসিক, বিষ্ণুভক্ত, রাজ সকল দ্বারা স্তবনীয়, ১০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রোগ বিমুক্ত থাকে।

চতুর্ম্মুখ যোগ। ভাগ্যাধিপতির কেন্দ্র স্থলে গুরু থাকিলে, এবং লাভাধিপতির কেন্দ্র স্থলে শুক্র, ও লগ্ন রাজ্যাধিপতির কেন্দ্রে বুধ থাকিলে চতুর্ম্মুখ যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে জাতক মিষ্টান্নভোজী, এবং ব্রাহ্মণ সন্তান সকল, নানাবিধ শাস্ত্র পাঠক, জয়ী ও পূর্ণায়ু হইয়া থাকে।

গৌরী যোগ। রাজ্য স্থানাধিপতি স্থিত, অংশ রাশির অধিপতি, রাজ্য স্থানে লগ্নাধিপতির সহিত সংযুক্ত বৃহস্পতি সহ অবস্থিতি করিলে, গৌরীযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ৩৬ বৎসরের পর জাতক দাতা, কীর্ত্তিমান, ভূমিনাথ, সোম যাজী, ভোগী, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া থাকে।

লক্ষীযোগ। ভাগ্য স্থানাধিপতি স্থিত অংশরাশির অধিপতি, ভাগ্যস্থানের উচ্চ গত পঞ্চমাধিপতির সহিত সংযুক্ত হইলে লক্ষীযোগ ঘটিয়া থাকে।

ইহাতে আপ্ত কীর্ত্তিক, ধনবান, লক্ষীবান, পুত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। রাজ-বংশীয় হইলে নিঃসংশয় রাজা হইয়া থাকে।

ভারতী যোগ। যদি দ্বিতীয়, পঞ্চম, একাদশ স্থানাধিপতি স্থিত অংশ রাশির অধিপতি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করে এবং ভাগ্য স্থানাধিপতির সহিত সংযুক্ত হয়, তবে ভারতী যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে ত্রিভুবনে বিখ্যাত কীর্ত্তি সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, চূড়ামণি, দানপ্রিয়, উত্তমা অনেক স্ত্রীসহ ভোগকর্ত্তা, মৃদুশরীর, কমল নেত্র, ব্রাহ্মণ ভক্তি সংযুক্ত, কবি, অল্পাহারী হয়, এবং এই সব ফল ৪৮ বৎসরের পর ঘটিয়া থাকে।

কলানিধিযোগ। ৩য় ও একাদশ স্থানাধিপতি সপ্তম স্থান স্থিত হইলে, সপ্তম স্থানাধিপতি দ্বাদশ রাশির উচ্চ গত হইলে এবং যদি দ্বাদশ স্থানাধিপতি, গুরুর সহিত নবম স্থান স্থিত হয়, তবে কলানিধি যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনস্বী, রাজ্যাধিপ, মাননীয় যশস্বী, পঞ্চাশ বৎসর অপেক্ষা অধিক পরমায়ু হইয়া থাকে।

দেবেন্দ্র যোগ। জন্মলগ্ন স্থির রাশি হইলে, এবং ইহার অধিপতি ১১ একাদশ স্থানে থাকিলে, আর দ্বিতীয় ও দশম স্থানাধিপতি সকলের পরস্পর পরিবর্ত্তন যোগ, ও লাভাধিপতি বলবান হইয়া লগ্নে স্থিতি করিলে দেবেন্দ্র যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সৌন্দর্য্য বান, নারী প্রিয়, কীর্ত্তিমান, দুর্গাধিপ, বলাধিপ. বলশৌর্য্যবান এবং ৬০ বৎসরের অধিক পরমায়ু হইয়া থাকে।

মদন যোগ। যদি রাজ্যাধিপতি শুক্রের সহিত লগ্ন স্থানে, লাভাধিপতি উচ্চ রাশিস্থিত লাভ স্থানে থাকে, তবে মদন যোগ হয়। ইহাতে দিব্য গুণযুক্ত, রাজমন্ত্রী, বিলাসিনী প্রিয় হয়। ২০ বৎসরের পর স্বর্গে ইন্দ্রত্বপদ পাইয়া থাকে।

মালাযোগ। ধন, ভাগ্য ও লাভ স্থানাধিপতি ক্রমান্বয়ে ভাগ্য, লাভ ও ধনস্থানাপন্ন হইলে মালাযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ৩৩ বৎসরের পর মন্ত্রী, ধনাধিপতি, বলাধিপ ও কীর্ত্তিমান হইয়া থাকে।

বিভাবসু যোগ। মঙ্গল স্বক্ষেত্র বা দশম স্থান স্থিত, ও রবি দ্বিতীয় স্থানে উচ্চগত এবং গুরু চন্দ্রগ্রহ ভাগ্য স্থান স্থিত হইলে, বিভাবসু যোগ

হইয়া থাকে। ইহা হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বংশদীপক, ধনবান, বহু ভাগ্যবান, রাজপ্রিয়, ভূমিপতি হইয়া থাকে।

নালক যোগ। ভাগ্য স্থানাধিপতিতে অবস্থিত নবাংশাধিপতি, লগ্নাধিপতির সহিত যুক্ত হইলে এবং উচ্চ গত হইলে নালক যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ভার্য্যার ইষ্ট, গুরুর সন্তোষকর্ত্তা, সৎকর্ম্ম যুক্ত হইয়া থাকে এবং ১২ বৎসরের পর রাজা হয়।

কার্ম্মুক যোগ। লগ্ন ও দশমাধিপতির পরস্পর নবাংশে পরিবর্ত্তন যোগ হইয়া, বৃহস্পতির সহিত যুক্ত অথবা বৃহস্পতি হইতে দৃষ্ট হইলে কার্ম্মুক যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, ধৈর্য্যবান, জ্ঞানবান, দাতা, ভোগী, কুলাধিপতি, রাজপূজিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযোগ। পঞ্চম স্থানাধিপতি ও লাভ স্থানাধিপতির পরস্পর পরিবর্ত্তন যোগ হইলে, এবং চন্দ্রমা পঞ্চম স্থানে অবস্থিতি করিলে, ইন্দ্রযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বদা স্তুতি প্রাপ্ত, কীর্ত্তিমান, বিশেষ পরাক্রমী, রাজাধিরাজ, ভোগবান হইয়াই থাকে।

গদাযোগ। যদি চন্দ্রমা দ্বিতীয় স্থানে গুরু ও শুক্রের সহিত সংযুক্ত ভাবে স্থিত হইয়া ভাগ্যাধিপতি হইতে নিরীক্ষিত হয়, তবে গদাযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে লোক প্রধান, গুণাঢ্য, মত্ত মাতঙ্গ, সুভৃত্য সহিত ৫২ বর্ষ পর্য্যন্ত সুখানুভব করে।

রবিযোগ। সূর্য্য দশম স্থানে, এবং দশম স্থানাধিপতি শনির সহিত তৃতীয় স্থানে থাকিলে, রবিযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে শাস্ত্রার্থ প্রক্রিয়া সম্পন্ন, জ্ঞাতা, যথেষ্ট কাম যুক্ত, ভূমণ্ডলাধিস্বামী স্বল্পাহারী, পদ্মপত্র সদৃশ নেত্র, বিশাল উরস্কঃ, ও রাজা সকল দ্বারা বন্ধ হইয়াই থাকে।

পারিজাত যোগ। যদি ভাগ্যাধিপতিস্থিত অংশ রাশির অধিপতি, ও ষষ্ঠাধিপতি লগ্নাধিপতির কেন্দ্র স্থানে উচ্চস্থিতিকে প্রাপ্ত হইয়া শুভ গ্রহ দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, তাহাহইলে পারিজাত যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে রাজাধর্ম্মপরায়ণ রাজ সকল দ্বারা পূজিত, ধনবান, শাস্ত্রাভ্যাসী, কালজ্ঞতা, বিনয় সম্পন্ন, স্ত্রীযুক্ত, পুত্রযুক্ত, কীর্ত্তিমান, ঐশ্বর্য্য শালী, হইয়া থাকে।

গঙ্গাপ্রবাহ যোগ। ষষ্ঠ স্থানে গুরু, শুক্র, এবং বুধ সপ্তম ও মকর রাশিতে

আর পঞ্চম, সপ্তম, ও একাদশ স্থানে ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, রবি ও শনি থাকিলে, গঙ্গাপ্রবাহ যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে তেজস্বী, ধনবান, বহুভার্য্যা পুত্রাদি যুক্ত, রাজা, বিদ্যাবান, বিনোদ, গোষ্ঠীপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, পূর্ণায়ু ও বিনয় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গজযোগ। একাদশ স্থানাধিপতি স্থিত রাশি হইতে নবম রাশির অধিপতি, ১১ একাদশ স্থানে চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত, এবং এই স্থানাধিপতি হইতে দৃষ্ট হইলে গজযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অশ্বগজ আদি বাহন লাভ হইয়া থাকে, এবং ইহা ২০ বৎসরের পর হয়।

শুভযোগ। ভাগ্যাধিপতি স্থিত অংশ রাশির অধিপতি, উচ্চস্থানকে প্রাপ্ত হইলে এবং ধনাধিপতি ভাগ্য স্থানে থাকিলে শুভযোগ ঘটিয়া থাকে ইহাতে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন, কুলধর্ম্ম পরায়ণ ও ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত, হইয়া থাকে।

অমরক যোগ। যদি সপ্তম ও নবমাধিপতি বলবান হইয়া পরিবর্ত্তন অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, তবে অমরক যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে আজানুলম্বিত বাহু, (জানুপর্য্যন্ত বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা) পদ্মপলাশলোচন, ন্যায়াধিকার নিপুণ, ও কলত্র সৌখ্যবান হইয়া থাকে এবং ৫০ বৎসরের পর বিশেষ সুখ ভোগ করে।

কামিনী যোগ। বৃহস্পতি দ্বিতীয় স্থানে, শুক্র চতুর্থ স্থানে, চন্দ্র সপ্তম স্থানে, ও কুজ লাভ স্থানে থাকিলে কামিনী যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে নগর, গ্রামাধিপত্য ভোগ, ভাগ্য, প্রতাপ ফলক হইয়া থাকে।

নালীক যোগ। যদি পঞ্চমাধিপতি ভাগ্য স্থানে, চন্দ্র লাভাধিপতির সহিত সংযুক্ত হইয়া ধন স্থানে থাকে, তবে নালীক যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে রাজাধিরাজ, রাজমান্য, ষোড়শ বিদ্যা দান কর্ত্তা ৬০ বৎসরের অধিক পরমায়ু বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ যোগ। একাদশাধিপতি শুক্রের সহিত, লগ্নাধিপতির কেন্দ্রে উচ্চগত হইয়া অবস্থিতি করিলে বিদ্যুৎ যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ত্যাগ, ভোগে আসক্ত, ধনাধ্যক্ষ, প্রভু হইয়া থাকে।

ভদ্রযোগ। গুরু, চন্দ্র, দশম স্থানে, ধনাধিপতি একদশ স্থানে অবস্থিতি

করিলে এবং লগ্নাধিপতি শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত হইলে ভদ্রযোগ ঘটিয়া থাকে, ইহাতে মানস জ্ঞান সমর্থ, সর্ব্ব কার্য্য সমর্থ, ধনবান হইয়া থাকে।

নৃপযোগ। যদি লগ্নাধিপতিস্থিত, অংশ রাশির অধিপতি, চন্দ্র স্থিত রাশি যুক্ত হয় ও রাজ্যাধিপতি হইতে দৃষ্ট ও হয়, তবে নৃপযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে আলোচনশক্তিযুক্ত, মণ্ডলাধিপতি, ধৈর্য্যবান, সৈন্যাধিপতিপ্রসিদ্ধ, ও ৩ বৎসর হইতে সুখী হইয়া থাকে।

ধূমযোগ। কুজস্থিত অংশ রাশির অধিপতির ত্রিকোণ স্থানে গুরু ও শুক্র থাকিলে, এবং দশম স্থানে উচ্চস্থিত শনি থাকিলে, ধূমযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে সুখী, সুখদাতা, ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন, ধনবান ও রাজ পূজিত হইয়া থাকে।

মৃতযোগ। অষ্টমাধিপতি স্থিত, অংশ রাশির অধিপতি, শুভ স্থানে শুভ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে, এবং নবম স্থানাধিপতি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করিলে, মৃতযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে কর্ণ সমান দাতা, ধর্ম্মবান, ধনবান, বলবান হয়, কিন্তু ইহাতে জাতক ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

গন্ধর্ব্ব যোগ। যদি রাজ্যাধিপতি সপ্তম হইতে ত্রিকোণ স্থানে অবস্থিতি করে, এবং সূর্য্য বলশালী হইয়া উচ্চস্থানে, চন্দ্র নবম স্থানে ও লগ্নাধিপতি গুরুযুক্ত হয়, তবে গন্ধর্ব্ব যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে গান্ধর্ব্ব্য বিদ্যা, নৈপুণ্য বলবান, কীর্ত্তিমান, ভোগী হইয়া থাকে এবং জাতক ৬৫ বৎসর জীবিত থাকে।

চণ্ডযোগ। যদি চন্দ্রে উচ্চ গ্রহ অবস্থিতি করে, এবং উহা ভৌম হইতে দৃষ্ট হয়, আর ভাগ্য স্থানাধিপতি তৃতীয় স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চণ্ডযোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে সেনাধিপতি, বাহনাধ্যক্ষ, বলবান এবং ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করে।

নাগেন্দ্র যোগ। যদি ভাগ্য স্থানাধিপতি বৃহস্পতি হইতে দৃষ্ট হইয়া, কলত্র স্থানাধিপতি স্থিত রাশি হইতে নবম রাশির উপর স্থিত হয়, তবে নাগেন্দ্র যোগ হইয়া থাকে, ইহা হইতে সুন্দর, বিদ্বান এবং ৬ বৎসর পরে সুখী হইয়া থাকে।

মুকুট যোগ। ভাগ্য স্থানাধিপতি রাশি হইতে নবম স্থানে বৃহস্পতি,

ও বৃহস্পতি হইতে নবম স্থানে শুভ গ্রহ এবং রাজ্য স্থানের উপর শনি থাকিলে মুকুট যোগ হয়। ইহা হইতে দুর্গাধীশ রাজা, কোল ভীলদিগের অধীশ্বর, এবং অসৎ পথাবলম্বী হইয়া থাকে।

চিত্রযোগ। যদি ধনাধিপতি ভাগ্য স্থানে, ভাগ্যাধিপতি লাভ স্থানে এবং লাভাধিপতি পরমোচ্চ ভাগে অবস্থিতি করে, তবে চিত্রযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুদ্ধিমান, শাস্ত্র নিপুণ, মন্দস্বভাব হইলে ও রাজ বংশ না হইলে রাজা হয়।

বৃষ্টিযোগ। কর্ম্ম ভাবাংশাধিপতির মধ্যস্থিতি, ও চন্দ্র উত্তম স্থানস্থিত, এবং জন্ম রাত্রি সময়ে হইয়া, চররাশি লগ্ন হয়, তবে বৃষ্টিযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যাপার বান, ধনবান, সমর্থ বান এবং ২৭ বৎসরের পর সুখজীবী হয়।

চণ্ডীকাযোগ। যদি ষষ্ঠাধিপতির সহিত নবাংশ রাশির অধিপতি, ভাগ্যাধিপতির অংশে রবির সহিত যুক্ত হয়, লগ্ন, স্থির রাশি হইয়া ষষ্ঠাধিপতি হইতে দৃষ্ট হয়, তবে চণ্ডিকা যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে বীর্য্যবান দাতা, ধনাধ্যক্ষ, কীর্ত্তিমান, মন্ত্রী এবং শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করে।

ভূপযোগ। যদি রাহু :স্থিত অংশরাশির অধিপতির ত্রিকোণ স্থানে, ইহার অধিপতি অবস্থিতি করে, এবং ইহার উপর মঙ্গলের দৃষ্টি পড়ে, তবে ভূপ যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে শত্রুনাশ কর্ত্তা, মিষ্ট আলাপকারী, সেনাধিপত্য, রাজশেখর এবং ৩৪ বৎসরের পর রাজ্যভার বাহী হইয়া থাকে।

নাসীর যোগ। যদি লগ্নাধিপতি এবং বৃহস্পতি চতুর্থ স্থানে, চন্দ্রমা সপ্তম রাশির অধিপতি সহ একরাশিতে অবস্থিতি করে, এবং লগ্নাধিপতি শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নাসীর যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ন দানরত, ভোগবান, স্থূলকায় ও ৩৩ বৎসরের পর শুভ ফল হয়।

কন্তুক যোগ। যদি রাজ্যাধিপতি ভাগ্য স্থানে, ধনাধিপতি লগ্নে, এবং ধন ও রাজ্য স্থানোপরি শুভগ্রহ থাকে, তবে কন্তুক-যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে চাতুর্য্য যুক্ত বাণী, শত্রুনাশ কর্ত্তা, দান ধর্ম্ম ধন ভোগ যুক্ত, জনঃলালন সমর্থ এবং শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে।

মুষল যোগ। যদি রাজ্য স্থানে রাহু এবং রাজ্যাধিপতি উচ্চ স্থানে থাকিয়া

শনিদ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে মুষল যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে বিশাল নেত্র, নির্ম্মল মুখ, এবং মন্ত্রীত্বকর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

চন্দ্রিকা যোগ। যদি কুজ পঞ্চম স্থানে থাকে, এবং ভাগ্যাধিপতি স্থিত রাশির অধিপতি ভাগ্য স্থান হইতে পঞ্চম রাশির উপর অবস্থিতি করে, তবে চন্দ্রিকা যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক স্ত্রীর সহিত বিহার কারী, কন্যা সন্তান উৎপাদন কারী, পুত্রশোক ভোগকারী, যুগ্মবর্ষে সুখানুভব কারী হইয়া থাকে।

দণ্ডযোগ। যদি তৃতীয় স্থানাধিপতি উচ্চস্থান স্থিত হইয়া এবং বৃহস্পতি তৃতীয় স্থিত হইয়া শুক্র দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে দণ্ডযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে গো, ভূমি, ধনসমৃদ্ধি এবং গ্রামাধিপত্য প্রাপ্ত হয়।

রসাতল যোগ। ব্যয় স্থানাধিপতি, পরমোচ্চ ভাগে অবস্থিতি করিলে, এবং শুক্র চতুর্থ স্থানাধিপতি দ্বারা দৃষ্ট হইলে রসাতল যোগ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জাতক ভূমিতে ধনের রক্ষাকর্ত্তা রাজা হইয়া থাকে।

যুগ্মযোগ। যদি চতুর্থ স্থানাধিপতি ভাগ্য স্থানে শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত হইয়া, বৃহস্পতি দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়, তবে যুগ্মযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে জাতক যাবজ্জীবন সুখী এবং রাজলক্ষ্মী যুক্ত হইয়া থাকে।

অঙ্গুলযোগ। যদি পঞ্চমাধিপতি স্থিত, অংশ রাশির অধিপতি, উচ্চস্থানে বুধ এবং রাজ্যাধিপতির সহিত সংযুক্ত হয়, তবে অঙ্গুলযোগ হয়। ইহাতে বস্ত্রাভরণ সহিত গো, ভূমি, ধন সংযুক্ত এবং মধ্যায়ু অর্থাৎ ১২০ বৎসরের অর্দ্ধ পরিমিত জীবন লাভ করে।

ভব্যযোগ। রাজ্যস্থানে যদি চন্দ্র থাকে এবং চন্দ্র স্থিত অংশরাশির অধিপতি, উচ্চস্থানে ভাগ্যাধিপতি ও ধনাধিপতির সহিত যুক্ত হয়, তবে ভব্যযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে মান, ধন, ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত, প্রাজ্ঞ, সুগুণবান, বিদ্যাবান হইয়া থাকে।

ভোগীযোগ। যদি ভাগ্য স্থানাধিপতির ত্রয়াংশে রাজ্যাধিপতি অবস্থিতি করিয়া থাকে এবং রাজ্যস্থানে বৃহস্পতি হয়, তবে ভোগী যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে সুখদাতা, রাজসভা এবং স্ত্রীলোকদিগের নেত্রের আনন্দদায়ক ও ৪২ বৎসরের অধিক জীবন লাভ করিয়া থাকে

গারুড়যোগ। চন্দ্রস্থিত অংশ রাশির অধিপতি উচ্চস্থিতি থাকিতে যদি শুক্লপক্ষের দিবাভাগে জন্ম হয়, তবে গারুড়যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে সজ্জনপূজিত, মৃদুভাষী, শত্রু নাশক, বলবান এবং ৩৫ বৎসরে বিষম যুক্ত হইয়া থাকে।

দেবযোগ। যদি লগ্নাধিপতির ত্রয়াংশে, ভাগ্য স্থানাধিপতি হয় এবং ইহার নবাংশের অধিপতি ও ইহার সহিত থাকে ও জন্ম দিবা ভাগে হয়, তবে দেবযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যবান, কীর্ত্তিযুক্ত, সুবুদ্ধি বলবান হইয়াই থাকে, কিন্তু ৩২ বৎসরের পর ফল হয়।

ধর্ম্মযোগ। যদি গুরু, শুক্র, ভাগ্য স্থানে, লাভস্থানাধিপতির সহিত সংযুক্ত হয় এবং ধনাধিপতি হইতে দৃষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মযোগ হয়। ইহার ফলে জাতক সেনাধিপতি, ধনবান, যুদ্ধাভিলাষী, দাতা, ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

ক্রোধযোগ। যদি পঞ্চম স্থানাধিপতি রাহুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কুজ হইতে দৃষ্ট হয়, এবং লাভাধিপতির ত্রয়াংশে .অবস্থিতি করে, তবে ক্রোধ যোগ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা, পাপকর্ম্ম করিয়া ধনাগম, দান ধর্ম্ম পরায়ণ, সাহসিক, ক্রোধ ও দর্প যুক্ত ও ভীত হইয়া থাকে।

রজ্জুযোগ।—ভাগ্যাধিপতির দ্বাদশাংশে পঞ্চমাধিপতি যদি পূর্ণচন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে, তবে রজ্জুযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশালনেত্রযুক্ত, মানবান, ধনবান, কীর্ত্তিমান, পুত্রবান, এবং মধ্যায়ু অর্থাৎ প্রায় ৬০ বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে।

অঙ্গ যোগ।—কেন্দ্র ত্রিকোণের অধিপতি সকলের ত্রিংশাংশাধিপতি শুভগ্রহ হইলে অঙ্গযোগ হইয়া থাকে। .ইহাতে লোক সুখজীবি হইয়া থাকে। (ত্রিংশাংশফল নির্ণয়.; কুজ কোপবান, শনি ক্রূর স্বভাব, গুরু পুরাণ ফল জ্ঞাতা, বুধ জ্ঞানবান, শুক্রত্যাগী হইয়া থাকে)

গোল যোগ।—পূর্ণচন্দ্র, গুরু ও শুক্রের সহিত যুক্ত হইলে, এবং ভাগ্য স্থানে বুধ লগ্নাংশে স্থিত হইলে, গোলযোগ হয়। ইহাতে বিদ্যা, বিনয় সম্পন্ন, গ্রামাধিকারী, দীর্ঘায়ু এবং মিষ্টান্ন ভোগী হইয়া থাকে।

গো যোগ।—বৃহস্পতি বলবান হইয়া ধনাধিপতি সহ মূলত্রিকোণে

অবস্থিতি করিলে, এবং লগ্নাধিপতি উচ্চ স্থানাস্থিত হইলে গো যোগহ য়। ইহাতে উন্নত বংশজাত জাতক ভূপতি, ধনবান, বলবান হইয়া থাকে।

মারুতযোগ।—রাহু তৃতীয়, ষষ্ঠ বা লাভ স্থানে স্থিত হইলে, এবং লগ্ন শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে মারুতযোগ হয়। ইহাতে যিনি যিনি জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পাপ থাকে না।

শ্রীমৎযোগ।—ভাগ্যাধিপতি ও রাজ্যাধিপতি উভয়ের পরিবর্ত্তন যোগ হইলে এবং বৃহস্পতি হইতে দৃষ্ট ও লগ্নাধিপতির সহিত সংযুক্ত হইলে, শ্রীমৎযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে শ্রীমান, কার্য্য নিপুণ, ভোক্তা, দাতা, চিরায়ু হইয়া থাকে।

সুলাভযোগ।—চন্দ্র, লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে তারা ও গ্রহের সহিত বলবান হইলে, সুলাভযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ধনবান ও খ্যাতিবান হইয়া থাকে।

অধিলাভ যোগ।—চন্দ্র, লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থানে ও তারা গ্রহ বলবান হইলে অধিলাভ যোগ হয়। ইহাতে সুখী, প্রভু, রোগ রহিত হইয়া থাকে।

ধুরন্ধরযোগ।—অন্তগত বলবান গ্রহ, সকল চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে থাকিলে, ধুরন্ধর যোগ হয়, ইহাতে বাদন সংযুক্ত, ত্যাগী, স্বোপার্জ্জিত ধনবান সকল কার্য্য ধুরন্ধর হইয়া থাকে।

অধ্যক্ষযোগ।—লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম স্থান সকলে সমুদয় বলযুক্ত গ্রহ থাকিলে অধ্যক্ষযোগ হয়। ইহাতে প্রভু, ধনবান কীর্ত্তিবান ভোগবান হইয়া থাকে।

ইষ্টপাল যোগ।—জন্মকালে সকল গ্রহ, আপোক্লিব স্থান, ৩, ৬, ৯, ১২, প্রভৃতি স্থানে থাকিলে, ইষ্টপাল যোগ হইয়া থাকে। ইহা রাজ্য দানকারী হয়, আরও ইহাতে সুখী ও পুণ্যবান হইয়া থাকে।

রাজযোগ।—তিনটি গ্রহ উচ্চস্থানে থাকিলে, অথবা চার বা পাঁচ গ্রহ নীচস্থানে থাকিলে রাজযোগ হয়। ইহাতে রাজা হইয়া থাকে। শুভ গ্রহ উত্তম স্থানে থাকিলে উত্তম রাজা, দীর্ঘায়ুষ্মান্, ধনবান, সুখবান হয়। পাপগ্রহ উচ্চস্থানে হইলে ক্রূর স্বভাব, চিরায়ু, ধনবান, রাজপদ ভ্রষ্ট হয়।

রাজপদযোগ।—যদি চন্দ্রমা বর্গোত্তমাংশকে প্রাপ্ত হইয়া, অথবা

লগ্নাধিপতি চারিটি শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে রাজপদ যোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে, রাজা, রাজ সদৃশ, বা প্রধান মন্ত্রী, প্রবল গ্রামণী হইয়া থাকে।

অমোঘ যোগ।—সমুদয় শুভগ্রহ স্বোচচ মূলত্রিকোণে অবস্থিতি করিলে অমোঘ যোগ হয়। ইহাতে রাজসম্বন্ধীয় ধন প্রাপ্তি জাতকের ঘটিয়া থাকে।

শৃঙ্গাটক যোগ।—লগ্ন, পঞ্চম ও নবম স্থান সকলে শুভগ্রহ অবস্থিতি করিলে শৃঙ্গাটক যোগ হয়। ইহা হইতে প্রথমে কিছুদিন দুঃখ ভোগ করিয়া, পরে সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিলোচন যোগ।—যদি সূর্য্য মঙ্গল, ও চন্দ্র ইহারা অন্যোন্য ত্রিকোণ স্থানে বাস করিয়া, বলবান গ্রহ সকলের শ্রেণীতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ত্রিলোচন যোগ হয়। ইহা হইতে ঐশ্বর্য্য বান, শত্রুনাশ কর্ত্তা, বুদ্ধি মান ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

ক্ষেমযোগ।—লগ্ন, অষ্টম, নবম ও দশমের অধিপতি, স্বকীয় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিলে ক্ষেমযোগ হয়। ইহাতে কুটুম্ব মঙ্গলে আসক্ত ও ঐশ্বর্য্য বান হইয়া থাকে।

যূপযোগ।—যদি সকল গ্রহ লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্থানেই থাকে, তবে যূপযোগ হয়। ইহাতে ত্যাগী কীর্ত্তিমান যজ্ঞ কর্ত্তা হয়।

ক্ষত্রযোগ।—৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১, এই সকল স্থানে ক্রমান্বয়ে গ্রহ সকল অবস্থিতি করিলে, ক্ষত্রযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ছত্র, চামর সংযুক্ত, স্বজনানুকুল, গন্তা হয় এবং অন্তিম বয়সে অত্যন্ত সৌভাগ্য হয়।

সমুদ্রযোগ।—২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, এই সকল স্থানে সকল গ্রহ অবস্থিতি করিলে সমুদ্রযোগ হয়। ইহাতে রাজা অথবা রাজ সদৃশ হইয়া থাকে।

চক্রযোগ।—১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, স্থানে সকল গ্রহ স্থিতি করিলে চক্রযোগ হয়। ইহাতে রাজ চূড়ামণী হইয়াই থাকে।

কেদারযোগ।—যদি সমস্ত গ্রহ ক্রমান্বয়ে, মেষাদি দ্বাদশ রাশির, কোন চারি রাশিতে অবস্থিতি করে, তবে কেদারযোগ হয়। ইহাতে ব্যাপার বান, বিত্তবান ও সুখবান হইয়া থাকে।

কেশরীযোগ।—যদি চন্দ্রের কেন্দ্রে বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, তবে কেশরীযোগ হয়। ইহাতে সুখবান হইয়া থাকে।

আয়ুর্যোগ।—লগ্নাধিপতি, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিলে আয়ুর্যোগ হয়। ইহাতে জাতক দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

উত্তমযোগ।—যদি সূর্য্য হইতে আপোক্লিব ৩, ৬, ৯, ১২ স্থানে চন্দ্রমা বলবান হইয়া স্থিত হয়, তবে উত্তম যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে নীতি কুশল, ধনবান, জ্ঞানবান, কার্য্য নিপুণ হইয়া থাকে।

ধনাকর্ষণযোগ।—লগ্নাধিপতি লাভ স্থানে এবং লাভাধিপতি ভাগ্য স্থানে, ভাগ্যাধিপতি সপ্তম স্থানে, সপ্তমাধিপতি, পঞ্চম স্থানে, পঞ্চমাধিপতি দ্বিতীয় স্থানে, ও দ্বিতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে ধনাকর্ষণ যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্ববিধ উপায়ে ধনোপার্জ্জন কর্ত্তা হইয়া থাকে।

উপচয়যোগ।—৩, ৬, ৯, ১২ স্থানে সমুদয় শুভগ্রহ থাকিলে উপ-চয় যোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় জাতক দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাতে সৌন্দর্য্যগুণযুক্ত, সুখবান কীর্ত্তিমান, মানবান, হইয়া থাকে।

কুলবর্দ্ধন যোগ।—যদি সমুদয় শুভগ্রহ, লগ্ন, সূর্য্য এবং চন্দ্র হইতে পঞ্চম স্থানে হয়, তবে কুলবর্দ্ধন যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে কুলবর্দ্ধন, আয়ুষ্মান আরোগ্যবান, ধনবান পুত্র পৌত্রাদি সংযুক্ত হইয়া থাকে।

বাহন যোগ।—চন্দ্র স্থান, সূর্য্যস্থান, লগ্নস্থান ইহাদের মধ্যে যে স্থান বলবান হয়, এবং তাহার ভাগ্য স্থানে শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে বাহন যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে গজ তুরগাদি বাহন সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জয়যোগ।—যদি শত্রু স্থানাধিপতি নীচস্থানে, ও রাজ্য স্থানাধিপতি উচ্চস্থান স্থিত হয় এবং লগ্নের সহিত যুক্ত হয়, তবে জয়যোগ হয়। ইহাতে সমু-দয় কার্য্যে বিজয়ী হইয়া থাকে।

এই একশত যোগ প্রাচীন, নারদ মাণ্ডব্যাদি ঋষিগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্কটেশ্বর নামা কোন কবি এই সকল যোগকে যোগ মঞ্জরী নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রাচীনোক্ত ১৮০০

শত যোগ, আছে, এবং বরাহমিহির সংগৃহীত ৩২টি নাভস যোগ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি এথানে লিখিত হইল। পরন্তু যবন জ্যোতিঃ শাস্ত্রানুসারে তাজক গ্রন্থে নীলকণ্ঠাচার্য্য সংগৃহীত, ইষ্ট পালাদি অথবা পূর্ব্বোক্ত এই সকল যোগ ফলের অতিরিক্ত ফল বলা হইয়াছে। যথা বেঙ্কটেশ্বর কবি বলেন।

সর্ব্বগ্রহা যস্য চ জন্মকালে আপোক্লিপাদন্য গৃহেষু তস্য।
রাজ্য প্রদঃ সৌখ্য করশ্চ পুণ্যো যোগঃ সদা যং কলিতেষ্ট পালঃ॥

ভাবার্থ—এই যে যদি সমুদয় গ্রহ আপোক্লিব স্থানের কোন দুই গ্রহে স্থিতি করে, তবে ইষ্টপাল যোগ হয়, এই যোগ বিশিষ্ট জাতক সুখবান ও পুণ্যবান হইয়া থাকে। এক্ষণে নীলকণ্ঠকারকাচার্য্য "আপোক্লিবী যদি খগা সকলেন্দু বারো নস্যাৎ সুখং কচ ন তাজক শাস্ত্র সিদ্ধম" যদি সবগ্রহ আপোক্লিব স্থানে অবস্থিতি করে এবং সোমবার হয়, তবে সুখবান হয় না, এইরূপ বলিয়াছেন। আর বরাহমিহির সর্ব্বদা যবন মতকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতকে প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে, আরও অধিক পরিমাণ যোগ এই গ্রন্থে আমাকর্ত্তৃক লিখিত হইল না। এইরূপ রীতি অনুসারে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ করিয়া পর অধ্যায়ে স্ত্রীজাতকের, বিষয় লেখা হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

স্ত্রীজাতক ফল।

এই গ্রন্থের প্রথম ২ দুই অধ্যায়ে, নক্ষত্র শীল, গ্রহশীল, রাশিশীল, ষড়্‌বল, বিভজন, লগ্ননির্ণয়, গ্রহ সকলের বলাবল নির্ণয়, ইত্যাদি যে সমুদয় এবং প্রশ্ন বিষয়ের, মুহূর্ত্ত নির্ণয়ে, পুং জাতক, স্ত্রীজাতক নির্ণয়ের যাহা প্রধান উপযোগী তাহা লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইতর ও সামান্য ইত্যাদি জাতক ফল বলা হইয়াছে। স্ত্রীজাতক স্থলে স্ত্রীর কোন বিষয়ে অপ্রাপ্য ফল হইলে ও হইতে পারে, কিন্তু এই ফল উহার পতির হইয়া থাকে। যেমন পুরুষ জাতকের অপরার্দ্ধ ফল স্ত্রী সকল প্রাপ্ত হয় জানিতে হইবে। এই অধ্যায় মধ্যে স্ত্রী সকলের জন্ম লগ্নাদি জানিয়া বিশেষ ফল জ্ঞানানুসারে লেখা হইতেছে।

"ত্যাসাস্তু ভর্ত্তৃ মরণং নিধনে বপুস্তু লগ্নেন্দুগং শুভগতাস্ত-ময়ে পতিশ্চ"

"স্ত্রীণাং তনু লগ্নচন্দ্রো সপ্তমং পতি রুচ্যতে,
বৈধব্য মষ্টমং যচ্চ পুংসো যোগং চ ভর্ত্তরি"
"বৈধব্যং নিধনে নিত্যং শরীরং জন্ম লগ্নভাক্‌,
সপ্তমে সৌখ্য সৌভাগ্যং পঞ্চমে প্রসবস্তথা" ॥

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থান্তর বচন দ্বারা সামান্য রূপে জন্ম লগ্ন দ্বারা দ্বাদশ ভাবের, কারক বলা হইয়াছে। স্ত্রী সকলের অষ্টম স্থান বৈধব্য প্রকাশক, সপ্তম হইতে ভর্ত্তৃ স্বভাবাদি সৌভাগ্য, এবং জন্মলগ্ন দ্বারা স্ত্রীলোকের সৌখ্যাদি বিচার করিতে হইবেক এইরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য জাতক গ্রন্থে অনুক্ত এই স্ত্রীজাতক ভাবকে লিখিয়া, এক্ষণে অবশিষ্ট স্ত্রী জন্ম লগ্নে উদিত নবাংশ, ত্রিংশাংশাধি-পতির ভাব ক্রমান্বয়ে লেখা যাইতেছে।

অষ্টমভাব ফল।—যদি অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকে এবং উহা শুভ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তবে স্ত্রী বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টম স্থানাধিপতি, কোন গ্রহের নবাংশে থাকিলে বিবাহের পর, এই গ্রহের অন্তর্দশাতে ভর্ত্তৃমরণ ঘটিয়া থাকে। আর অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে এবং লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থানে অথবা কুম্ভরাশিতে শুভগ্রহ থাকিলে ভর্ত্তার পূর্ব্বে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সপ্তমভাব ফল।—সপ্তম স্থানে কোন গ্রহ না থাকিয়া যদি বলহীন হয়, এবং কোন শুভগ্রহ হইতে দৃষ্টও না হয়, তবে স্ত্রীকুৎসিৎ ভর্ত্তা লাভ করিয়া থাকে। সপ্তম স্থানের উপর বুধ ও শনি এই দুইটির কোন একটি থাকিলে ভর্ত্তা বলবীর্য্য শূন্য হইয়া থাকে। শনি সপ্তম স্থানে থাকিলে, ও অশুভ গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী অবিবাহিতা থাকিয়া বৃদ্ধা হয়। যদি কোন ক্রূরগ্রহ, ষড়্‌বল রহিত হইয়া সপ্তম স্থানে অবস্থিতি করে, এবং গুরু, বুধ, বা শুক্র হইতে দৃষ্ট হয়, তবে এই লগ্নে যে স্ত্রী জন্মগ্রহণ করে, সে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। শুক্র, ভৌম, এই দুয়ের পরিবর্ত্তন পরস্পর নবাংশে হইলে, যে স্ত্রী এই লগ্নে জন্মগ্রহণ করে, তাহার পরপুরুষ সঙ্গমেচ্ছা হইয়া থাকে। শুক্র, ভৌম, চান্দ্র মাসে যুক্ত এক রাশিতে থাকিলে, স্ত্রী পতির আজ্ঞার ব্যভিচার কর্ম্ম করে। চন্দ্র, শুক্র সপ্তম স্থানে অবস্থিতি করিলে স্ত্রী বৃদ্ধসহ বিবাহিতা হয়। সপ্তম স্থানে ক্রূর গ্রহ থাকিলে এবং শত্রু গ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী বাল্যাবস্থায় বিধবা হইয়া থাকে। (যদি সূর্য্য সপ্তম স্থানস্থিত ক্রূর গ্রহ হইতে দৃষ্ট হয় তবে এই সমুদয় ফল ঘটে না, পরন্তু ইদৃক লগ্নাবস্থিতা স্ত্রী ভর্ত্তা দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া থাকে।) সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ সকলের সহিত কোনগ্রহ স্বোচ্চ, স্বক্ষেত্র, মূলত্রিকোণে স্থিতি করিলে স্ত্রীর ভর্ত্তা গুণবান, রাজ পূজিত হইয়া থাকে, মিত্র ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিলে সেই স্ত্রীর পতি তাহাতে অর্থাৎ ভার্য্যাতে অত্যন্ত অনুরাগী হয়।

লগ্নভাব ফল।—লগ্ন সমরাশি হইলে, এবং শুভগ্রহ হইতে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী গুণবতী, ও স্ত্রী স্বভাবা হয়। আর যদি লগ্ন বিষম হয়, ও পাপগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়, তবে স্ত্রী কঠিন স্বভাবা, দুরাচারিণী, অসদগুণ পরিপূর্ণা হয়। অবশেষে বক্তব্য এই যে, লগ্ন চন্দ্র স্থান ইহাদের মধ্যে যে স্থান বলী হয়, উহারই পূর্ব্বোক্ত ও ফলাফল সকল জানিয়া স্ত্রী জাতকের ফল নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে লগ্নে রব্যাদি নবগ্রহ থাকিলে, তাহার অনুরোধে যে ফল হয়।—লগ্নেরবি থাকিলে উষ্ণ, রোগিণী, উগ্রস্বভাবা, ক্ষীণশরীরা, অধিক আশাযুক্তা, কান্তি বিহীনা হয়। লগ্নে চন্দ্র থাকিলে শুক্লপক্ষ জাতা স্ত্রী সৌন্দর্য্যবতী, কৃষ্ণপক্ষে জাতা স্ত্রী কৃশ শরীরা, ব্যাধি যুক্তা, ভর্ত্তৃবাক্য অবজ্ঞা কারিণী বা নাশ কারিণী, দুরাচার বতী, হইয়া থাকে। লগ্নে কুজ থাকিলে, রক্ত বর্ণা, গৌরব নাশিনী, ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা, দারিদ্র্য যুক্তা, হয়। লগ্নে বুধ থাকিলে সৌন্দর্য্যবতী, সত্যধর্ম্ম পরায়ণা, ন্যায় দৃষ্টি, পতিভক্তি যুক্তা, বিশালনেত্রা, ভাগ্য বতী, দয়ালু হয়। গুরু থাকিলে, সত্য, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য, সজ্জন সংগতি, মধুর ভাষিণী হয়। শুক্র থাকিলে ভর্ত্তার অনুকূলা, সৌভাগ্য শালিনী, কার্য্য নিপুণা, ধনভাগ্য সহিতা, নির্ম্মল শরীরা, সচ্চরিত্রা এবং রাহু কিম্বা শনি থাকিলে, বিকৃতা, কীর্ত্তিরহিতা, দীর্ঘমুখী, মহাদতী পরাভূতা চক্ষু কোণ সংজাতভঙ্গ বিকার হইয়া থাকে।

লগ্নে দুই বা তিন গ্রহ থাকিলে তাহার ফল।—চন্দ্র এবং শুক্র লগ্নে থাকিলে, কোপবতী সুখাসক্তা, স্বর্ণ ভূষণ ভূষিতা হয়। বুধ, চন্দ্র এবং শুক্র থাকিলে দাসীজন সেবিতা, পুত্র সন্ততি সংযুক্তা, সৌখ্য সদ্‌গুণ ভাগ্য যুক্তা, পতিভক্তি যুক্তা হয়। বুধ এবং চন্দ্র থাকিলে, নৃত্যগীত বাদ্যাদি কলাকুশলা, গুণবতী, গুণযুক্তপুত্রবতী, সৌখ্য পরিপূর্ণা, নম্রা হয়। বুধ, শুক্র বা গুরু শুক্র থাকিলে শিল্পজ্ঞা, সদ্গুণ সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য যুক্তা, হয়। পাপগ্রহ রবি, ভৌম, শনি, রাহু, কেতু, ইহাদের মধ্যে দুই অথবা অধিক গ্রহ লগ্নস্থ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শুভফল সকলের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। শুভ, ক্রূর, মিশ্র গ্রহযুক্ত হইলে মিশ্র অর্থাৎ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে।

ভাবফল।—পঞ্চম স্থানে গুরু, শুক্র, থাকিলে, পুত্র সন্তানবতী, পতি ভক্তি যুক্তা, ব্রত সৌভাগ্য সদ্গুণ সংযুক্তা হয়। বুধ, চন্দ্র, সপ্তম স্থানে স্থিতি করিলে, কন্যাপ্রসবিনী হয়। শনি, ভৌম হইতে দৃষ্ট হইলে, রোগী সন্তান-বতী হয়। যদি কুজ ও শনি দ্বারা দৃষ্ট সপ্তম স্থানে, অথবা গুরু, শুক্র ও মঙ্গলের সহিত সংযুক্ত অষ্টম স্থানে থাকে, তবে স্ত্রীর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। রবি ও শনি অষ্টম স্থানে অথবা স্বক্ষেত্রে থাকিলে স্ত্রী বন্ধ্যা হয়। রবি ও শনি ইহাদের একটির লগ্ন স্বক্ষেত্রে হইয়া যদি ইহাতে রবি বা শনি অবস্থিতি

করে তবে পুর্ব্বোক্ত ফল হয় না। যদি লগ্নে শনি ও মঙ্গল থাকে এবং পঞ্চম স্থান পাপ গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে স্ত্রীর সন্তানাভাব হয়। লগ্ন এবং চন্দ্র ইহাদের দুই পার্শ্বে ক্রূর গ্রহ থাকিয়া, যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তবে স্ত্রীর স্বসা (শালা) বংশের নাশ করিয়া থাকে।

চন্দ্র, শনি শুক্র দ্বারা দৃষ্ট চর রাশিতে অবস্থিতি করিলে, স্ত্রীর স্বামী অন্য স্ত্রী লোলুপ হইয়া থাকে। কুজ, রবি, রাহু ইহারা শুক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া লগ্নে অবস্থিতি করিলে স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়। বিশেষ ইতর ফল তৃতীয় এবং অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

নবাংশ ফল।—সূর্য্য ক্ষেত্র সিংহরাশি বা লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে, অথবা সিংহ নবাংশের সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রী শ্রেয়সী, এবং উহার ভর্ত্তা মৃদুস্বভাব বিশিষ্ট, ব্যাপারবান ও কামী অর্থাৎ তৎপ্রতি অধিক আসক্ত হইয়া থাকে। চন্দ্র ক্ষেত্র কর্কটরাশি ও লগ্ন হইতে যদি সপ্তম স্থানে থাকে, অথবা কর্কট নবাংশ সপ্তম হয়, তবে স্ত্রী স্বামী অভিলাষিণী, মৃদুস্বভাবা হইয়া থাকে। যদি কুজ ক্ষেত্র মেষ ও বৃশ্চিক হয় এবং উহা লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে থাকে, তবে স্ত্রী চঞ্চলা ও ক্রোধালু হইয়া থাকে। শুক্র ক্ষেত্র, বৃষভ তুলা সপ্তম হইলে অথবা বৃষভ ও তুলা নবাংশ সপ্তম স্থান স্থিত হইলে স্ত্রীর স্বামী সৌন্দর্য্য বান, ও সৌভাগ্য বান হইয়া থাকে। বুধ ক্ষেত্র মিথুন ও কন্যা রাশি হইলে অথবা নবাংশ সপ্তম হইলে, স্ত্রীর স্বামী বিদ্যাবান ও কুশলী হয়। গুরু ক্ষেত্র, ধনু মীন সপ্তমস্থ হইলে বা নবাংশ সপ্তম হইলে স্ত্রী, গুণবান, জিতেন্দ্রিয় স্বামী লাভ করে। শনি ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভ সপ্তম স্থানে হইলে বা নবাংশ সপ্তম হইলে স্ত্রী মুর্খ ও বৃদ্ধ ভর্ত্তা লাভ করে।

ত্রিংশাংশ ফল।—সিংহরাশি লগ্ন এবং কুজের ত্রিংশাংশে স্ত্রী জন্ম গ্রহণ করিলে পুরুষের আচার বিশিষ্টা, সর্ব্বদা প্রসঙ্গ অভিলাষিণী হয়। শনির ত্রিংশাংশে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, গুরুর ত্রিংশাংশে, জন্মিলে পুরুষ প্রকৃতিকা, শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। আর যদি কর্কট লগ্ন হয়, তবে কুজ ত্রিংশাংশে স্ত্রী প্রচুর ব্যবহার বতী, অর্থাৎ সদাচারা হয়। শনির ত্রিংশাংশে ভর্ত্তৃঘাতিনী, গুরুর ত্রিংশাংশে সুগুণঃ সমৃদ্ধি, পুত্র সমৃদ্ধি, বুধের ত্রিংশাংশে শিল্প কারিণী হয়, কিন্তু যদি লগ্ন মেষ, বৃশ্চিক হয় ও কুজ

ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তবে ঐ স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষের ভোক্ত্রী হয় অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষ সহবাস করিয়া থাকে। শনির ত্রিংশাংশে স্ত্রী দাসী ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরু ত্রিংশাংশে, ষড়্গুণবতী পতিব্রতা হয়। বুধ ত্রিংশাংশে মায়া সক্তা, শুক্র ত্রিংশাংশে দুরাচার বতী হইয়া থাকে। মিথুন, কন্যা যদি লগ্ন হয়, তবে কুজ ত্রিংশাংশে জাতা স্ত্রী কপট স্বভাবা, শনির ত্রিংশাংশে, বলহীনা, গুরু ত্রিংশাংশে, সদ্গুণ শালিনী, বুধ ত্রিংশাংশে, শাস্ত্র-জ্ঞান বিশিষ্টা, শুক্র ত্রিংশাংশে ব্যভিচারিণী, বৃষভ, তুলা এই দুয়ের এক লগ্ন হইলে কুজ ত্রিংশাংশে জাতা স্ত্রী দুর্ভাগ্য শীলা, শনি ত্রিংশাংশে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য অভিলাষবতী, গুরু ত্রিংশাংশে সদ্গুণবতী, নৃত্য গীত বাদ্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। শুক্র ত্রিংশাংশে সুশীলা, যদি মকর কুম্ভ এই দুয়ের একটি লগ্ন হয়, তবে কুজ ত্রিংশাংশে স্ত্রী দাসী, ও নীচ পুরুষে আসক্তা, গুরু ত্রিংশাংশে, পতি ভক্তি শালিনী বুধ ত্রিংশাংশে দুর্ভাগ্য গুণসংযুক্তা অর্থাৎ কুপথ গামিনী, শুক্র ত্রিংশাংশে স্ত্রী সন্তান হীনা হইয়া থাকে।

নক্ষত্র ফল।—অশ্বিনী নক্ষত্র জাতা স্ত্রী মনোজ্ঞ সম্পদ, ইষ্ট প্রাপ্তি, মিষ্ট ভাষিণী, সহ্য কারিণী, ক্রীড়াসক্ত গুরুদর্শন লাভ ইত্যাদি ফললাভ করিয়া থাকে। ভরণী নক্ষত্র জাতা স্ত্রী ক্রূর স্বভাবা কলহকারিণী, দরিদ্রা, প্রতাপহীনা, মলিনবস্ত্র ধারিণী হয়। স্ত্রীগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে, কোপন স্বভাবা, কলহ কারিণী, দৈন্য, বৈরাগ্য ও কফাধিক্য বশতঃ কৃশদেহা হইয়া থাকে। রোহিণী নক্ষত্রে জাতা স্ত্রী, সৌন্দর্য্য, পতি ভক্তি জাগরণ শীলা, মর্য্যাদা, সজ্জন সাংগত্য, ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে।

মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, স্ত্রী গৌরববতী, সোদর্য্য, ভূষণ, ধন-শক্তি, প্রিয়বচন, পুত্রসন্তান যুক্তা ধর্ম্মানুরক্তি, নির্ম্মল দেহা হইয়া থাকে। আর্দ্রা নক্ষত্রে সন্তান, সমৃদ্ধি, কোপস্বভাবা দুর্ভাগ্য, পিত্ত শ্লেষ্ম বিকার যুক্তা, দৈব-ভক্তি, ব্যয় কৃত্রিম, পাণ্ডিত্যযুক্তা হয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আজীবন গর্ভ বিহীনা দাসীজন প্রীতা, পুরাণাসক্তা, ব্রত ধর্ম্ম পূজন কর্ত্রী ভর্ত্তৃকা। পুষ্যা নক্ষত্রে সৌন্দর্য্য, সম্পদ, সুপুত্র সন্তান, দেবভক্তি, ব্রাহ্মণ ভক্তি, সৌখ্য, বন্ধুপ্রীতি-তৎপরা, অশ্লেষা নক্ষত্রে নিরুত্তরূপা, দুঃখিনী, কপট গর্ব্ব ও অকরণীয় কার্য্য

কারিণী, মঘা নক্ষত্রে শত্রু পক্ষা, পুণ্যবতী গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণ ভক্তি, সম্পদ সুখ ও পূজ্যতা যুক্তা, পূর্ব্বা ফলগুনীতে শত্রুজয়িনী, সৌভাগ্য সুপুত্র, ন্যায় শক্তি, সদ্ব্যবহার সামর্থ্য শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানের ইচ্ছা, প্রিয়বাদিনী, পুণ্যসংযুক্তা, উত্তরা ফল্গুনী নক্ষত্রে, ধন, ন্যায় শক্তি সম্পন্ন, কার্য্য বিজ্ঞতা, সদ্গুণ শালিনী, ব্যসন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা শূন্য, দেহ সৌখ্য, যুক্ত হয়। হস্তাতে জন্ম-গ্রহণ করিলে সহ কারিতা, ধন, শাস্ত্রজ্ঞান, সৌখ্য, দেহকান্তি, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য পথযুক্ত হস্ত, নেত্র, কর্ণ সংযুক্তা হয়। চিত্রা নক্ষত্রে জন্মিলে, আভরণ, সৌন্দর্য্য ভাগ্য বিশিষ্টা (চতুর্দ্দশ যুক্ত চিত্রা নক্ষত্রে জন্মিলে দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) স্বাতী নক্ষত্র জাতা স্ত্রী—পতি ভক্তি যুক্তা, ধনসত্য কীর্ত্তি, শত্রুজয় যুক্তা হয়। বিশাখা নক্ষত্রে প্রিয়বাদিনী, নির্ম্মল শরীরা, ঐশ্বর্য্য, তীর্থ যাত্রাতে অনুরক্তা, ব্রত বন্ধুপ্রীতি, ধর্ম্মগুণ সংযুক্তা হয়। অনুরাধা নক্ষত্রে সজ্জন সংসর্গ কারিণী, অভিমান হীনা, সুন্দর শরীর, প্রভুত্ব, সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্টা, গুরুভক্তি ও পতি ভক্তি সংযুক্তা হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মিলে, মনোহর, কার্য্য নিপুণা, প্রিয়বাদিনী, ধন, ঐশ্বর্য্য, পুত্র সম্পত্তি, বন্ধু প্রীতি, সৌখ্য ও সত্যপরায়ণা হইয়া থাকে। মূলাতে জন্মিলে, সৌখ্য রহিতা, দারিদ্র্য, বৈধব্য, ব্যাধি, শত্রু সমূহ, বন্ধুনাশ, অপর মনুষ্যের দ্বারা তিরস্কৃত, নীচকার্য্য-কারিণী হয়। পূর্ব্বা-ষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মিলে, অনুকুল সৎকর্ম্ম কারিণী, ওজ, বল, সত্যে আসক্ত, বিশাল নেত্রা, কীর্ত্তি বন্ধু প্রীতিপরায়ণা হয়। উত্তরাষাঢ়াতে জন্মিলে মনো-হারিণী, ভোগসন্তোষ, সদ্গুণ, পতিভক্তি যুক্তা হয়। শ্রাবণাতে জন্মিলে, সকলে সহোদর জ্ঞান, উদারতা, দানাশক্তি, সত্য, পরোপকার, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হয়। ধনিষ্টা নক্ষত্রে পুণ্যকথা শ্রবণে আসক্তি, অন্নবস্ত্র সমৃদ্ধি, দান, অশ্বারোহণ, সদ্গুণ, সদ্ব্যয় যুক্তা হয়। শতভিষা নক্ষত্রে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পূজ্যতা, দেবভক্তি সৎকার্য্যা, শাস্ত্র যুক্তা, পূর্ব্ব ভাদ্র পদাতে, সম্পদ শালিনী, পুত্র কারিণী, প্রীতি, বিদ্যা, ধন, সজ্জন সাংগত্য, দানশীলা ভাগ্যযুক্তা, হয়। উত্তর ভাদ্র পদাতে ভর্ত্তার প্রতি অনুরাগিনী, গুরুর প্রতি প্রীতিপরায়ণা, গর্ব্ব-রহিতা সৌখ্য, বিবেক, সৎকার্য্যাসক্তি, পতি প্রিয় (ইষ্টা) হইয়া থাকে। রেবতী নক্ষত্রে জন্মিলে, পূজিতা, স্নেহভাব, ব্রতাচরণ শীলা, গো, ভূমি, ধন, সমৃদ্ধি, শত্রু বিজয়িনী হইয়া থাকে।

স্ত্রী জাতক সকলের পূর্ব্বোক্ত এই সকল ফল স্ত্রীর জন্মকালে বা বিবাহ সময়ে অথবা প্রথম রজঃ দর্শন কাল, দেখিয়া জানা উচিত। যথা

শ্লোক। জন্মকালে চ বর্ষাদৌ, বিবাহে প্রথমার্ত্তবে।
প্রশ্নকালেপি নারীণাং সর্ব্বং ফলমুদীরয়েৎ॥

অপর গ্রন্থ সকলের প্রমাণ সমূহ দ্বারা, রজো কালও পরলগ্ন নিশ্চয়কে, নির্ণয় কহিয়া থাকে। এবং রজো দর্শন ফল নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে রজো-দর্শন ফলের বিষয় ও সমাপ্ত করা যাইবেক।

প্রথমার্ত্তব বিষয়।

নক্ষত্র ফল। শুভ নক্ষত্র—অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা পুষ্যা, উত্তরা ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, মূলা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরাভাদ্র পদা, রেবতী এই ১৭টি নক্ষত্রে স্ত্রীলোকের প্রথম রজো দর্শন ঘটিলে, পতি ও পত্নী উভয় কুলেরই মঙ্গল হইয়া থাকে।

অশুভ নক্ষত্র। ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বাফল্গুনী জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বা ভাদ্র পদা, এই ১০ টি নক্ষত্র, দুষ্ট অর্থাৎ অমঙ্গল দায়ক। এই কয় নক্ষত্রে স্ত্রী সকলের প্রথম আর্ত্তব দৃষ্ট হইলে, পতি ও পত্নীর উভয় কুলের অমঙ্গল দায়ক জানিবে। পূর্ব্বা ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, এবং পূর্ব্বা ভাদ্র পদা এই কয় নক্ষত্রে স্ত্রীলোকের প্রথম রজো দর্শন ঘটিলে কন্যা দরিদ্রা হইয়া থাকে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে দুর্ভগা, আর্দ্রাতে পুত্র সন্তান রহিতা হয়। ভরনীতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠাতে দরিদ্রের গৃহিণী, অশ্লেষা নক্ষত্রে চণ্ডাল গামিনী, মঘাতে পতি বিয়োগ, ইত্যাদি এই সকল সামান্য ফল বলা হইল। পূর্ব্বাফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বা ভাদ্র পদা, অশ্লেষা ও ভরণী এই পাঁচটি নক্ষত্রের প্রথম পাদে কোন স্ত্রী রজস্বলা হইলে, তাহার স্বামীর বিনাশ হয়; দ্বিতীয় পাদে স্ত্রীর পুত্র সন্তান নাশ, তৃতীয় পাদে সৌভাগ্য নাশ, এবং চতুর্থ পাদে প্রথম আর্ত্তব দৃষ্ট হইলে, ঐ স্ত্রী মঙ্গল শূন্যা হইয়া থাকে। আরও কোন কোন গ্রন্থে লিখিত আছে।—

কৃত্তিকাদিত্য রৌদ্রেপি মঘা জ্যেষ্ঠে রজস্বলা।
আদিপাদে শুভং প্রোক্তং সাকন্যা মঙ্গল প্রদা॥
দ্বিপাদে চেদ্রজো দৃষ্টং পঞ্চবিংশতি ভোজনম্।
ত্রিপাদে চ চতুষ্পাদে শান্তিং কুর্য্যাদ্যথাবিধি॥

অর্থ। কৃত্তিকা, পুনর্ব্বসু, আর্দ্রা, মঘা, জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্রের প্রথম পাদে স্ত্রী প্রথম রজস্বলা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মঙ্গল হয়। ২য় পাদে রজঃদর্শন হইলে, ২৫ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে রজস্বলা হইলেও যথাবিধি শান্তি করা উচিত। পূর্ব্বা ফাল্গুনী, পূর্ব্বাভাদ্রপদা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ভরণী, অশ্লেষা এই কয়েকটি নক্ষত্র দুষ্ট নক্ষত্র, ইহাতে রজঃদর্শন হইলেও যথাবিহিত শান্তি করা কর্ত্তব্য।

তিথিফল। ১ প্রতিপদে রজস্বলা হইলে স্ত্রী সন্তান বিরহিতা, ২ দ্বিতীয়ায় সৌখ্য রাহিত্য, তৃতীয়াতে ঐশ্বর্য্য, চতুর্থীতে পাপ, ৫ পঞ্চমীতে পুত্রযুক্তা, ভোগিনী, ৬ষষ্ঠীতে ক্রূর বচনা, ৭ সপ্তমীতে, ধন, ধান্য, আভরণ, ৮ অষ্টমীতে শৌর্য্য, ৯ নবমীতে দুঃখ, ১০ দশমীতে সৌভাগ্য, ১১ একাদশীত শুচি, ১২ দ্বাদশীতে পরদূষণ, ১৩ ত্রয়োদশীতে সন্তোষ, চতুর্দ্দশীতে পাপ, পূর্ণিমাতে শরীর পোষ্টি বা পুষ্টতা। ৩০ অমাবস্যাতে স্বল্পভোগিনী হইয়া থাকে।

বারফল।—রবিবারে প্রথম রজঃ দর্শন হইলে ব্যাধিপীড়া, সোমবারে নারী পতিব্রতা, মঙ্গলবারে দুখ, বুধবারে সৌভাগ্যবতী, গুরুবারে সম্পন্না, শুক্রবারে পতিভক্তি যুক্তা, শনিবারে দুষ্টস্বভাবা হইয়া থাকে।

কালফল।—প্রাতঃকালে প্রথম রজঃ দৃষ্ট হইলে, সৌভাগ্যবতী, পূর্ব্বার্দ্ধ সময়ে পুণ্যক্ষেত্র সেবা, মধ্যাহ্নে পুত্র ও ধন, সায়ংকালে বহু স্বামী, প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যাতে অর্থাৎ গোধূলী ও ঊষাতে ভ্রষ্ট স্ত্রীপ্রবৃত্তি, পূর্ব্ব রাত্রিতে দীর্ঘায়ুষ্য, অর্দ্ধরাত্রিতে বৈধব্য, ঊষাকালে সৌখ্য হীনতা এইরূপ জানিতে হইবেক। যে স্ত্রী দিবা এবং রাত্রি অথবা রাত্রি এবং দিবারসন্ধি স্থলে রজোবতী হয়, সে দুর্ভাগা হইয়া থাকে।

লগ্নফল।—রজোলগ্ন মঙ্গল হইতে দৃষ্ট হইলে এবং চন্দ্রমা, উপচয় স্থান,

৩, ৬, ১০, ১১, স্থানে যদি না থাকে, তবে স্ত্রীলোকের প্রথম রজঃদর্শন শুভ নিমিত্ত হইয়া থাকে। রজঃ লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে সূর্য্য থাকিলে বৈধব্য, চন্দ্র থাকিলে পুত্র সন্তানবতী, ভৌম অর্থাৎ মঙ্গল থাকিলে ব্যভিচারিণী, বুধ থাকিলে বন্ধ্যা, গুরু থাকিলে দরিদ্রা, শুক্র থাকিলে বিদেশ গমন, শনি থাকিলে ব্যাধি, রাহু থাকিলে, রমণী জার বশীভূতা, কেতু থাকিলে বন্ধুবিরোধ, এই সমুদয় ফল ঘটিয়া থাকে। রজোলগ্নের কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকিলে এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, ও লাভ স্থানে ক্রূর গ্রহ থাকিলে বিশেষ শুভফল হইয়া থাকে। ইহা কেন্দ্রস্থ সপ্তম স্থান হইতে ফল বলা হইল, অপরাপর স্থান সকলের ফল জন্মলগ্নে যেরূপ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, ঐরূপ বলিতে হইবেক।

নবম অধ্যায়।

এই অধ্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়, কিন্তু বিষয়টি ইহার প্রথম জানিতে হইবেক, কারণ মনুষ্য মাত্রই জন্মকাল হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বিবিধকর্ম্ম করিয়া জন্মের সফলতা সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মের মধ্যে ষোল প্রকার কর্ম্ম করিবার জন্য কাল নিরূপিত আছে, তাহা অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দোষাশ্রিত মুহূর্ত্তে শুভকার্য্য করা নিষিদ্ধ হয়। এই জন্য প্রথম দোষ সকল লিখিয়া পরে শুভ কাল লেখা যাইতেছে। কালামৃতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

যঃ পঞ্চাঙ্গ বিশুদ্ধি হীন দিনকৃত্ সংক্রান্ত্যহঃ পাপিনাং
যড়্বর্গঃ কুনবাংশ কোষ্ঠম কুজ ষটকং ভৃগোঃকর্ত্তরী ॥
লগ্নাদষ্টম মষ্টমেন্দু রূভয়োশ্চংন্দ্রোষ্টরিস্ফারিগা।
চন্দ্ররসগ্রহ এববার জনিত সম্বাদুর্ম্মুহূর্ত্তা ভিধঃ ॥

থর্জ্জুরিস্থ সমাপ্রিভং গ্রহণভং চোৎপাতভং ক্রূরযুগ্ধিষ্ণ্যঞ্চা শুভবিদ্ধভং বিষযুতং লগ্নাস্তদোষস্তথা॥
গণ্ডান্তো ব্যতিপাত বৈধৃতি মহায়োগাইতি স্বাভিধা
লগ্নস্যাপ্যখিলৈক বিংশতি মহাদোষান প্রবক্ষ্যেঽথতান॥

অর্থ।—দোষ সমুদয়ে ২১টি, তন্মধ্যে প্রথম ১ পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি দোষ; অর্থাৎ তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, ও করণ এই পাঁচটি দুষ্ট থাকিলে পঞ্চাঙ্গ দোষ হয়। ২ সূর্য্য সংক্রান্তি দোষ; সূর্য্য এক রাশিকে ত্যাগ করিয়া অপর রাশিতে সংক্রমণ করিয়া থাকে, যদি সংক্রান্তি হয়, তবে এই সকলে মেষ কর্কট, তুলা, মকর, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম ৬০ দণ্ড ও ইতর রাশি সকলের মধ্যে প্রবেশ কালে ১৬ দণ্ড এবং প্রবেশের পর অপরার্দ্ধে ১৬ দণ্ড, এই সকলকে সূর্য্য সংক্রান্তি বলা যায়। ৩ পাপগ্রহ ষড়বর্গ দোষ; ষড়বর্গ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যাইবেক। ষড়বর্গ পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে, পাপগ্রহ ষড়্বর্গ দোষ সংজ্ঞা বলা যায়। ৪ কুনবাংশ দোষ; যে সুনবাংশ নহে, তাহাকে কুনবাংশ বলে। (ইহা কালামৃতে দেখ) ৫ কুজাষ্টম দোষ; কুজ মুহূর্ত্ত লগ্নের অষ্টম স্থানে থাকিলে এই দোষ হয়। ৬ ভৃগু ষট্‌ক্ দোষ; মুহূর্ত্ত লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে শুক্র থাকিলে ভৃগু ষট্‌ক্ দোষ হয়। ৭ কর্ত্তরী দোষ; বিবাহ লগ্ন এবং মুহূর্ত্ত লগ্নের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে ক্রূরগ্রহ থাকিলে এবং বক্র গতিকে প্রাপ্ত হইলে কর্ত্তরী দোষ হয়। (বিবাহ লগ্নে যদি এই দোষ হয়, তবে বর কন্যার মরণ,) ৮ লগ্নাষ্টম দোষ; স্ত্রী পুরুষের জন্ম লগ্ন হইতে অষ্টম লগ্ন, মুহূর্ত্ত লগ্ন হইলে লগ্নাষ্টম দোষ হয়। ৯ ষষ্ঠ, অষ্ট, রিফ্‌ফগ চন্দ্র দোষ; চন্দ্রমা মুহূর্ত্ত লগ্নের ষষ্ঠ ও অষ্টমের দ্বাদশ স্থানে অবস্থিতি করিলে এই দোষ হয়। ১০ চন্দ্র সংগ্রহদোষ; চন্দ্রমা পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে এই দোষ হয়। ১১ দুর্মুহূর্ত্ত দোষ; প্রতিদিন দিনের ১৫ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির ১৫ মুহূর্ত্ত ভোগ করিয়া থাকে। দিন মুহূর্ত্ত ক্রমান্বয়ে রুদ্র, উরগ, মিত্র, পিত্র্য, বসুব, বার, বিশ্বদেব, বিধি, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, ইন্দ্রহুতাশন, দৈত্য বরুণ, অর্যমা, ভগ এই কয়েকটি হয়। এই সকলের মধ্যে উরগ, দৈত্য, পৈত্র্য, রৌদ্র, ইন্দ্রহুতাশন, ভগ, এই ছয় ৬ মুহূর্ত্ত নিন্দিত হয়; শেষ নয়টি শুভপ্রদ হইয়া থাকে। রাত্রি

মুহূর্ত্ত ক্রমান্বয়ে ঈশ্বর, আজ,চরণ, অহির্বুধ্ন্য, পুষা, নাসত্যা, অন্তক, বহ্নি, ধাতা, আদিত্য, জীব, অচ্যুত, অর্ক, ত্যষ্টা, যম, সুমুহূর্ত্ত এই ১৫টি হয়, ইহাদের মধ্যে আজ, চরণ, যম, বহ্নি, রৌদ্র, এই চারিটি অশুভ প্রদ হয়, শেষ কয়েকটি শুভ-প্রদ। ১২টি জনিত দুমুহূর্ত্ত। আদিত্যবারে অর্য্যমা, সোমবারে ব্রহ্মা এবং অসুর, মঙ্গল বারে পৈত্র্য ও অনল, বুধবারে বিধি, গুরুবারে দৈত্য; অপর বার শুক্রবারে পৈত্র্য ও ব্রহ্মা, শনিবারে উরগ ও রুদ্র। এই দুই মুহূর্ত্ত দুষ্ট বা নিন্দিত হয়। ১৩ খর্জ্জুরিক সমাঘ্রিভ দোষ; বিবাহ দিন নিরূপণে ইহা অবশ্য ত্যাগ করা উচিত। ইহাদের লক্ষণ, মুহূর্ত্তদর্পণ দেখিলে জানা যায়। ১৪ গ্রহণোৎপাত দোষ; গ্রহণোদয় নক্ষত্র এবং গ্রহণোৎপাত নক্ষত্র, গ্রহণোৎপাত দোষ হয়। ইহারা দোষ আখ্যাধারী হয়। এবং ইহাদের সমাপ্ত পর্য্যন্ত কাল সকল শুভকর্ম্মে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ১৫ ক্রূর বিদ্ধভ দোষ; ক্রূর গ্রহদ্বারা বিদ্ধ যে নক্ষত্র, এবং উহার সহিত যুক্ত যে নক্ষত্র উহাই ক্রূর বিদ্ধভ সংজ্ঞক হইয়া থাকে। ১৬ বিষ-নাড়ী দোষ। নক্ষত্র সকলের চারিটি দণ্ড পরিত্যাগ করিতে হয়, উহা তাহাদের প্রথম ও শেষ চারি চারি দণ্ড মাত্র। ১৭ গণ্ডান্ত দোষ; অশ্বিনী, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্রের মধ্য কালীন ৮ দণ্ড হয়। অশ্বিনী ও মঘার আদি ৪ দণ্ড, এবং জ্যেষ্ঠা, রেবতী, ও অশ্লেষার অন্তিম ৪ দণ্ড গণ্ডান্ত দোষ বলা হয়। বৃশ্চিক, ধনু, মীন, মেষ, কর্কট, ও সিংহ ইহাদের মধ্যকালীন ১ দণ্ড রাশি ও গণ্ডান্ত দোষ হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ দিনে ক্রমান্বয়ে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা তিথি হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে নন্দার আদি ২ দণ্ড ও পূর্ণার শেষ ২ দণ্ডকে গণ্ডান্ত দোষ বলিয়া থাকে। ১৮ উদয়াস্ত শুদ্ধি দোষ; বিবাহাদি শুভমুহূর্ত্তের লগ্ন সপ্তম ইহাদের নবাংশ যদি স্ব অধিপতি সকল হইতে দৃষ্ট হয়, অথবা যদি যুক্ত হয় বা স্বোচ্চ, স্বক্ষেত্র, মূলত্রিকোণ, মিত্রক্ষেত্র, এবং শুভক্ষেত্রে অবস্থিত হয়, তবে শুভ ফলপ্রদ হয়, ইহার বিপরীত অশুভ অবস্থাকে উদয়াস্ত শুদ্ধি দোষ কহে। এই অষ্টাদশ ব্যতীত অকাল গর্জ্জিত বৃষ্টি দোষ, মহাপাত দোষ, বৈধৃতি দোষ, সুতরাং সমুদয় মিলিয়া ২১টি দোষ হইতেছে। এই সমুদয়ে সংযুক্ত বিবাহাদি শুভমুহূর্ত্ত মৃত্যুপ্রদ হইয়া থাকে।

পক্ষচ্ছিদ্র।—৪, ৬, ৮, ১২, ১৪ এই সকল সংখ্যক তিথিতে অথবা গুরু, শুক্র মূঢ় হইলে এবং পক্ষ পর্ব্ব দিনে শুভকার্য্য কদাচ করিবে না, এই পূর্ব্বোক্ত দোষকে মহাদোষ বলা যায়। স্বল্পদোষও বলা হইয়াছে, তথাপি বিবাহাদি শুভকার্য্যে, বুধ, গুরু, শুক্র শুভস্থানে স্থিত হইলে লক্ষ দোষকে নষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপ গ্রন্থান্তরে কথিত আছে। যথা—

শুক্রঃপঞ্চ সহস্রাণি বুধঃপঞ্চশতানিচ।
লক্ষ মেকন্তু দোষাণাং গুরুঃ কেন্দ্রে ব্যপোহতি ॥
স্বোচ্চস্থান গতো বিবাহ সময়ে মুলত্রিকোণ স্থিতঃ।
স্বক্ষেত্রে যদসংস্থিতশ্চ বলবান্মিত্রালয়স্থো পিবা ॥
দ্যুনাখ্যঞ্চ বিসৃজ্য কেন্দ্র মিতরৎ কেন্দ্র ত্রিকোণ স্থিতঃ ॥
সৌম্যোবা গুরুরেববা সুরগুরুর্হন্ত্যেব দোষার্বুদম্ ॥

ভাবার্থ।—অপরাপর দোষ বিদ্যমান থাকিলেও, শুভগ্রহ সংযুক্ত বুধ, চন্দ্র, গুরু, শুক্র ইত্যাদি গ্রহসকল দোষ সকলকে উন্মূলন করিয়া শুভপ্রদ হইয়া থাকে। এক্ষণে নিম্নে ষোড়ষকর্ম্ম যোগ্য তিথি বার, নক্ষত্র, যোগ, মুহূর্ত্ত লেখা যাইতেছে।

নববধূ গৃহ প্রবেশ মুহূর্ত্ত। মৃগশিরা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা উত্তরা ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, পুষ্যা পুনর্ব্বসু, রোহিণী, অনুরাধা, অশ্বিনী, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, স্বাতী, শতভিষা এই সকল নক্ষত্র, বুধ, গুরু, শুক্র, সোম, এই কয়েকটি বার, ২, ৩, ৫, ৬, ১০, এই সকল তিথি, এবং বৃষভ, মিথুন, কর্কট, তুলা, কন্যা, ধনু, মীন, এই সকল রাশি শুভ-সময় হয়। আরও দ্বাদশ শুদ্ধি শুভাবহ হইয়া থাকে।

নিষেক (বধূস্নান) মুহূর্ত্ত। অশ্বিনী, রোহিণী মূলা, উত্তরা-ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তরাভাদ্রপদা, শ্রবণা, শতভিষা, স্বাতী অনুরাধা, রেবতী এই সকল নক্ষত্র, বুধ, শুক্র, সোম এই তিনটি বার, ২, ৩, ৫, ৯, ১০ এই কয়েক তিথি, এবং বৃষভ, কুম্ভ, বৃশ্চিক, সিংহ এই কয়েকটি লগ্ন হিতকর হইয়া থাকে। আরও লগ্ন শুদ্ধি শুভাবহ হইয়া থাকে।

গর্ভাধান মুহূর্ত্ত। রোহিণী, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরা

ভাদ্রপদা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণা শতভিষা, রেবতী, এই কয়েকটি নক্ষত্র, সোম, বুধ, গুরু, শুক্র এই কয়েকটি বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ এই কয়েকটি তিথি, এবং মেষ ও মকর ব্যতিরিক্ত সমুদয় লগ্ন শুভ সময় হইয়া থাকে। আর লগ্নশুদ্ধি শুভাবহ হয়। ইহাতে পঞ্চপর্ব্ব অশুভ হইয়া থাকে।

পুংসবন মুহূর্ত্ত।—উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, পুষ্যা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, অশ্বিনী, মূলা পূর্ব্বাফল্গুনী, রেবতী, অনুরাধা, শ্রবণা রোহিণী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, এই কয়েক নক্ষত্র; আদিত্য, গুরু, মঙ্গল, এই কয় বার, ২, ৩, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, এই কয়েক তিথি, এবং মেষ, ধনু, মীন এই কয় লগ্ন উপযুক্ত সময় হইয়া থাকে। ইহাতে ৯ম শুদ্ধি শুভাবহ হইয়া থাকে। ইহা গর্ভধারণের পর ৩য় মাসে কর্ত্তব্য।

সীমন্ত মুহূর্ত্ত।—হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরা ভাদ্রপদা, অনুরাধা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, শতভিষা, পুষ্যা, রেবতী, পূর্ব্বাফল্গুনী, মূলা, অশ্বিনী, মৃগশিরা এই কয় নক্ষত্র; রবি গুরু মঙ্গল, এই কয় বার, ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, এই কয় তিথি, এবং মেষ, মীন, ধনু এই কয় লগ্ন শুভদায়ক হয় ও শুভ সময় হয়। ইহাতে ৯ম শুদ্ধি শুভাবহ হইয়া থাকে। গর্ভধারণানন্তর ৪, ৬, ৮, মাসে এই কার্য্য করিবেক।

নামকরণ মুহূর্ত্ত।—শতভিষা, স্বাতী, ধনিষ্ঠা, অনুরাধা, পুনর্ব্বসু মঘা, উত্তরাফল্গুনী, অশ্বিনী, রোহিণী, শ্রবণা, মৃগশিরা, রেবতী, হস্তা, পুষ্যা এই কয়েক নক্ষত্র, সোম বুধ, গুরু, মঙ্গল, এই কয় বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১৩ এই কয়েক তিথি, এবং বৃষভ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ, এই কয়েক লগ্ন উক্ত কার্য্যের যোগ্য সময়, এবং অষ্টম শুদ্ধি শুভাবহ হয়। ইহাতে পক্ষচ্ছিদ্র দোষ অশুভ হয়।

দোলারোহণ মুহূর্ত্ত।—রোহিণী, পুনর্ব্বসু, হস্তা চিত্রা, স্বাতী, মূলা, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, বিশাখা, রেবতী, অশ্বিনী, মৃগশিরা, অনুরাধা জ্যেষ্ঠা এই কয় নক্ষত্র, বুধ, গুরু, শুক্র, চন্দ্র এই কয়েক বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১১ এই কয় তিথি, ও বৃষভ, মিথুন, কর্কট, কন্যা তুলা, ধনু মীন এই কয় লগ্ন এবং ১, ৪, ৫ মাসের শিশুর উক্ত কর্ম্ম উপযুক্ত ও শুভাবহ হয়। আর অষ্টম শুদ্ধি মঙ্গলদায়ক হয়।

অন্নপ্রাশন মুহূর্ত্ত।—অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, উত্তরাষাঢ়া উত্তরা

ফল্গুনী, উত্তরাভাদ্রপদা, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রেবতী, স্বাতী, অনুরাধা এইকয় নক্ষত্র, সোম, বুধ, গুরু, শুক্র, এই কয়েকটি বার এবং ২, ৩, ৫, ৭, ১০ এইকয় তিথি, ও বৃষভ, কর্কট, মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, এই কয় লগ্ন, অন্নপ্রাশনের শুভ সময় হয়। বালকের ২, ৮, ১০ মাসে, এবং বালিকার, ৫, ৭, ৯ মাসে এই কার্য্য কর্ত্তব্য হয় ও ১০ম স্থান শুদ্ধি সুখকর হইয়া থাকে।

কর্ণবেধ মুহূর্ত্ত।—মৃগশিরা, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, পুষ্যা, রেবতী, পুনর্ব্বসু, হস্তা, চিত্রা, আর্দ্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এইকয় নক্ষত্র, সোম, গুরু, বুধ, শুক্র এই কয় বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ এই কয় তিথি, এবং বৃষভ, মিথুন, কর্কট, তুলা, ধনু, মীন, কন্যা এইকয় লগ্ন উপযুক্ত সময় হয়। শিশুর বয়স ১, ৬ মাস হইলে এই কার্য্য কর্ত্তব্য, অষ্টম শুদ্ধি ইহাতে সুখাবহ হয়।

মুণ্ডন মুহূর্ত্ত।—চিত্রা, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রেবতী, অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা এই কয় নক্ষত্র, ও সোম, বুধ, গুরু, শুক্র এই কয় বার, ১, ২, ৩, ৭, ১০, ১৩ এই কয়েক তিথি, এবং বৃষভ, মিথুন, কর্কট, তুলা, ধনু মীন, কন্যা এইকয় লগ্ন, সূর্য্যের উত্তরায়ণ কালে পূর্ব্ব প্রহরে বা পূর্ব্বাহ্নে উপযুক্ত হয়।

বিদ্যারম্ভ মুহূর্ত্ত।—অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, রেবতী, এইকয় নক্ষত্র, এবং গুরু, রবি, শুক্র এই কয়েক বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ এই কয়েক তিথি, ও মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ তুলা, বৃশ্চিক, মকর, কুম্ভ এই কয়েকটি লগ্ন, বিদ্যারম্ভের প্রশস্ত কাল হয়। ইহা শিশুর পঞ্চমবর্ষ বয়সে সূর্য্যের উত্তরায়ণ কালে করিতে হয়। ইহাতে অষ্টম শুদ্ধি সুখাবহ হয়।

বিদ্যাভ্যাস মুহূর্ত্ত।—অশ্লেষা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বাফল্গুনী, পূর্ব্ব- ভাদ্রপদা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অশ্বিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, এই কয় নক্ষত্র, আদিত্য, চন্দ্র, গুরু, শুক্র, বুধ, এই কয় বার ২, ৩, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ১৩ এই কয়েক তিথি, এবং মেষ, কর্কট, তুলা, মকর এই কয় লগ্ন বিদ্যাভ্যাসের প্রধান সময়।

উপনয়ন মুহূর্ত্ত।—উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু,

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, হস্তা, চিত্রা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী, মৃগশিরা, স্বাতী, রোহিণী, পূর্ব্বাফল্গুনী এই কয় নক্ষত্র ; বুধ, গুরু শুক্র এই কয়বার ; ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১৩ এই কয় তিথি ; মেষ, বৃষভ, কর্কট, মিথুন, কুম্ভ, তুলা, কন্যা এই কয়েক লগ্ন এবং শুক্লপক্ষ উপনয়ন কার্য্যে প্রশস্ত হয়। আর অষ্টম শুদ্ধি সুখাবহ হয়।

বিবাহ মুহূর্ত্ত।—অনুরাধা, মৃগশিরা, মূলা, রোহিণী, হস্তা, স্বাতী, রেবতী, মঘা, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তরাভাদ্রপদা ; এই কয় নক্ষত্র ; বুধ, গুরু, এবং শুক্র, এই কয়বার, ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৫, এই কয় তিথি ; এবং বৃষভ, মিথুন, কর্কট, তুলা, কন্যা, ধনু, মীন, এই কয় লগ্ন ; বিবাহ কার্য্যের উপযুক্ত হয় ; পূর্ব্বোক্ত ২১টি দোষে, একটি ও যদি না হয়, জামিত্র ৭ম শুদ্ধি সুখাবহ হইয়া থাকে।

শঙ্কুস্থাপন মুহূর্ত্ত।—পুষ্যা, উত্তরাফল্গুনী মৃগশিরা, হস্তা, রেবতী, রোহিণী, অনুরাধা, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, অশ্বিনী, স্বাতী, এই কয় নক্ষত্র ; বুধ গুরু শুক্র, এই কয়বার ; ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫ এই কয়েক তিথি ; মেষ, বৃষভ, কর্কট, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ এই কয় লগ্ন শঙ্কুস্থাপনের প্রশস্ত সময় হয়। ৪র্থ চতুর্থ শুদ্ধি ইহাতে সুখাবহ হয়।

গৃহপ্রবেশ মুহূর্ত্ত।—শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, মৃগশিরা, হস্তা, রেবতী, রোহিণী অনুরাধা, পুষ্যা, উত্তরাফল্গুনী, স্বাতী, অশ্বিনী, এই কয় নক্ষত্র ; বুধ, গুরু, চন্দ্র, শুক্র এই কয়বার ; ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৫, এই কয় তিথি ; বৃষভ, বৃশ্চিক, কুম্ভ সিংহ এই কয় লগ্ন, গৃহপ্রবেশের উপযুক্ত সময় হয়। ১২ শুদ্ধি ইহার শুভ হইয়া থাকে।

কুঞ্চুকীধারণ মুহূর্ত্ত।—অশ্বিনী, পুষ্যা, চিত্রা, রেবতী, উত্তরাফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, হস্তা, অনুরাধা, স্বাতী, এই কয় নক্ষত্র ; গুরু, বুধ, শুক্র, এই তিনবার, ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩, এই কয় তিথি এবং বৃষভ, মিথুন, তুলা, ধনু, মীন, কন্যা, কর্কট, এই কয় লগ্ন, উপযুক্ত সময় হয়, এই কার্য্যে পূর্ব্বার্দ্ধ-কাল শুভ হয়।

নূতনবস্ত্র ধারণ মুহূর্ত্ত।—হস্তা, উত্তরাফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদা, স্বাতী, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, চিত্রা, রোহিণী, শতভিষা, রেবতী, বিশাখা,

এই কয় নক্ষত্র ; বুধ গুরু, শুক্র এই কয়বার ; ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১৩, এই কয় তিথি এবং মকর, কুম্ভ, বৃষভ, মিথুন, কর্কট, কন্যা তুলা এই কয় লগ্ন নূতনবস্ত্র ধারণের উপযুক্ত হয়। তন্ন শুদ্ধি ইহাতে সুখকর।

যাত্রামুহূর্ত্ত।—অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা মৃগশিরা, পুষ্যা, রেবতী, হস্তা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই কয় নক্ষত্র ; ৬, ১২, ৮ এবং ১৫, ৩, ৪, ১৪, ৯, এই কয় তিথি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট তিথি ; মীন ও কুম্ভ ব্যতিরিক্ত লগ্ন ; যাত্রার উপযুক্ত সময় হয়। পরন্তু উত্তম বর্গের নবাংশ অথবা উত্তম বর্গে চন্দ্র থাকিলে সুখাবহ ও মঙ্গল জনক হইয়া থাকে। (শনি, সোম বার পূর্ব্বদিকে, গুরুবার দক্ষিণদিক, শুক্রবার পশ্চিমদিক, মঙ্গল ও বুধবার উত্তরদিকে দিগ্‌শূল হয়।)

অথ কেরল শাস্ত্র।

স্কন্ধত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং আদ্যং সিদ্ধান্ত সংজ্ঞকং।
দ্বিতীয়ং জাতকং স্কন্ধস্তৃতীয়ং সংহিতাহ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিববেত্তাদিগের প্রণীত, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট "দৈবজ্ঞ বিলাস" নামক গ্রন্থ এই শাস্ত্রকে ৩ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার প্রথম ভাগ সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় ভাগ জাতক ও তৃতীয় ভাগ সংহিতা। উক্ত ভাগ ত্রয়ের মধ্যে সংহিতা এবং মুহূর্ত্ত মার্ত্তণ্ড, কালামৃত ও কশ্যপ সংহিতা এই কয়েক খানি গ্রন্থে মুহূর্ত্ত সকল ও তাহাদের শুভাশুভ কাল বিবৃত হইয়াছে। আরি সনৎকুমার বাস্ত, শল্যবাস্ত, জলবাস্ত, কৃষ্ণবাস্ত এই কয়েক খানি গ্রন্থ গৃহারম্ভ, কূপখননাদি কার্য্য সকলের মুহূর্ত্ত ও তাহার প্রশস্ততাদি বলিয়া গিয়াছেন এবং বর্ষ ফলাদি গ্রন্থ বৃষ্টিজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহল্ল স্পাকা ভুবনপ্রদীপিকা, ও পঞ্চপক্ষী ছাপায় কেরল শাস্ত্র প্রশ্ন বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৩ ভাগের মধ্যে প্রশ্ন বিষয়ক কেরল শাস্ত্র তাহার মতকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীনতম ঋষিগণ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ এই গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এইজন্য ইহাকে কেরল শাস্ত্র বলে।

অনেক স্থলে প্রশ্নকর্ত্তা আপন প্রশ্নের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া জ্যোতিষিক পণ্ডিতদিগকে বলিয়া থাকেন, যে আমার মনস্থ প্রশ্নের জাতী ও তাহার ফল প্রকাশ করুন? সে স্থলে প্রশ্ন কোন জাতীয় এবং তাহার ফল কি, ইহা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। পরমেশ্বর জীব সকল, পাষাণ ও ধাতু, বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে জ্যোতিষিকে এই তিনটি বিষয় দেখিতে হইবে, যে প্রশ্ন কোন বিষয়ের অর্থাৎ জীব বিষয়ক অথবা স্থাবর বিষয়ক; পরে আবার তাহার বিষয় স্থির করিতে হইবেক, অর্থাৎ যদি জীব বিষয়ক হয়, তবে কি প্রকার জীবের, ধাতু বিষয়ক হইলে

কোন ধাতু ; আর যদি স্থাবর বিষয়ক হয়, তবে কোন জাতীয় স্থাবর ইত্যাদি জানিবার জন্য উক্ত তিন বিষয়ের তিনটি রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

(১) প্রশ্নের যে সময় তাহাকে পঞ্চাঙ্গের সহিত মিলাইয়া লগ্ন নক্ষত্র ও লগ্ন স্থিত গ্রহাদির বিচার করিতে হইবেক। আর দ্বাদশ কোষ্ঠ বিশিষ্ট চক্র অঙ্কিত করিয়া উক্ত রাশি হইতে গ্রহ সকলকে এক এক কোষ্ঠ অর্থাৎ স্থানে লিখিতে হইবেক। এক্ষণে যে প্রশ্ন লগ্ন হইবেক, তাহার নবাংশকে, স্থির করিয়া, প্রশ্ন লগ্ন ও উহার নবাংশ এই দুই দ্বারা প্রশ্নের জাতি নির্ণয় করিতে হইবেক।

(২) প্রশ্ন সকলের অক্ষর সংখ্যা সমুদয়কে একত্র করিয়া, ইহার সমষ্টি সংখ্যা দ্বারা প্রশ্ন সকলের জাতি স্থির করিতে হইবেক।

(৩) প্রশ্নকর্ত্তার আচরণ ও উহার হস্তপদাদির ভাব ভঙ্গি দেখিয়া প্রশ্ন জাতি নির্ণয় করিতে হইবেক।

জ্যোতিষাচার্য্য কেরলাদি মহর্ষি সকল যে তিন রীতি অবলম্বন করিয়া প্রশ্নের জীব, ধাতু, স্থাবরাদি বলিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থের তিন অধ্যায়ে উক্ত তিনটিকে জীবাধ্যায়, মূলাধ্যায় ও ধাত্বধ্যায় এই তিন নামে লিখিত হইতেছে।

জীব চিন্তাধ্যায়।

যাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে জীব বলা যায়। ইহা তিন প্রকার পিণ্ডজ, অণ্ডজ, এবং স্বেদজ। যাহারা মাতাপিতার শোণিত শুক্রের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া দশ মাস দশদিন মাতৃজঠরে অবস্থান করত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে পিণ্ডজ বলিয়া থাকে ; যেমন মনুষ্য, পশু ইত্যাদি। যাহারা মাতৃগর্ভ হইতে অণ্ডাকারে নিসৃত ও পরে অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হয়, তাহাদিগকে অণ্ডজ বলা যায়, যেমন পক্ষী, কীট, সর্প ইত্যাদি। আর যাহারা স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বেদজ বলে। যথা মশক, লোম ইত্যাদি। এক্ষণে যে লগ্নের ফলে রক্ত, মাংস, অস্থি, ত্বক, আদি বোধ হয়, তাহাকে জীব বিষয়ক প্রশ্ন বলে। অনন্তর লগ্ন স্বর ও চর্য্যাদ্বারা নির্ণয় করিতে হইবেক যে, এই প্রশ্ন জীব বিষয়ের মধ্যে মনুষ্য, বিষয়ক অথবা গো, মৃগ বিষয়ক। এইজন্য প্রথম লগ্নের বিষয় লেখা কর্ত্তব্য।

লগ্ন ।

প্রশ্ন লগ্ন চক্র এবং নবাংশ চক্র গ্রহ সকলের সহিত পৃথক পৃথক লিখিতে হয়।

যদি প্রশ্নের ভুক্ত দণ্ড হইতে লগ্নরাশি বিষম রাশিতে পতিত হয়, তবে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা ধনু, কুম্ভ, আর নবাংশ লগ্নে ৩, ৬, ৮ লগ্ন উপস্থিত হয়, অথবা সম রাশিতে বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক মকর, মীন এই সকল আসিয়া পতিত ও নবাংশ লগ্নে ৯, ৪, ৭ রাশি হয়, তবে জীব বিষয়ক প্রশ্ন বুঝিতে হইবেক।

কোন একটি গ্রহ অপর ইতর গ্রহের নবাংশ রাশিকে প্রাপ্ত হইয়া, প্রশ্ন লগ্নে অথবা প্রশ্ন লগ্নের পঞ্চম ও নবম কোণে স্বনবাংশস্থিত অপর গ্রহকে দেখে, অথবা গ্রহ না থাকিলে স্বনবাংশ রাশিকে দেখে, তবে জীব প্রশ্ন ইহা নিশ্চয় জানা কর্ত্তব্য। নবাংশ লগ্নে যে রাশি, থাকে ঐ রাশি অনুসারে জীব গণের আকার গত প্রভেদ জানিতে হইবে। যদি মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ লগ্ন থাকে তবে দ্বিপদ জন্তু জানিতে হইবেক। মেষ, বৃষ, ও সিংহলগ্ন হইলে চতুষ্পদ জন্তু। এবং বৃশ্চিক ও মীন দ্বারা পাদ রহিত জন্তু, প্রশ্ন বুঝিতে হইবেক। আর মকর থাকিলে প্রশ্ন অনেক পাদ বিশিষ্ট বুঝিতে হইবেক। আর ও ধনু লগ্নের পূর্ব্বার্দ্ধে দ্বিপাদ, অপরার্দ্ধে চতুষ্পাদ বুঝিতে হয়। এইরূপে জীব নির্ণয় করিয়া পরে প্রশ্ন লগ্নের স্বভাব, বর্ণাদি দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক, উহার বর্ণাদি বিচার করত প্রশ্ন জানিতে হয়।

স্বর।

বর্ণ বা স্বরদ্বারা শব্দের বোধ হয়। এই শব্দ অচ ও হল দুই নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকাল হইতে পাণিন্যাদি মহর্ষিগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে এই সমুদায় বর্ণের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই সমস্ত আমাদের জানিবার আবশ্যক নাই, কেবল কেরল আদি মহর্ষিরা যেরূপে উহাদের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের তাহাই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। অক্ষর সকলের যেরূপ সংখ্যা তাহা লিখিত হইতেছে। অ, ৭০। আ, ৭০, ই, ৬০। ঈ, ৬০। উ ৪০। ঊ, ৫০। ঋ ৠ, ০। ঌ ৡ, ০। এ, ৬০। ঐ, ৭০। ও, ২০। ঔ, ৯০। অং অনুস্বার ১০০। অঃ বিসর্গ ১০০।

(হলসংখ্যা) ক, ৭ । খ, ৭ । গ, ৬ । ঘ, ৪ । ঙ, ০ । চ, ৭ । ছ, ৬ । জ, ৪, ঝ, ৭ । ঞ, ০ । ট, ৭ । ঠ, ৬ । ড, ৪ । ঢ, ৪ । ণ, ০ । ত, ৭ । থ, ৬ । দ, ৪ । ধ, ৫ । ন, ০ । প, ৭ । ফ, ৭ । ব, ৬ । ভ, ৪ । ম, ৫ । য, ৭ । র, ৭ । ল, ৬ । ব, ৪ । শ, ৭ । ষ, ৭ । স, ৬ । হ, ৪ । ক্ষ, ০ ।

উল্লিখিত সংখ্যানুসারে প্রশ্নাক্ষরের অচ ও হল সংখ্যার পরিমাণ একত্রিত করিয়া যাহা লব্ধ হইবেক, তাহাকে প্রশ্নাক্ষর সংখ্যা সমষ্টি বলা যায়। এই সংখ্যাকে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ দ্বারা ভাগ দিয়া যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবেক, উহা হইতে জীব ভেদ জানা যাইবেক। যেমন প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে প্রশ্ন জীব চিন্তা বুঝিতে হইবেক। আর ৪ দিয়া ভাগ দিয়া যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে প্রশ্ন দ্বিপাদ জন্তু, ২ অবশিষ্ট থাকিলে চতুষ্পদ জন্তু ; ৩ অবশিষ্ট থাকিলে পাদ রহিত, শূন্য থাকিলে, অনেক পদ বিশিষ্ট জানিতে হইবেক। এক্ষণে তোমাকে বুঝিতে হইবেক যে দ্বিপাদ ও চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতির কল্পনা করিয়া স্থির করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা গো বৃষভাদি কোন প্রকার হইবেক।

যদ্যপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা নিম্নজাতি, গৌর, কৃষ্ণ, শ্বেত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তথাপি এ সমুদয়ই একজাতি ও এক বর্ণ বিবেচনা করিতে হইবেক, এবং এরূপ বলা উচিত নহে যে এব্যক্তি ব্রাহ্মণ এ শ্বেতবর্ণ, এব্যক্তি ক্ষত্রিয় সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ। জন্তুদিগের বিষয় প্রশ্ন হইলে উহাদের সামান্য এবং বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত তাহার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে, উহাই বোধ করিতে হইবে।

দ্বিপাদ জন্তু {
দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী, প্রেত।
পুরুষ, স্ত্রী, নপুংসক।
বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধ।

১। দেবতা—১ বিষ্ণু প্রভৃতি, ২ অগ্নি, গঙ্গা, নাগ ইত্যাদি। ৩ যক্ষ, পিশাচাদি, ৪ নবগ্রহ নক্ষত্রাদি।

২। মনুষ্য—১ ব্রাহ্মণ, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ বৈশ্য, ৪ শূদ্র, ৫ নিম্নজাতি অর্থাৎ শঙ্কর জাতি।

৩। পক্ষী—১ জলচর, ২ স্থলচর।

১ শ্বেত ২ কাল ৩ পীত, ৪ কাল ৫ হরিদ্রা।

চতুষ্পদ জন্তু
- ১ খুর বিশিষ্টপশু, ২ নখ বিশিষ্ট, অর্থাৎ নখায়ুধ পশু, ৩ দন্ত-বিশিষ্ট বা দন্তদ্বারা বলবান পশু, ৪ শৃঙ্গবিশিষ্ট বা শৃঙ্গায়ুধ পশু।
- ১ গৃহপালিত, ২ বন্য।
- ১ জলচর, ২ স্থলচর।

এই প্রকার অচ্ ও হল বর্ণের সংখ্যা দ্বারা প্রশ্নাক্ষর সংখ্যা অবগত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাগদিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা হইতে জন্তু সকলের কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্নকর্ত্তার চর্য্যা অর্থাৎ আচরণ।

প্রশ্নকর্ত্তার অবয়ব আদির সঞ্চালন বা ভাবভঙ্গীকে চর্য্যা কহা যায়। ইহা আট প্রকার প্রথম সংযুক্ত, ২য় অসংযুক্ত, ৩য় অভিহিত, ৪র্থ অনভিহিত, ৫ম অভিঘাতিক, ৬ষ্ঠ আলিঙ্গিত, ৭ম অভিধূমিত, ৮ম দগ্ধ। এক্ষণে ইহাদের লক্ষণ লেখা যাইতেছে। ১ যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিবার সময় হস্তদ্বারা শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে সংযুক্ত কহে। ২ পথে চলিতে চলিতে প্রশ্ন করা হইলে অসংযুক্ত বলা যায়। প্রশ্ন করিবার সময় প্রশ্নকর্ত্তা বাম পাদ স্পর্শ করিলে অভিহিত বলা যায়; অন্য দেহ স্পর্শ করিলে অনভিহিত বলা হয়। ৫ যদি মস্তক, কটিদেশ, বক্ষস্থল, হাত, ও পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে প্রশ্ন করে, তবে তাহা অভিঘাতিক নামে আখ্যাত হয়। ৬ অপর লোকের শরীর স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে, তাহাকে আলিঙ্গিত বলা যায়, হস্ত দ্বারা আপন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহা অভিধূমিত নামে উক্ত হয়। ৮ আর যদি ক্রন্দন করিতে, করিতে, শুকর, কুক্কুর অথবা অন্ধ ও জন্মকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে, তবে উহাকে দগ্ধ বলিয়া থাকে। এইরূপে প্রশ্নের আখ্যা জানিয়া প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি শুভাশুভ ফল বলিতে হয়। এই সকলের মধ্যে সংযুক্ত ও আলিঙ্গিত শুভ, অভিধূমিত উভয় শুভ ও অশুভ, এবং অপর পাঁচটি অশুভ হয়।

এই প্রথম অধ্যায় প্রয়াণ (যাত্রা প্রশ্ন) এবং গর্ভবিষয়ক আদি প্রশ্ন সমুদয় বলিয়া শেষ করা যাইবেক।

প্রয়াণ প্রশ্ন।

প্রশ্ন লগ্নের ভুক্ত দণ্ডকে ৯ দ্বারা ভাগদিয়া নবাংশ বাহির করত ৬, ৭, ৮, ৯ অথবা চরলগ্ন মেষ, কর্কট, তুলা, সিংহ আসিলে তাহাকে প্রয়াণ প্রশ্ন বলা যায়।

প্রশ্ন লগ্নের ২য় তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে গ্রহ থাকিলে শীঘ্র আসিবে এইরূপ বলিতে হয়। যদি শুভগ্রহ স্থিত হয়, তবে দ্রব্যের সহিত আগমন বুঝিতে হইবেক। গুরু, শুক্র ২য়, ৩য়, পঞ্চম স্থানে স্থিত হইলে, অতি সত্বর, দ্রব্য সহিত আসিবে বুঝিতে হইবে।

যদি প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্র ১, ৪, ৭, ১০ স্থানে গুরু ও ৫, ৯মস্থানে বুধ বা শুক্র থাকে, এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থানে কোন ও গ্রহ থাকে, তবে শীঘ্র আগমন জানিবে।

প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকিলে প্রসন্নতার সহিত আগমন জানিতে হইবেক।

প্রশ্ন লগ্নে মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর, রাশি থাকিলে এবং ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি ইহার উপর থাকিলে নিজে স্বাধীন না থাকিয়া কারাবাস তুল্য থাকে, বলা যায়। যদি এই ক্রূর গ্রহ তৃতীয় ঘরে থাকে এবং উহার উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে দূরদেশ গত জানিবে। ৬ষ্ঠ স্থানে উপবিষ্ট থাকিলে, মৃত জানিবে, এবং ৭ম স্থানে উপবিষ্ট থাকিলে চৌর ভয় জানিতে হইবে।

যে গ্রহ প্রশ্ন লগ্নের নিকটস্থ (প্রথমে থাকে) ঐ পর্য্যন্ত কোষ্ঠ সংখ্যাকে গণনা করিয়া ১২ দ্বারা গুণ করিলে যত হয়, অতদিন বাহিরে থাকিয়া আগমন বলিতে হয়।

যে গ্রহ প্রশ্ন লগ্নের সমীপস্থ হয়, যদি উহা বক্রী ভাবকে প্রাপ্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দ্বারা অতদিনের জন্য স্থানান্তর গমন বলিতে হয়।

প্রশ্ন লগ্ন হইতে ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ গৃহে কোন গ্রহ থাকিলে, যদি বক্রী ভাবকে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে, আজানা বলে। প্রশ্ন লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে যে গ্রহ থাকে, উহা হইতে এই জানিতে হইবে যে এই প্রশ্ন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতামহ, ইহাদিগের কাহারও হইবেক। আর ঐ গ্রহ যদি শুভ হয় অথবা শুভগ্রহের দৃষ্টি উহার উপর পড়ে, তবে উহার রোগ

শুভতা, ও সুখী প্রকাশ করে। আর যদি পাপগ্রহ যুক্ত অথবা পাপগ্রহের দৃষ্টি উহার উপর পড়ে, তবে দুঃখিত এবং শীঘ্র আগমন রহিত করিয়া থাকে।

প্রশ্ন লগ্নের ৯ম স্থানে, ক্রূরগ্রহের সহিত যুক্ত শনি থাকিলে অথবা ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি শনিগ্রহের উপর থাকিলে, ব্যাধিপীড়িত প্রকাশ করিবে, এইরূপ অষ্টম স্থানে ঘটিলে মৃত্যু জানিতে হইবেক।

এক্ষণে ঐ মৃত্যু বায়ুরোগে, বাতপিত্ত রোগে অথবা কফরোগে হইয়াছে, ইহার জ্ঞান গ্রহ সকলের গুণ অনুসারে জানা কর্ত্তব্য।

যদি প্রশ্নকালীন চরলগ্ন হয় এবং গুরু, শুক্র, বুধ, পূর্ণচন্দ্র ইহারা শুভ-গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে বিদেশ গত ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় থাকা জানিতে হইবেক।

প্রশ্ন লগ্ন স্থির অথবা দ্বিস্বভাব হইলে এবং পাপগ্রহের সহিত সংযুক্ত হইলে উহার মিশ্রিত ভাব, প্রশ্ন লগ্ন যদি বুধ, চন্দ্র অথবা কেতু থাকে, তবে বিদেশগত ব্যক্তি আগমন করিয়াছে বুঝিতে হইবেক। গুরু ও শুক্র থাকিলে সমীপাগত, আর যদি রবি, মঙ্গল একস্থানে থাকে, তবে, আপন স্থানস্থিত, শনি রাহুর সহিত সংযুক্ত হইলে দেশান্তরে ব্যাধি পীড়িত জানিতে হইবেক।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত ১২ যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ দিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে বিদেশ গত ব্যক্তির সমাচার শীঘ্র জানিতে পারা যাইবেক। ২ অবশিষ্ট থাকিলে দেশান্তরে অবস্থিতি, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে পথে অবস্থিতি, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে শীঘ্র আগমন, ৫ অবশিষ্ট থাকিলে সমীপস্থ, ৬ অবশিষ্ট থাকিলে ব্যাধি পীড়িত, আর যদি ৭ অবশিষ্ট থাকে তবে মৃত্যু হইয়াছে জানিতে হইবেক।

প্রশ্ন সময়ে, সূর্য্যোদয় হইতে যতদণ্ড অতীত হইয়াছে, ঐ সকল একত্র করিয়া ৩ দ্বারা গুণন কর, আবার ঐ সময়ের তিথি সংখ্যা ও বার সংখ্যা একত্রিত করিয়া উহার সহিত যোগ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ দিলে যদি ১, ৩, ৫, ৮, ৯, ১১ অবশিষ্ট থাকে তবে দেশান্তরে জীবিত, এবং ২, ৪, ৭, ১০, এবং ০ অবশিষ্ট থাকিলে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে জানিতে হইবেক। (তিথির গণনা শুক্লপক্ষের প্রতিপদকে ১ ধরিয়া এবং বারের মধ্যে রবিবারকে প্রথম ধরিয়া গণনা করিতে হয়।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ দিয়া যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে, বিদেশ গমন, ২ থাকিলে দেশে জীবিত, ০ থাকিলে, জীবিত নাই জানিবে।

জ্যোতিষ প্রকরণে নক্ষত্র সকলের চর, ধ্রুব আদি সংজ্ঞা বলা হইয়াছে, উহাদের অনুকুল প্রশ্ননক্ষত্র হইতে যাত্রা সকলের ফল বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়।

বিবাহ প্রশ্ন।

প্রশ্ন লগ্নের ৩, ৫, ৬, ৭, ১১ এই সকল স্থানে চন্দ্র থাকিলে, এবং রবি, বুধ, গুরু কর্ত্তৃক দেখিয়া থাকে অথবা কেন্দ্র ও ত্রিকোণ, গুরু, শুক্র, বুধ পূর্ণচন্দ্রের সহিত যুক্ত হয়, তবে শীঘ্র বিবাহ হইবে।

প্রশ্নাক্ষরকে গুণ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ দিয়া যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে বিবাহ হইবে। ২ থাকিলে কষ্টে বিবাহ হয়। ৩ থাকিলে বিবাহ হইবে না, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে, সন্তানের অভাব, ৫ অবশিষ্ট থাকিলে কন্যাদান কর্ত্তার হানি, ৬ থাকিলে বরের দুঃখ, ৭ থাকিলে বর, কন্যা উভয়ে বিরোধ, ০ থাকিলে, অঙ্গবিকার জানিতে হইবেক। অন্যান্য বিষয় এবং লাভালাভ বিষয়ক বিচার পূর্ব্বোক্ত আলিঙ্গিত, অভিধুমিত ইত্যাদি প্রশ্নকর্ত্তার অঙ্গ চেষ্টা বা চর্য্যা দ্বারা জানিতে হইবে।

সম্ভোগ্য প্রশ্ন।

প্রশ্ন লগ্ন চক্রে সপ্তম স্থানে যদি বৃহস্পতি থাকে, তবে ভার্য্যার সহিত পুরুষের সম্ভোগ ঘটিয়া থাকে। বুধ থাকিলে, বেশ্যার সহিত সম্ভোগ; শনি গুরু সপ্তম স্থানে থাকিলে চণ্ডালিনী গমন; রবি, মঙ্গল, ও শুক্র থাকিলে, পরস্ত্রী সম্ভোগ হইয়া থাকে। আর উক্ত স্ত্রীর, স্বভাব, বিশেষ জাতি এবং বয়স, এই সকল, গ্রহের স্বভাব এবং ভোগক্রমানুসারে জানিতে হইবে। জ্যোতিষ প্রকরণের প্রথম অধ্যায় হইতে গ্রহ সকলের স্বভাবাদি স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইবে।

গর্ভপ্রশ্ন।

প্রশ্নকালীন লগ্নচক্রের যে স্থানের উপর শুক্র থাকিবে ঐ স্থান হইতে উহার পঞ্চম স্থানের উপর যতদিনে যাইবে, ততদিনের মধ্যে স্ত্রীলোকের

গর্ভাধান ঘটিবে, অথবা প্রসব হইতে হইবেক। (শুক্র একমাস পর্য্যন্ত একরাশিতে অবস্থিতি করে)।

প্রশ্নকালীন লগ্ন হইতে যত ঘরের পর শুক্রের থাকা উচিত হয়, ততমাস গর্ভাধান হইয়াছে জানিবে। যদি প্রশ্নলগ্নাধিপতি গুরু, শুক্র, বুধ, ও পূর্ণচন্দ্র লগ্নে থাকে অথবা ইহাদের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে গর্ভ নির্ব্বিঘ্নে প্রসূত হইবে। আর ক্রূরগ্রহ লগ্নাধিপতি হইয়া লগ্নে থাকিলে অথবা উহার দৃষ্টি থাকিলে অশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষ বিজ্ঞান প্রশ্ন।

প্রশ্ন লগ্ন বিষম রাশি ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি হইলে পুত্র এবং সম অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি হইলে কন্যা, আর প্রশ্ন লগ্ন পুরুষ হইলে ও উহার অধিপতি, পুরুষ, এবং উহার দৃষ্টি লগ্নের উপর হইলে, আরও লগ্ন হোরা লগ্নের তৃতীয়াংশ, নবমাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ বাহির করিলে যদি এই দুই লগ্নের অধিপতি ও পুরুষ হয়, তবে নিশ্চয় ইহার পুত্র, আর ইহার অতি রিক্ত হইলে কন্যা জন্মিবে বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন লগ্ন দ্বিস্বভাব বিশিষ্ট ধনু, মিথুন, কন্যা, মীন হইলে এবং চতুর্থ ঘরে দুইটি শুভগ্রহ থাকিলে একগর্ভে দুই পুত্র অর্থাৎ যমজ সন্তান জন্মিবে।

প্রশ্ন লগ্নের ৮ম, ৬ষ্ঠ, ৪র্থ, ২য় ঘরে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে কন্যা এবং ৯ম ৫ম, ৭য়, ৩য় ঘরে রবি, মঙ্গল, গুরু থাকিলে পুত্রসন্তান জন্মিবে জানিবে।

গর্ভিণী স্ত্রীর নামাক্ষর সংখ্যাকে ৭ দিয়া গুণন, করিয়া তিথি সংখ্যা তাহার সহিত যোগ করিয়া ৯ দ্বারা ভাগ দিলে, যদি সমসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তবে কন্যা এবং বিষম রাশি অবশিষ্ট থাকিলে পুত্রজন্মিবে জানিতে হইবেক।

ধাতু চিন্তা।

ধাতু হইতে এক সামান্য দ্রব্যের বোধ করিতে হইবেক। যেরূপ হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ রজত, তামা, লোহা মাটী ইত্যাদি, ইহাদের বিষয় অবগত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল না লিখিয়া শেষ বিষয়কে আগে লিখা যাইতেছে।

লগ্ন।

যদি প্রশ্ন কালীন ভুক্ত রাশি বিষম হয়, আর উহার নবাংশে ১, ৪, ৭ রাশি হয়, এবং যদি প্রশ্ন কালীন ভুক্ত রাশি সম হয়, ও উহার নবাংশ ৩, ৬, ৯ হয়, তবে ধাতু চিন্তা বিষয়ক প্রশ্ন জানিতে হইবেক।

যদি প্রশ্ন লগ্নের নবাংশে স্বলগ্নাধিপতি নিজ স্থানে থাকে, আর অপর গ্রহ-সকলকে দেখিতে থাকে, এবং এই নবাংশ চক্রে ও প্রশ্ন লগ্নের ৫ম বা ৯ম স্থান অপর গ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তবে ধাতু চিন্তা জানিতে হইবে।

প্রশ্ন লগ্নে যে গ্রহ অবস্থিতি করে, উহার বর্ণ, স্বভাব, আধিপত্য দ্বারা বিশেষ ধাতু সকলের বিষয় বুঝিতে হইবে।

স্বর।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া যদি ২ অবশিষ্ট থাকে, তবে ধাতু চিন্তা, এই ভাজক ৩ এর অবান্তর সংখ্যা ২ দ্বারা পুনরায় প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ভাগ দিলে তরল বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। আরও উহার স্বভাব ও বর্ণাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহার উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধাতু { ধাম, „ „ মূল বা প্রাকৃতিক ধাতু,
অধাম, „ „ বিকৃত অর্থাৎ এই সকল ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু।

১। ধাম { সোনা, রূপা, তামা, কাঁস্য, পিতল, রঙ্গ, সীসা, লোহা,
২। অধাম { গহনা, পত্র ইত্যাদি—বিকৃত।

বিকৃত পদার্থের নাম যথা (১) শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, কণ্ঠভূষণ, বাহুভূষণ, হৃদয়ভূষণ, করভূষণ, কটিভূষণ।

(২) দ্বিপাদ জন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর যোগ্য ভূষণ।

অধাম অর্থাৎ (কঠিন) { ১ রত্নাদি।
২ মৃত্তিকাদি।

১ রত্নাদি ২ মাণিক্য, ৩ হীরা, ৪ প্রবাল, ৫ পদ্মরাগ, ৬ বৈদূর্য্য, ৭ নীলি, ৮ মরকত, ৯ গোমেদ, ১০ পুষ্পরাগ, ১১ মুক্তা, ১২ চন্দ্রকান্ত, ১৩ সূর্য্যকান্ত,

১৪ অয়স্কান্ত, ১৫ যমুনা শিলা, ১৬ শোনভদ্রশিলা, ১৭ অমৃতশিলা, ১৮ লিঙ্গ-শিলা, ১৯ গণ্ডকীশিলা, ২০ স্ফটিক, ২১ শ্বেতশিলা, ২২ ঝামা প্রস্তর, ২৩ কষ্টিপাথর, ২৪ জহর মোহরা বা বিষপাথর, ২৫ উপল, ২৬ পীত, ২৭ বজরবটু, অর্থাৎ একপ্রকার প্রস্তর যাহা বালিকদিগের গলায় পরাইয়া দেয়। ২৮ প্রস্তরবিশেষ।

(২) ১ দুই অণুবিশিষ্ট, ২ তিনটি অণুবিশিষ্ট ৩ বালুকা, ৪ মৃদুবিকার ৫ ধূলা ৬ ইট, ৭ অঙ্গার, ৮ কর্দ্দম, ৯ হরিতাল, ১০ মনঃশিলা, ১১ গন্ধক, ১২ খাপরা বা ভগ্নমৃৎপাত্রের অংশ, ১৩ অভ্রক, ১৪ গৈরিক, ১৫ বিষ্ঠা, ১৬ কংকর, ১৭ চূর্ণ বা চূন।

চর্য্যা বা অঙ্গভঙ্গ্যাদি।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে জীব প্রশ্ন, নিম্নদিকে দৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন করিলে মূল এবং বৃক্ষাদির প্রশ্ন, এবং সমান দৃষ্টির সহিত প্রশ্ন করিলে, ধাতুবিষয়ক প্রশ্ন বুঝিতে হইবেক।

চৌরপ্রশ্ন।

যদি প্রশ্ন লগ্ন স্থির হয়, এবং উহার নবাংশ ও যদি স্থির লগ্ন হয়, আরও বর্গোত্তম হয়, তাহা হইলে নিজ আত্মীয় দ্বারা দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এবং উহাই নিশ্চিত জানিবে। যদি শীর্ষোদয় রাশিতে আগত মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ইহারা প্রশ্ন লগ্নে বিদ্যমান থাকে, ও লগ্নে পূর্ণচন্দ্র বা অপর শুভগ্রহ থাকে, অথবা উহাদের দৃষ্টি থাকে এবং লাভ স্থান শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত হয় ও উক্ত তিনের দিক চেষ্টাদির বল ও প্রাপ্ত হয়, তবে যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পাওয়া যাইবে। যদি প্রশ্ন লগ্নের ১, ৩, ৫, ৭ স্থানে রাহু, মঙ্গল, শনি, রবি থাকে, অথবা লগ্নে শুক্র, চন্দ্র, রাহু দ্বিতীয় স্থানে এবং ১১শ স্থানে শুক্র অবস্থিতি করে, অথবা লগ্নে শুক্র, দ্বিতীয় স্থানে শনি, ১১শ স্থানে গুরু ইত্যাদি প্রকারে গ্রহগণের গতি হয়, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি হইবে।

প্রশ্ন লগ্নের ভুক্ত দণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ কর; ১ম দণ্ডে বিনষ্ট বস্তু, দেহলীর নিকট, (বারাণ্ডা) ২য় দণ্ডে ঘরের ভিতর, ৩য় দণ্ডে বহির্দেশে জানিতে হইবে।

প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্র ১, ৪, ৭, ১০ স্থানের মধ্যে যে স্থানে বলবান গ্রহ থাকে, এবং উহার যেদিক হয়, ঐ দিকে বস্তু স্থাপিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি কেন্দ্রে কোন গ্রহ না থাকে, তবে লগ্ন রাশিতে স্থিত যে বলবান গ্রহ, এবং পঞ্চম রাশিতে স্থিত যে বলবান গ্রহ, উহা হইতে দিক্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। (লগ্নাধিপতি গ্রহ সকলের জ্যোতিষ দেখ)।

যে বস্তু বিনষ্ট হইয়াছে তাহার বিশেষ জ্ঞান, প্রশ্ন লগ্নের রাশি সকলের বর্ণাদি দ্বারা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে এবং এইরূপ রাশি সকলের বর্ণ-বিভাগ দেখিতে হইবে। মেষ লাল, বৃষভ শ্বেত, মিথুন পীতবর্ণ, কর্কট গোলাপী, সিংহ পাণ্ডু, কন্যা চিত্র বিচিত্র, তুলা নীলবর্ণ, বৃশ্চিক, ঈষৎ পীত, ধনু কপিল, মকর শুক্ল কপিল মিশ্র, কুম্ভ গোলাবী, মীন মৃগবর্ণ। এইরূপ নিয়মানুসারে নষ্ট দ্রব্য সকলের আকৃতি হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রশ্ন লগ্নের রাশি দ্বারা বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। যেরূপ মিথুন, কর্কট, ধনু মকর এই কয়টি হ্রস্ব, সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক দীর্ঘ; যদি লগ্নের নবাংশের অধিপতি ষড়্‌বল হয়, তাহা হইলে গুরু দ্বারা গুরু বস্তু এবং লঘুদ্বারা লঘুবস্তু বুঝিতে হইবে। এবং অষ্টম স্থানে নীচগ্রহ থাকিলে নষ্ট বস্তু উদাসীন এইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন লগ্ন যদি মেষ, কর্কট, তুলা, মকর হয় তবে নষ্ট বস্তু ২ দিনের মধ্যে লাভ হওয়ায় সম্ভাবনা। মিথুন, কন্যা, ধনু মীন হইলে ১ পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিনের ভিতর অপহৃত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ প্রশ্ন লগ্ন হইলে দুই মাসের মধ্যে প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে।

চোর পুরুষ জ্ঞান প্রশ্ন।—(ইহা দুই প্রকার হইয়া থাকে।)

(১) মেষাদি রাশি দ্বারা নির্ণয়।

(২) উহাদের স্বতৃতীয়াংশের স্বরূপ দ্বারা নির্ণয়।

প্রশ্নরাশি মেষ হইলে ব্রাহ্মণ, বৃষভ হইলে ক্ষত্রিয়, মিথুন হইলে বৈশ্য, কর্কট হইলে শূদ্র, সিংহ হইলে সসম্বন্ধীয়, কন্যা হইলে পরস্ত্রী, তুলাতে পুত্র, অথবা সহোদর ভ্রাতা, বৃশ্চিক হইলে ভৃত্য, মকর হইলে বাটীতে যে থাকে, কুম্ভ হইলে ইন্দুর, মীন হইলে পৃথ্বী এইরূপ নিয়মে হইয়া থাকে।

প্রশ্ন লগ্নের ত্রয়াংশ হইতে চোরের বর্ণাদি অবগত হওয়া যদি ও কঠিন হয়,

তথাপি বরাহ মিহির ইত্যাদি মহর্ষি দ্বারা কথিত ত্রয়াংশ প্রকারকে আমি অপর প্রয়োজনের নিমিত্ত ৩৬ ছত্রিশ ভাগ করিলাম। (অংশ অনুসারে লেখা হইতেছে)।

এক্ষণে লগ্নের ত্রয়াংশ বাহির হইলে উহা প্রথমাংশ, দ্বিতীয়াংশ ও ত্রয়াংশ পদ দ্বারা ব্যবহৃত হইবেক। প্রশ্ন সময়ে লগ্নের ত্রয়াংশে রাশি সকলের যেরূপ নিজরূপ হয়, চোরের রূপ ও সেইরূপ জানিতে হইবেক।

তৃতীয়াংশের স্বরূপ।

মেষ।

(১) শ্বেতবস্ত্রধারী, ভয়ানক, রক্তবর্ণ নেত্র বিশিষ্ট, হস্তে, কুড়ালী, কৃষ্ণবর্ণ ইহাতে মঙ্গল থাকিলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) ভূষণ ও ভোজন প্রিয়, রক্তবস্ত্রধারী, লম্বোদর, একপাদ অশ্ব সদৃশ, মুখ তৃষাকুল। ইহাতে রবিযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) পিঙ্গলবর্ণ, বিদ্বান, আচারহীন, ক্রূর, রক্তবস্ত্রধারী, দণ্ডধারী। ইহাতে বৃহস্পতিযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

বৃষভ।

(১) স্ত্রী স্বরূপ, পশ্চাতে বেণীধারিণী, দগ্ধবস্ত্রধারী, লম্বোদরী, অলঙ্কার প্রিয়া, তৃষ্ণাকুলা। ইহাতে শুক্র যুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(২) গো, ভূমি, অন্নগৃহ সংযুক্ত, গীত বাদ্য, নৃত্য, চিত্র কর্ম্মকারী, ক্ষুধিত মুখ, ছাগীর আকৃতি, মূল্য বিহীন মলিন বস্ত্রধারী। বুধযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(৩) হস্তী তুল্য দেহধারী, কপিলবর্ণ, বহির্গত শ্বেতদন্ত, শরভ ও মৃগসদৃশ গমনশীল, দীর্ঘপদ, হরিণের লোমতুল্য লোম বিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত। শনিযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

মিথুন।

(১) সুন্দরী, সন্তানশূন্যা, ভূষণাভিলাষিণী, উন্নত ভুজ যুক্তা, উঠানে ঋশিত্র অভিলাষবতী, আচার ব্যবহার বিশিষ্টা। বুধযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(২) কবচ, ধনু ইত্যাদি ইতর অস্ত্র শস্ত্রধারী, উদ্যান ও বনবিহারী, যুদ্ধ প্রিয়, গরুড়তুল্য মুখ ক্রীড়াসক্ত, গান ও পুত্র দ্রব্য আদি সঞ্চয়ে বিচারশীল। শুক্রযুক্ত হইলে খগ ত্রয়াংশ।

(৩) নানাপ্রকার রত্নের রক্ষণকারী, কবচ, বান সহিত, নৃত্য, বাদ্য পাণ্ডিত্যপ্রিয় ৬৪ চতুঃষষ্ঠী কলাকুশল, অলঙ্কার যুক্ত, কাব্যকর্ত্তা। শনি যুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

কর্কট।

(১) হস্তী তুল্য দেহ, শুকর সদৃশ মুখ, অশ্বসদৃশ গ্রীবা, বনে চন্দন বৃক্ষে অবস্থিত। চন্দ্রযুক্ত হইলে নর ত্রয়াংশ।

(২) মস্তকে পদ্ম লইয়া সর্প সংযুক্ত, বনে পলাশ বৃক্ষকে সিঞ্চন কারী, গোলমালকারী, ক্রূর শরীর। যদি ভৌম যুক্ত হয় তবে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) আপন স্ত্রীর ভূষণ খরিদ করিবার জন্য বহির্ভাগে জাহাজের উপর গমনশীল, এবং সর্প বেষ্টিত হইয়া ভূষণ সহিত চিপীটক ভক্ষণ করিতেছে। চৌড়া মুখ। গুরুযুক্ত হইলে নর ত্রয়াংশ।

সিংহ।

(১) কুক্কুর সমুহের সহিত শাল্মলী বৃক্ষের নিকট শিকার কারী, মলিন-বস্ত্রধারী, মাতা পিতার সহিত উন্মত্তের ন্যায় গোলমাল কারী। রবি যুক্ত হইলে পক্ষী ত্রয়াংশ।

(২) অশ্বসদৃশ শরীর, পুষ্পমালা এবং কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম আবৃত হইয়া দৃষ্টি দ্বারা সিংহ সমান ভয় দেখায়। ধনুক লইয়া নাসিকার অগ্রভাগ বিদ্ধকারী। গুরু যুক্ত হইলে নর ত্রয়াংশ।

(৩) ভালুকের তুল্য মুখ, মর্কট সদৃশ কার্য্য কারী, লম্বা গোঁফ, কুঞ্চিত, কেশ শস্ত্রধারী। মঙ্গল যুক্ত হইলে নর ত্রয়াংশ।

কন্যা।

(১) মস্তকে পুষ্পের ঝুড়ী লইয়া অবস্থিত, মলিনবস্ত্র এবং দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, পিত্রালয় গমন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। বুধসংযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(২) লৌহময় লেখনী (যদ্বারা তালপত্রে লেখা যায়) হস্তে লইয়া পাগড়ী পরিয়া অবস্থিত, শরীর লোমে আচ্ছাদিত, ধনুকধারী, ধন উপার্জ্জন করিয়া আয় ব্যয় কারী, রতি ক্রিয়া আসক্ত, কৃষ্ণবর্ণ। শনি সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(৩) রেশম নির্ম্মিত, উত্তম বস্ত্র পরিধানকারী, মস্তকে এবং হাতে কলস লইয়া অবস্থিত, রক্তবর্ণ দেহ, শিবালয়ে গমনশীল, শুক্র সংযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

তুলা।

(১) বাজার ভ্রমণ কারী, কোন দ্রব্যের ওজন করিতে পটু, দ্রব্যের মূল্য বলিতে বা যাচাই করিতে পটু, স্বর্ণাদি পরীক্ষা, আপন হাতে লইয়া বস্তু সকলের বিচার করিতে সক্ষম। শুক্র সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) মনে মনে আপন স্ত্রী এবং পুত্রের চিন্তাকারী, ক্ষুধাপীড়িত, সচ্ছিদ্র কলস হস্তে লইয়া অবস্থিত, গরুড় সদৃশ মুখ। শনি যুক্ত হইলে পক্ষীত্রয়াংশ।

(৩) স্বর্ণ কবচ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, ধনুর্দ্ধারী, বানরের ন্যায় চেষ্টাবান, বন্যপ্রকৃতি, মৃগয়াসক্ত অর্থাৎ বনজাত মৃগ আদি পশু হননকারী, রত্ন ভূষিত। বুধসংযুক্ত হইলে নরত্রয়াংশ।

বৃশ্চিক।

(১) সমুদ্রতীর বাসী, পদদ্বয়ে সর্পবেষ্টিত, স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অপরের স্থানকে প্রাপ্ত, সুন্দরী, বস্ত্র অলঙ্কার বিহীন। ভৌম সংযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(২) শরীর কচ্ছপের সমান, নিজগৃহে পতি সুখাভিলাষিণী, সর্পবেষ্টিত তনু। গুরুযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) কচ্ছপের সমান মুখ, হরিণ ও শৃগালের ন্যায় বাসস্থান বিশিষ্ট, চন্দন বৃক্ষের রক্ষাকারী, চন্দ্র সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

ধনু।

(১) তপোবনে ঋষি মহাত্মা সকলকে স্বহস্তস্থিত ধনুদ্বারা রক্ষাকারী, ঘোটক তুল্য দেহ, পুরুষের তুল্য মুখ। শনির সহিত সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) টেসু ফুলের ন্যায় দেহধারী, সৌন্দর্য্যবতী, সমুদ্র হইতে জাত, মণিকে পরিষ্কার করণ শীল। মনোরম বপু, সিংহাসনারূঢ়। মঙ্গলযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) চম্পকপুষ্পের ন্যায় দেহ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ, দণ্ড ধারী, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ও পীতাম্বর ধারী। রবিযুক্ত হইলে নর ত্রয়াংশ।

মকর।

(১) ভয়ানক মুখ, খেঁক শিয়াল তুল্য দন্তবান, শূকর সমান দেহ, বহু লোমযুক্ত, হাতকড়ী এবং আলধারী। শনি যুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) কমলাকার নেত্র, কৃষ্ণবর্ণ বপু, ভূষণ সংযুক্তা, গীতবাদ্য এবং নৃত্যে অতিশয় দক্ষ, লোহিত কর্ণ, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধান প্রিয়। শুক্র যুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) কিন্নর সমান সুন্দর শরীর, তূণীর এবং কবচধারী স্কন্ধদেশে রত্ন সংযুক্ত, ঘট হস্ত। বুধ সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

কুম্ভ।

(১) গরুড় তুল্য মুখ, কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্মের উপর উপবিষ্ট, মক্ষিকাদি ভক্ষণ করিবার জন্য একাগ্র মনস্ক, কম্বলাবৃত। শনি সংযুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) মলিনবস্ত্রধারী, মস্তকে কোন প্রকার পাত্রধারী, দগ্ধ হইয়া শাল্মলী বৃক্ষ নিম্নে গমনশীল, ধাতু সকলের পরীক্ষায় নিপুণ। বুধযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) কালবর্ণ, কর্ণে লোম বিশিষ্ট উজ্জ্বল কিরীটধারী, পত্র, চর্ম্ম এবং কোন প্রকার ফল কোন পাত্রে লইয়া ধারণ কারী। শুক্র যুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

মীন।

(১) যজ্ঞ সম্বন্ধীয় পাত্র, রত্ন, মুক্তা শংখ হস্তে লইয়া অবস্থিত, স্বর্ণাদি আভরণ স্বয়ং ধারণ করিয়া অবস্থিত। গুরু যুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

(২) সখীসকল বেষ্টিত, টেসুফুলের সমান দেহধারী, এবং নৌকায়

উপর যেখানে, উচ্চ ধ্বজা নিহিত থাকে সেই স্থানে চড়িয়া কোন স্থানে চলিতে উৎসুক। চন্দ্রযুক্ত হইলে স্ত্রী ত্রয়াংশ।

(৩) সর্প বেষ্টিত দেহ, বস্ত্র বিহীন, বলপূর্ব্বক চুরি করিতে রত, এবং অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত। মঙ্গল যুক্ত হইলে পুরুষ ত্রয়াংশ।

এই ছত্রিশটি ত্রয়াংশ হয়। ইহাদিগকে প্রশ্নকালের লগ্ন হইতে জানিয়া, যে ত্রয়াংশের বর্ণাদি ঘটিবে, তাহাতে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে অমুক চোর।

প্রশ্ন লগ্ন হইতে যেদিকে নষ্টবস্তু নির্দ্ধারিত হয়, ঐদিকে চোরের ও বাস বলিতে হইবেক। ষট্‌পঞ্চাশিকা।

শ্লোক। অংশকাৎ জায়তে দ্রব্যং দ্রেকাণৈস্তস্করাস্মৃতাঃ।
রাশিভ্যঃ কাল দিগ্দেশো বয়োজাতিশ্চলগ্নপাৎ ॥ ১ ॥

প্রশ্ন লগ্নের নবাংশদ্বারা নষ্টদ্রব্যের, ত্রয়াংশদ্বারা চোরের, রাশিদ্বারা কাল দিক এবং দেশের, আর প্রশ্ন লগ্নের অধিপতি দ্বারা, বয়স এবং জাতির জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

এইরূপ চোরের বর্ণ, ও জাতি, দেশ, কালাদির, বিচার প্রণালী লিখিয়া পরে শেষ বিষয় লেখা যাইতেছে।

বারটি রাশির মধ্যে কোন কোন স্থান উক্ত বাররাশির বিহারার্থ তাহা বলা হইয়াছে, উদাহরণ যেমন মেষ রাশির বিহার ভূমি ক্ষেত্র অর্থাৎ যেখানে ছাগাদি পশু বিচরণ করে। বৃষভের বিহার ভূমি পশুশালা। মিথুনের নাট্য শালাই বিহার স্থল। কর্কটের বিহারক্ষেত্র জল। সিংহের বিহার স্থল অরণ্য। কন্যার বিহার ভূমি নৌকা। তুলার বিহার ভূমি স্বগৃহ। এইরূপ বিহার ভূমি, অর্থাৎ দেশ অবগত হইয়া চোরের স্থান সকল অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রশ্নলগ্নের স্বামীকে জানিয়া, পরে চোরের বয়স জানা উচিত, চন্দ্র এবং মঙ্গল যদি প্রশ্ন লগ্নের স্বামী হয়, তবে চোরের বয়স বার বৎসরের অনধিক, গুরু যদি প্রশ্ন লগ্নের স্বামী হয়, তবে চোরের বয়স ১৫ বৎসরের অনধিক জানিতে হইবেক। শুক্র প্রশ্ন লগ্নের স্বামী হইলে চোরের বয়স ৩০ বৎসরের ন্যূন, রবি প্রশ্ন লগ্নের স্বামী হইলে, ৭০ বৎসরের অনধিক এবং শনি হইলে ৮০ বৎসরের কম; এইরূপ নিয়মানুসারে চোরের বয়স জানা উচিত।

(রাহু এবং কেতুর আধিপত্য হয় না এই জন্য এই দুই গ্রহ লগ্নে থাকিলে শুভাশুভ ফলাদির কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না) এইরূপ নিয়মানুসারে লগ্নাধিপতি দ্বারা, জাতিকে ও নির্ণয় করা যায়, তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত লগ্ন বিচার দ্বারা প্রশ্ন বলা হইয়াছে এক্ষণে, স্বরদ্বারা প্রশ্ন নিরূপণ করিবার নিয়ম লেখা যাইতেছে।

স্বর।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে ১২ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন রাশি দ্বারা অপহৃত বস্তু কোন স্থানে আছে তাহা জানা যায়। যেরূপ ১ অবশিষ্ট থাকিলে স্বগৃহে, ২ অবশিষ্ট থাকিলে ক্ষেত্রে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে চৌমাথা বা তেমাথা রাস্তায়, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে পৃথিবীর নীচে, ৫ অবশিষ্ট থাকিলে পর্ব্বতে, ৬ অবশিষ্ট থাকিলে গহ্বরে, ৭ অবশিষ্ট থাকিলে পথে, ৮ থাকিলে অপরের গৃহে, ৯ থাকিলে পরগৃহ স্থিত, ১০ থাকিলে ঘরের উপর, ১১ থাকিলে তড়াগে এবং ১২ থাকিলে, কূপমধ্যে জানিতে হইবেক।

যেদিন কোন বস্তু অপহৃত হয় ঐ দিন হইতে, যেদিন প্রশ্ন হয়, সেই দিন পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে যে কয়েক দিন থাকে, তাহার সংখ্যাকে একত্র করিয়া ৯ দ্বারা ভাগ দিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে অপহৃত দ্রব্য আপন গৃহে, ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভূগর্ভে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে শিবালয়ে, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে অপরের গৃহে, এবং ০ থাকিলে চোরের নিকটই আছে জানিতে হইবে।

চর্য্যা।

প্রশ্নকারক যদি উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করে, তবে অপহৃত বস্তু উর্দ্ধ দেশে আছে, এবং নিম্নে দৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন করিলে পৃথিবীর ভিতর, ও সমভাবে চাহিয়া প্রশ্ন কবিলে অপর কোন ব্যক্তির নিকট অপহৃত বস্তু আছে জানিতে হইবেক।

মূলচিন্তাধ্যায়।

মূল শব্দের অর্থ স্থাবর অর্থাৎ গতিহীন, যেমন বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা ইত্যাদি;

ইহাদের জ্ঞান ও উপরোক্ত নিয়মানুসারে স্থির করা যাইতে পারে, অর্থাৎ লগ্ন, স্বর, ও চর্য্যা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। তথাপি মহর্ষিদিগের মতানুসারে, এই ত্রিবিধ চিন্তা বিশিষ্ট সমুদয় বিষয়কে লিখিয়া পরে এই অধ্যায় সমাপ্ত করা যাইবে।

লগ্ন।

প্রশ্নলগ্ন হইতে ভুক্ত নবাংশে যদি ২, ৫, ৮, রাশি হয়, তাহা হইলে মূল-চিন্তা, পরন্তু রাশিজ্ঞান দ্বারা জীব চিন্তা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

যদি কোন একটি গ্রহ অপর গ্রহের নবাংশে থাকিয়া, আর একটি গ্রহের নবাংশ প্রাপ্ত লগ্ন, পঞ্চম নবম কোণে স্থিত গ্রহ সকলের অথবা লগ্ন, পঞ্চম, নবমের একটিকে দেখিতে থাকে, তবে জীব চিন্তা জানিতে হইবেক।

স্বর।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে একত্রিত করিয়া ৩ দ্বারা ভাগ দিলে যদি (০) অব-শিষ্ট থাকে, তবে মূলচিন্তা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

চর্য্যা।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিবার সময় মস্তক স্পর্শ করিলে বৃক্ষ বিষয়ক প্রশ্ন বুঝিতে হইবে। যদি উদর স্পর্শ করে, তবে গুল্ম বিষয়ক, বাহুস্পর্শে লতাবিষয়ক এবং পদদ্বয় স্পর্শ করিলে কন্দ ও মূলবিষয়ক প্রশ্ন জানিতে হইবে।

বিশেষ চিন্তা।

প্রশ্নলগ্ন মেষ হইলে মনুষ্য বিষয়ক প্রশ্ন, বৃষ হইলে পশু বিষয়ক, মিথুন হইলে গর্ভবিষয়ক, কর্কট হইলে ব্যবহারিক বা মোকর্দ্দমা বিষয়ক, সিংহ হইলে রাজকীয়, কন্যা হইলে কন্যাবিষয়ক, তুলা হইলে ধাতু বিষয়ক, বৃশ্চিক হইলে ব্যাধি বিষয়ক, ধনু হইলে দ্রব্য বিষয়ক, মকর হইলে মানস বিষয়ক,

কুম্ভ হইলে সাংসারিক বিষয়ক, মীন হইলে যাত্রা বিষয়ক প্রশ্ন, এই সমুদয় রাশিদ্বারা প্রশ্ন কর্ত্তাকে জানিতে হইবেক।

"বৃহল্লম্পাকা জিনেন্দ্র মালা" গ্রন্থোক্ত জীব, ধাতু, মূলবিষয়ক প্রশ্ন প্রত্যেক সূর্য্য গ্রহাদির অনুকূল হইলে যাহা হয়, তাহা বলা হইয়াছে, উহাদের প্রশ্নজ্ঞান প্রয়োজনের নিমিত্ত আমরা এখানে লিখিতেছি।

সূর্য্য
- জীব—অশ্ব, গর্দ্দভ ইত্যাদি।
- ধাতু—কাংস্য, পাষাণ, সূর্য্যকান্ত ইত্যাদি।
- মূল—এলাচি, নারিকেল, সুপারী, জায়ফল ইত্যাদি।

চন্দ্র
- জীব—গো, মহিষ ইত্যাদি।
- ধাতু—সীসা, চন্দ্রকান্ত, মুক্তা ইত্যাদি।
- মূল—ফুল, কেশর, নাগেশ্বর ইত্যাদি।

মঙ্গল
- জীব—ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি।
- ধাতু—তাম্র, প্রবাল ইত্যাদি।
- মূল—বাবলা, ভূর্জ্জপত্র।

বুধ
- জীব—পক্ষী ইত্যাদি।
- ধাতু—রাং, সোহাগা, মরকত, ধূলী ইত্যাদি।
- মূল—জয়িত্রী, নীল, দোনা, অহিফেন, কাগজ ইত্যাদি।

গুরু
- জীব—মনুষ্য, হস্তী, বানর ইত্যাদি।
- ধাতু—স্বর্ণ, পদ্মরাগ বালুকা ইত্যাদি।
- মূল—স্তম্ভ, ঔষধীবিশেষ, পিপুলবৃক্ষ ইত্যাদি।

শুক্র
- জীব—নারী জন।
- ধাতু—রৌপ্য, বৈদুর্য্য, দশাঙ্গ ইত্যাদি।
- মূল—ফল, চিনী ইত্যাদি।

শনি
- জীব—বিছা, সর্প, গোজর ইত্যাদি।
- ধাতু—লৌহ, নীলম্ কৃষ্ণমৃত্তিকা ইত্যাদি।
- মূল—শিকড়, ছাল, ফল, মুলা ইত্যাদি।

প্রশ্নলগ্নস্থিত গ্রহ সকলের বলাবল বিচার, জীব, ধাতু, ও মূলবিষয়ক প্রশ্নের নির্ণয় করিয়া ফলাফল বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান প্রদীপিকাতে উক্ত।

কুজার্কি চন্দ্রভুজগা ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মূলৌ ভৃগুদিনাধীশৌ জীবৌ ধিষণ সোমজৈ ॥ ১ ॥

মঙ্গল, শনি, চন্দ্র এবং রাহু ইহঁারা ধাতু গ্রহ, শুক্র, সূর্য্য, ইহারা মূলগ্রহ, গুরু এবং বুধ ইহারা জীবগ্রহ, হয়। এক্ষণে প্রশ্নলগ্নের উপর, প্রশ্নলগ্নাধিপতি হইতে অথবা অপর গ্রহের সংযোগ হইতে, অথবা উহার উপর অপর গ্রহের দৃষ্টি দ্বারা নিশ্চিত বস্তুর বোধ করিতে হইবে।

সামুদায়িক ফল কথন।

প্রশ্নলগ্নে যদি মেষ, সিংহ অথবা ধনু থাকে, তবে কার্য্য বিলম্বে ঘটিবার সম্ভাবনা। কর্কট, বৃশ্চিক ও মকর থাকিলে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই জানিতে হইবে। বৃষভ তুলা ও কুম্ভ থাকিলে উত্তমরূপে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা জানিবে। মিথুন, কন্যা, এবং মীন থাকিলে শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি হইবে জানিতে হইবে।

প্রশ্নলগ্নকে অথবা চন্দ্রমাকে শুভগ্রহ গুরু, বুধ, শুক্র দেখিতে থাকিলে শুভ ফল হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নাধিপতি যদি ১, ৪, ৭, ১০ স্থানে থাকে এবং উহার উপর গুরু শুক্র ও পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে, তবে শুভ ফল, অথবা যদি প্রশ্নলগ্নাধিপতি লাভ স্থানে অবস্থিতি করে, কিম্বা কার্য্য স্থানাধিপতি কেন্দ্র ১, ৪, ৭, ১০, স্থানে থাকে এবং বৃহস্পতি দ্বারা যদি দৃষ্ট হয়, তবে মনোরথ নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে।

প্রশ্নলগ্নের কেন্দ্র এবং ত্রিকোণের কোন এক স্থানে শনি থাকে অথবা বারটি শুভগ্রহের কোন একটি থাকে ও প্রশ্নলগ্নে রাহু ও মঙ্গল থাকে, তবে নিশ্চয় কার্য্য হানি ঘটিবে জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত দগ্ধ চর্য্যাতে প্রশ্ন হইলে, ১ বৎসরের মধ্যে, অভিধূমিত চর্য্যাতে ১ মাসের মধ্যে, আলিঙ্গিত চর্য্যাতে ১ দিনের মধ্যে ফল সিদ্ধ হইবে, জানিতে হইবে।

প্রশ্নজ্ঞানের নিমিত্ত এই সমুদয় রীতি বলা হইল। এক্ষণে আপনারা, যখন

লগ্ন, স্বর, চর্য্যা ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন বিষয়ের কল্পনা করিবেন, তখন বিচার করিতে হইবে, যে এই তিনটিতে পরস্পর কোন প্রকার বৈপরীত্য নাই। পরন্তু যে নিয়ম, বিবেচনা দ্বারা ফলীভুত বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা দ্বারা প্রশ্নকে অবগত হও; যেরূপ জন্মচক্র দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলা গিয়া থাকে, সেইরূপ প্রশ্নলগ্ন চক্রদ্বারা, বিশেষ বিচার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে রোগজ্ঞান প্রশ্ন এবং বৃষ্টি জ্ঞান প্রশ্ন লিখিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে।

রোগ প্রশ্ন।

যদি ব্যাধি পীড়িত মনুষ্য প্রশ্ন করে এবং ১, ৫, ৭, ৮ স্থানে গুরু, শুক্র, ও বুধ থাকে, অথবা অপর গ্রহ হইতে দেখে আর ৩, ৬, ৭, ১১ স্থানে চন্দ্র থাকে, তবে অতি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইবে। প্রশ্নলগ্ন যদি স্থির রাশি হয়, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী রোগ মুক্ত হইবে।

বৃষ্টিপ্রশ্ন।

যদি প্রশ্নলগ্নের ১, ২, ৩, ৪, ৭, ১০ স্থানে সম্পূর্ণ জলজনক রাশি কর্কট, মকর, মীন থাকে এবং উহা শুভগ্রহ গুরু, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র যুক্ত হয়, তবে বৃষ্টি শীঘ্র হইবে জানিতে হইবেক।

চান্দ্রমাসে ৭ম স্থানে শুক্র থাকিলে, এবং সূর্য্য হইতে ৭ম স্থানের উপর শনি থাকিলে, অথবা প্রশ্ন লগ্নের ৪র্থ ও ৮ম স্থানে শুক্র ও শনি ক্রমান্বয়ে থাকিলে, অথবা ২য়, ৩য় স্থানের উপর শুক্র ও শনি ক্রমান্বয়ে থাকিলে, শীঘ্র বৃষ্টি হইবে।

প্রশ্নলগ্নের ২য় কিম্বা ৩য় স্থানের উপর শুক্র এবং শনি এই দুইটি যদি একত্র মিলিত হইয়া থাকে, তবে ঐ দিন বৃষ্টি হইবে।

(এইরূপ কার্য্য যদি বর্ষাকালে বৃষ্টি না হয় আর প্রশ্ন করা হয়, তবে জানিতে হইবে, অন্য সময়ে প্রশ্ন করিলে হইবে না।)

নষ্ট কোষ্ঠী নির্ম্মাণ প্রকার।

যদি কোন ব্যক্তি নিজ জন্মকাল অজ্ঞাত থাকিয়া কোন জ্যোতির্বেত্তার নিকট নিজের নিমিত্ত অথবা কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রশ্ন করে, তবে জন্ম কুণ্ডলী অগ্রে প্রশ্নলগ্ন দ্বারা জানিয়া পরে তাহার ফলাফল বলা কর্ত্তব্য।

হোরা চক্রে নিবদ্ধ রাশি সকলের উপর সূর্য্য ১ মাস, বুধ এবং শুক্র ১ মাসের কিছুকম মঙ্গল দেড় মাস, গুরু ১ বৎসর, শনি ২।। আড়াই বৎসর, চন্দ্র সওয়া দুইদিন, রাহু এবং কেতু প্রত্যেকে দেড় বৎসর অবস্থিতি করিয়া থাকে। রবি ১ বৎসরে, বুধ ও শুক্র একবৎসরের কিছুকম, মঙ্গল দেড়বৎসরে, গুরু বারবৎসরে, শনি ৩০ বৎসরে, চন্দ্র সাতাইশ দিনে, এবং রাহু ও কেতু আঠার বৎসরে রাশিচক্র একবার আবর্ত্তন করিয়া আসে (রাহু ও কেতুর গতি বিপরীত দিকে) প্রত্যেক রাশির ৯ পাদ এবং প্রত্যেক পাদ ৩ অংশ ২০ কলা হইতেছে। এইরূপে একরাশি ৩০ অংশ হয় (একরাশি ত্রিশ অংশ প্রত্যেক অংশে ৬০ কলা হয়। আবার প্রত্যেক কলা ৬০ বিকলা হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রের বিভাগ করা হইয়াছে) এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্য কিম্বা অপর কোন গ্রহ, কত পরিমিত সময় এক রাশিতে থাকে, সেই অনুযায়ী একদিনে কত কলা অথবা বিকলা দূর হইয়া থাকে তাহা জানিতে হইবে।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত।

বক্রাঽনুবক্রা কুটিলা মন্দামন্দতরা সমা।
শীঘ্রাঽতিশীঘ্রা বিজ্ঞেয়া গ্রহাণামষ্টধাগতিঃ ॥ ১ ॥

সূর্য্যাদি গ্রহ সকলের বক্র, অনুবক্র, কুটীল, মন্দ, মন্দতর, সম শীঘ্র, অতি শীঘ্র এই আট প্রকার গতি বলা হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কলা বিকলাদি ভেদ দ্বারা মধ্যগতি ও কল্পনা করিয়া লইতে হয়।

প্রশ্নরাশির হোরা চক্রের তৃতীয়াংশানুসারে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মরাশি এবং জন্মকালীন গ্রহস্থিতি অয়নাদি কাল জানিতে হয়।

প্রশ্নকুণ্ডলীতে বা প্রশ্নচক্রকে ভাগ কারিয়া রাশি সকলকে দুইভাগ করিলে, যদি প্রথম ভাগে প্রশ্ন করা যায়, তবে সূর্য্য উত্তরায়ণ আসিলে, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ ও মিথুনের সূর্য্যে জন্ম, আর দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণায়ণে জন্ম বুঝিতে হইবেক।

এইরূপ প্রশ্নচক্রকে তিনভাগ করিয়া প্রথমভাগে প্রশ্ন হইলে, ঐ রাশি বৃহস্পতি যুক্ত, দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্ন হইলে, উহাহইতে পঞ্চম রাশি বৃহস্পতি-যুক্ত, এবং তৃতীয় ভাগে প্রশ্ন হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার নবম রাশি বৃহস্পতি যুক্ত বুঝিতে হইবেক।

যদি প্রশ্নলগ্নে সূর্য্য অবস্থিতি করে, তবে গ্রীষ্মঋতু, চন্দ্র থাকিলে বর্ষা, বুধ থাকিলে শরৎ, গুরু থাকিলে হেমন্ত, শুক্র থাকিলে বসন্ত, শনি থাকিলে শিশির এবং কুজ থাকিলে ও গ্রীষ্ম ঋতু প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকাল ইহা বুঝিতে হইবে।

প্রশ্নলগ্নে যদি দুই বা তিনগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে তাহাদের মধ্যে যেটি বলবান হইবে, তদনুযায়ী প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকালের ঋতু হইবেক।

প্রশ্নলগ্নে যদি কোন গ্রহ না থাকে, তবে তৃতীয়াংশাধিপতি দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকালের ঋতু জানিতে হইবেক।

মাস নির্ণয়।—প্রশ্নলগ্নকে ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ ৩০০ কলা হয়, প্রশ্ন কালের ১, ৩, ৫ ভাগের কোন এক ভাগে প্রশ্ন হইলে, কোন এক ঋতুর ১ম মাসে, ২, ৪, ৬ ভাগের কোন একভাগে প্রশ্ন হইলে ঋতুর দ্বিতীয় মাসে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম জানিতে হইবেক।

তিথি নির্ণয়।—প্রশ্নচক্রের রাশি সকলের ছয় ভাগ ৩০০ কলা হয়, ইহাকে ৩০ ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ ১০ কলা হইবে। এক্ষণে যে ভাগে প্রশ্ন করা হইয়াছে; ঐ তিথি জানিতে হইবে। (তিথি গণনা শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে হইয়া থাকে)।

দিনরাত্রি নির্ণয়।—প্রশ্নলগ্নে যদি রাত্রি বলী মেষ, বৃষভ, মিথুন, কর্কট, ধনু, মকর, ইহাদের কোন একটি রাশি থাকে, তবে দিবাভাগে, এবং দিবা বলী রাশি সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক কুম্ভ, মীন ইহাদের কোন একটি রাশি থাকে, তবে প্রশ্নকর্ত্তার রাত্রিকালে জন্ম হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

দণ্ডপল ইত্যাদি নির্ণয়।—যদি রাত্রিকালে জন্ম স্থিরহয়, তবে যেদিন প্রশ্ন করা যায়, তবে ঐ দিনের গত সূর্য্য অংশকে বর্ত্তমান সমস্ত দিবাভাগের দণ্ডদ্বারা গুণন করিয়া যাহা হয়, উহাতে বর্ত্তমান সমস্ত রাশির দণ্ড সংখ্যাকে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে ঐ সময়ই নিশ্বাশিত মাসাদির সূর্য্যাস্তের পর জন্মসময় বুঝিতে হইবে। আর যদি দিবাভাগে জন্ম নির্দ্ধারিত হয়, তবে ইহার বিপরীত। অপর সমস্ত ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার কেবল বর্ত্তমান রাত্রিভাগের দণ্ডকে ভাগ দিলে যাহা শেষ থাকে, সূর্য্যোদয়ের পর ঐ সময় জানিতে হইবে। (দণ্ডের পরিমাণ সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের অন্তর্গত সময় দিন দণ্ডের পরিমাণ,

এবং সূর্য্যাস্তের পর হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রাত্রি কালের দণ্ডের পরিমাণ হয়)।

প্রশ্নলগ্নচক্রে যে স্থানে চন্দ্র থাকিবে, নষ্ট কুণ্ডলীর ঐ ঘরে চন্দ্র থাকিবে ইহা তোমার জানা উচিত।

প্রশ্নলগ্নের জন্মলগ্ন ত্রয়াংশ অথবা নবাংশ বাহির করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে (জন্মলগ্ন ও জন্মরাশি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয় ; জন্মলগ্ন ; যে সময় জন্ম হয়, তাহাকে জন্মলগ্ন বলে, ও যে রাশির উপর চন্দ্র থাকে, উহাকে জন্মরাশি বলা গিয়া থাকে।

(১) প্রশ্ন লগ্নের যে ত্রয়াংশে প্রশ্ন হইয়াছে, ঐ ত্রয়াংশ হইতে, যে ত্রয়াংশে সূর্য্য থাকে, ঐ পর্য্যন্ত গণিলে যে পরিমিত গৃহ সংখ্যা হইবে, ঐ সংখ্যার রাশিকে জন্ম লগ্ন জানিতে হইবে।

প্রশ্ন লগ্নের ত্রয়াংশ সংখ্যার মধ্যে প্রশ্ন লগ্নের যে ত্রয়াংশে সূর্য্য থাকে (উহা যদি ১২ হইতে অধিক হয় তবে) উহাকে ১২ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহাই জন্ম লগ্ন জানিতে হইবে।

(২) এক রাশির তিন অংশ এবং ১৮০০ কলাপরিমিত হইতেছে, ইহা দ্বারা প্রত্যেক অংশ ৬০০ কলা হইতেছে। প্রশ্ন লগ্নে নবাংশ লগ্ন থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ষড়্ বর্গের নিয়মানুসারে জন্ম লগ্ন জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। (ষড়বর্গের লক্ষণ জ্যোতিষাধ্যায়ের ২য় অধ্যায় দেখ)।

গুরু ১ বৎসরে রাশি চক্রকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, এই জন্য বর্ষাদি ক্রমের জ্ঞান জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। প্রশ্ন কর্ত্তার নিজ রূপ অনুসারে ও বর্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

(আর বৃহস্পতির রাশি সকলের উপর গতি ও প্রশ্ন কর্ত্তার নিরীক্ষণ আদি নিজ রূপ দ্বারা বুঝা যায়)

এই রূপ নিয়মানুসারে প্রশ্ন লগ্ন দ্বারা জন্ম কালীন লগ্ন, বর্ষ, মাস, তিথ্যাদি নির্ণয় করা উচিত। পরে এই অবসরে ইহাদের জন্ম লগ্ন নির্ণয় প্রকার বলা যাইতেছে।

স্বর।

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যা সমষ্টিকে বর্ষ—ঋতু, মাস, তিথি, বার পরিমাণ প্রভৃতির

প্রত্যেক সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের অনুকূল সেই সেই বিষয়কে কল্পনা করিয়া, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ষ ৬০, ঋতু ৬, মাস ১২, পক্ষ ২, তিথি ৩০, লগ্ন ১২ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন সময়কে জানিয়া, সেই সময়ের, রাশিচক্র নির্ম্মাণ করিয়া, তদনুরূপ গ্রহবর্গ হইতে জাতকের ফল জানিতে হইবে। এই সমুদয় জ্যোতিষ প্রকরণে কথিত হইয়াছে।

গোচরফলাধ্যায়।

সূর্য্যাদি নবগ্রহ চিরকালই দ্বাদশ রাশির উপর আবর্ত্তন করিয়া থাকে, উহার গতি দ্বারাই রাত্রি দিন হইয়া থাকে, আর ঐ গ্রহসকলের মধ্যে এক গ্রহ এক রাশি হইতে যখন দ্বিতীয় রাশিতে গমন করে, তখন ঐ রাশি সকলের প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্যের হানি ও লাভের সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে। এই জগতে রাশি ভেদ দ্বারা গ্রহ সকলের প্রভাব শুভ বা অশুভ হইয়া থাকে। তাহা দুই প্রকারে জানিতে হইবে। (১) চক্রমধ্যে জন্মকালে যে গ্রহের স্থিতি হয়, সেই অনুযায়ী যোগ, আয়ুর্ব্বল, দশাদি জাতকের হইয়া থাকে। (২) প্রশ্ন কালীন কুণ্ডলী বা চক্রে যে প্রকার গ্রহের স্থিতি হয়, তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত ফল স্থির করিয়া বুঝিতে হইবে। এই সব গোচর ফল শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত গোচর ফল জন্মক্ষেত্র দ্বারা রাশি নির্ণয় করিয়া, অথবা নাম নক্ষত্র দ্বারা রাশি স্থির করিয়া, সেই অনুসারে প্রশ্ন কালের চক্র অঙ্কিত কর এবং ঐ রাশি হইতে ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। জন্ম কালে যে নক্ষত্রের চন্দ্র হয়, ঐ নক্ষত্র দ্বারা রাশি স্থির করিলে, এই রাশিই জন্ম রাশি হইবে। সেই অনুযায়ী চক্র অঙ্কিত করিয়া তদুপরি গ্রহ সকল স্থাপন করত ফলাফল বলিতে হইবে।

জন্ম নক্ষত্র যদি অজ্ঞাত হয়, তবে নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা রাশি জানিয়া নক্ষত্র স্থির করিতে হইবে।

নাম নক্ষত্র বিবরণ।

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ।	পাদ	
মেষ	চু	চে	চো	লা	...	অশ্বিনী।
	লী	লু	লে	লো	...	ভরণী।
	আ	,,	,,	,,	...	কৃত্তিকা।

	,,	ঈ	উ	এ	… কৃত্তিকা।
বৃষ	ও	বা	বী	বূ	… রোহিণী।
	বে	বো	,,	,,	… মৃগশিরা।
	,,	,,	কা	কী	…
মিথুন	কূ	ঘ	ঙ	ছ	… আর্দ্রা।
	কে	কো	হা	,,	… পুনর্ব্বসু
	,,	,,	,,	হী	…
কর্কট	হূ	হে	হো	ডা	… পুষ্যা।
	ডী	ডূ	ডে	ডো	… অশ্লেষা।
	মা	মী	মূ	মে	… মঘা।
সিংহ	মো	টা	টি	টূ	… পূর্ব্বাফল্গুনী।
	টে	,,	,,	,,	উত্তরাফল্গুনী।
	,,	টো	পা	পী	
কন্যা	পূ	ষা	ণা	ঠা	… হস্তা
	পে	পো	,,	,,	চিত্রা।
	,,	,,	রা	রী	
তুলা	রূ	রে	রো	তা	… স্বাতী।
	তী	তূ	তে	,,	বিশাখা
	,,	,,	,,	তো	
বৃশ্চিক	না	নী	নূ	নে	… অনুরাধা।
	নো	যা	যী	যূ	… জ্যেষ্ঠা।
	যে	যো	ভা	ভী	… মূলা।
ধনু	বু	ধা	ফ	ঢা	… পূর্ব্বাষাঢ়া।
	ভে	,,	,,	,,	উত্তরাষাঢ়া।
	,,	ভো	জা	জী	
মকর	খা	খী	খূ	খে	… শ্রবণা।
	গা	গী	,,	,,	ধনিষ্ঠা।
	,,	,,	গু	গে	
কুম্ভ	গো	সা	সী	সূ	… শতভিষা।
	সে	সো	দা		পূর্ব্বাভাদ্রপদা।

	,,	,,	,,	দী	...	পূর্ব্বাভাদ্রপদা।
মীন	দূ	জ্ঞা	ঝা	থা	...	উত্তরভাদ্রপদা।
	দে	দো	চা	চী	...	রেবতী।

পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র সকলের পাদ সংখ্যা দ্বারা লোক সকলের নাম এবং রাশির নির্দ্ধারণ করিয়া, ঐ রাশিকে দৃঢ় কারক এই নাম রাশি দ্বারা ইষ্ট চক্র লিখিতে হইবে। এক্ষণে গ্রহ সকলের দ্বাদশ রাশির ফল নিম্নে লেখা যাইতেছে।

লগ্ন স্থানে—সূর্য্য যদি লগ্নে অবস্থিতি করে, তবে স্বস্থান হইতে অন্যদীয় স্থানে গমন শীল, চন্দ্র দ্বারা উত্তম ভোজন, মঙ্গল দ্বারা দুঃখ, বুধ দ্বারা বন্ধুহীন, গুরু দ্বারা দেশত্যাগ, শুক্র দ্বারা শরীর সৌখ্য, শনি দ্বারা উপদ্রুত এবং রাহু ও কেতু দ্বারা ভয় হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়স্থানে।—রবিদ্বারা ভয়, চন্দ্র দ্বারা দ্রব্যাভাব, ভৌমদ্বারা দ্রব্যনাশ, বুধদ্বারা লাভ, গুরুদ্বারা লাভ, শুক্রদ্বারা ভূষণ প্রাপ্তি সম্ভাবনা, শনি হইতে বিপত্তি, রাহু ও কেতু হইতে বচসা লাভ হয়।

তৃতীয় স্থানে। রবি হইতে সম্পদ, চন্দ্র দ্বারা দ্রব্যলাভ, মঙ্গল হইতে সৌভাগ্য, বুধ হইতে বৈর, গুরু হইতে কার্য্য ভঙ্গ, শুক্র হইতে আয়ু, শনি হইতে সম্পত্তি, রাহু ও কেতু হইতে সৌভাগ্য লাভ হয়।

চতুর্থ স্থানে। রবি হইতে অপমান, চন্দ্র হইতে রোগ, মঙ্গল হইতে শত্রু পীড়া, বুধ হইতে শত্রু নাশ, গুরু হইতে দ্রব্যনাশ, শুক্র হইতে ভোগ, শনি হইতে ব্যাধি, রাহু ও কেতু হইতে মান হানি হইয়া থাকে।

পঞ্চম স্থানে। রবি হইতে ভয়, চন্দ্র হইতে কার্য্য ভঙ্গ, কুজ হইতে শত্রু ভয়, বুধ হইতে দারিদ্র, গুরু হইতে সম্পদ, শুক্র হইতে পুত্রলাভ, শনি হইতে পুত্রনাশ, এবং রাহু ও কেতু হইতে দ্রব্যনাশ হয়।

ষষ্ঠ স্থানে। রবি হইতে পুত্রক্ষয়, চন্দ্র হইতে দ্রব্যলাভ, মঙ্গল হইতে ধনলাভ, বুধ হইতে ভূষণ লাভ, গুরু হইতে ব্যসন, শুক্র হইতে অপমান, শনি হইতে সম্পদ্ এবং রাহু ও কেতু হইতে সুখ লাভ হয়।

সপ্তম স্থানে। রবিদ্বারাব্যসন, চন্দ্র হইতে প্রাণহানি, মঙ্গল হইতে শত্রু ভয়, বুধ হইতে সন্তোষ, গুরু হইতে দ্রব্যনাশ, শুক্র হইতে লাভ, শনি হইতে মরণ, এবং রাহু ও কেতু হইতে চৌর ভয় জন্মিয়া থাকে।

নবম স্থানে। রবিদ্বারা ব্যসন, চন্দ্র হইতে রাজ ক্রোধ, মঙ্গল হইতে দ্রব্যনাশ, বুধ হইতে দ্রব্যনাশ, গুরু হইতে লাভ, শুক্র হইতে ধন ধান্য সমৃদ্ধি, শনি হইতে চৌর ভয়, এবং রাহু ও কেতু হইতে শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশম স্থানে। রবি হইতে কার্য্য সাফল্য, চন্দ্র হইতে সুখ, মঙ্গল হইতে দুঃখনাশ, বুধ হইতে সন্তোষ, গুরু হইতে মনঃপীড়া, শুক্র হইতে সন্তোষ, শনি হইতে অবরোধন এবং রাহু ও কেতু হইতে দ্রব্যনাশ ঘটিয়া থাকে।

একাদশ স্থানে। রবি হইতে দ্রব্য লাভ, চন্দ্র হইতে সুখ, মঙ্গল হইতে ভূমি লাভ, বুধ হইতে সন্তোষ, গুরু হইতে বিদ্যালাভ, শুক্র হইতে কলত্র সৌখ্য, শনি হইতে দ্রব্য লাভ এবং রাহু ও কেতু হইতে সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ স্থানে। রবি হইতে দ্রব্য নাশ, চন্দ্র হইতে ব্যয়, মঙ্গল হইতে ক্রূরকর্ম্মা, বুধ হইতে নাশ, গুরু হইতে পুত্রব্যয়, অর্থনাশ, শুক্র হইতে সন্তোষ, শনি হইতে ব্যয়, এবং রাহু ও কেতু হইতে প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে।

এই প্রকার লগ্নস্থ গ্রহ সকলের অবস্থিতি স্থান দেখিয়া ফলাফল ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়, পরন্তু একাদশঃস্থানে সর্ব্বগ্রহ শুভফল দিয়া থাকে। সূর্য্য ৩, ৬, ১০ স্থানে, চন্দ্র ১, ৩, ৬, ৭, ১০ স্থানে, শুক্র ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১১, ১২ স্থানে, শনি, কুজ, রাহু বা কেতু ৩, ৬ স্থানে থাকিলে শুভ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহার বিপরীত অর্থাৎ অপর স্থানে থাকিলে অশুভ ফল দেয় জানিতে হইবেক।

স্বরশাস্ত্র।

স্বরে ভবেদ্বেদ শাস্ত্রং স্বরে গান্ধর্ব মুত্তমম্।
স্বরেচ বর্ত্ততে লোকঃ স্বরমাত্মানুরূপকম্॥ ১॥

এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে স্বর হইতে ঋক্ যজু সামাদি বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, এবং স্বর হইতে গান্ধর্ব্যাদি সঙ্গীত বিদ্যা ও স্বর হইতেই তল, অতল, বিতল, রসাতল, পাতাল আদি চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, আরও কথিত আছে স্বরই আত্মার স্বরূপ, কিন্তু বৈদান্তিকদিগের মতে ইহাকে পরব্রহ্ম এবং (হংস) ইত্যাদি বীজরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শ্রুতি "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব সতপোতপ্যত সতপস্তপ্তে" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য দ্বারা পরব্রহ্ম "হংস"ই উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় এই তিনের কারণ হন। এই হংস ইহাদিগের (হ) প্রকাশক, অং ইহার অর্থ সৃষ্টি, ইহার সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি বুঝায়, আর ঐ প্রণব বিন্দু (হ) চিৎকলার প্রথম বিদ্যমান রহিয়াছে। আর প্রণব বিন্দু চিৎকলা হইতে সৃষ্টিক্রম এবং পরে উহা সৃষ্টির আধার হইতেছে। "হ" প্রণব বিন্দু চিৎকলার আধার হইলে, ইহা সৃষ্টির আধার হইয়া পরব্রহ্ম হইতেছে, "স" কার, সূক্ষ্ম, স্থূল, কারণ শরীর, তিন প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, সত্ব, রজ, তমগুণ, ইহার আধার ভূত প্রকৃতি স্বরূপ হইতেছে। শ্বাসের উচ্চগতি এবং নীচ গতি দ্বারা বর্ণের যে উচ্চারণ ভেদ, উহাকে সামান্য লোকে শ্বাস বলিয়া থাকে। এই শ্বাস ২ দুই প্রকার, ১ম উচ্ছ্বাস, যাহা টানিয়া লওয়া যায়, ২য় নীচ শ্বাস অর্থাৎ যাহা পরিত্যাগ করা যায়; একবার শ্বাস গ্রহণ, ও পরিত্যাগকে প্রাণ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ছয় প্রাণে একপল, ৬০ পলে ১ দণ্ড, ৬০ দণ্ডে ১ দিন রাত্রি হয়। এক রাত্রি দিনে ৬ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০ শ্বাস হইয়া থাকে। ইংরাজী সময় গণনা অনুসারে একদিন রাত্রির মধ্যে ৮৬৪০০ সেকেণ্ড, সুতরাং ২১৬০০ শ্বাস, ৮৬৪০০ সেকেণ্ড

অতএব ১ শ্বাস ৪ সেকেণ্ড সময়ে সমাপ্ত হইয়া থাকে। আর ১৫ শ্বাসে ১ মিনিট ইহা ইংরাজী ডাক্তার দ্বারা নিবদ্ধ সময়ানুসারে বলা হইল। এই স্বর যদি ও সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তথাপি মনুষ্য শরীরই উক্ত স্বরের আধার ভূত হয়। এই মাংস পিণ্ডময় শরীর যেরূপ স্ত্রী পুরুষের সংযোগদ্বারা স্ত্রীর গর্ভাশয়কে প্রাপ্ত হইয়া কঠিন এবং বর্দ্ধিত হয়; কিরূপে স্ত্রীলোকের গর্ভে পিণ্ডাকারে অবস্থিতি করে; কিরূপে স্ত্রী পুরুষাদির আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা বৈদ্যক গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবেক। এক্ষণে পরব্রহ্ম জগৎ নির্ম্মাণের, ইচ্ছা করিলে তিনি স্বয়ং মায়া সম্বলিত হইয়া জীবরূপ ধারী, সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবভূত, সূক্ষ্মশরীর, এবং পঞ্চীকৃত শরীর, শ্রোত্র, ত্বক, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু, রসনা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাক, পানি, পায়ু, পাদ, ও উপস্থ ইত্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইত্যাদি পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার আদি মন চতুষ্টয়, এই সকল সংযুক্ত ক্রমশ উৎপন্ন, স্থূলশরীর, পঞ্চী করণ মার্গ ইত্যাদি বিষয় বেদান্তের সহিত বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট থাকাতে এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না।

বেদান্ত শাস্ত্র এবং স্বরশাস্ত্রে অধিক প্রভেদ নাই, ইহাতে অতি স্বল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং অল্পবিষয় ইহাদ্বারা জানা যায়, স্বরদ্বারা প্রাণের বোধ হইয়া থাকে এবং প্রাণও স্বরস্বরূপ। ঐ প্রাণ স্বরূপ স্বরের গতি নির্ণয় ভেদ দ্বারা ফলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে স্বর শাস্ত্র কহে।

এক্ষণে যে শাস্ত্রে স্বরের (প্রাণ) বিষয় ও শ্বাস বিষয়ক ক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি যথাবৎ বলা হইয়াছে, এবং জীব ও ঈশ্বর উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাকে যোগ শাস্ত্র বলা যায়। যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস এবং স্বর ভেদ বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধুদিগের নিয়মানুসারে, বেদান্ত এবং স্বরশাস্ত্র বিশেষ রূপে অভ্যাস করিয়া যোগশাস্ত্র এবং স্বরশাস্ত্র এতদুভয়ের সম্বন্ধ অবগত হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা যোগ প্রকরণ লিখিয়া বিশেষ রূপে পরে লেখা যাইতেছে। আর যদি ইহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে যোগশাস্ত্রে দেখিতে হইবে।

স্বর, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভেদে তিনপ্রকার হইয়া থাকে। স্বরবিজ্ঞান

লিখিবার প্রথমেই এই বিষয়ের বিবরণ লেখা যাইবে; ইহাদের নাম, পরস্পরের সম্বন্ধ, অগ্রে তাহা লিখিয়া পরে উহাদের আকার, গতি ইত্যাদি বর্ণন করা যাইতেছে।

বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য শরীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞেয়, সহস্রার এই সাতটি কমল আছে, ইহাদের বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

মূলাধারং গুদস্থানং স্বাধিষ্ঠানস্তু মেহনম্।
নাভিস্তু মণিপূরাখ্যং হৃদয়াব্জমনাহতম্॥ ১॥
তালুমূলং বিশুদ্ধাখ্যমাজ্ঞাখ্যং নিটলাম্বুজম্।
সহস্রারং ব্রহ্মরন্ধ্র মিত্যাগমোবিদো বিদুঃ॥ ২॥
আধারস্তু চতুর্দ্দলোরুণ রুচির্বাসান্তি বর্ণাশ্রয়ঃ।
স্বাধিষ্ঠান মনেক বৈদ্যুত নিভং বালান্ত ষট্‌পত্রকম্॥
রত্নাভং মণিপূরকং দশদলং ডাদ্যং ফকারান্তকম্।
পত্রৈ র্দ্বাদশভি স্তুনাহত পুরী হৈমী কঠান্তান্বিতা॥ ৩॥
দ্রষ্টারং স্বর ষোড়শৈশ্চ সহিতং জ্যোতির্বিশুদ্ধাম্বুজম্।
হংক্ষেত্যক্ষর পদ্মপত্র যুগলং রত্নোপমাজ্ঞাপুরী॥
তস্মাদূর্দ্ধ মধোমুখী বিকসিতং পদ্মং সহস্রচ্ছদম্।
নিত্যানন্দ ময়া সদাশিবপুরী শক্তে নমশাশ্বতম্॥ ৪॥

মূলাধার নামক পদ্ম গুহ্যদেশে চতুর্দ্দল বিশিষ্ট, উহার প্রত্যেক দলে ক্রমান্বয়ে ব, শ, ষ, স, বর্ণ যুক্ত ও রক্তবর্ণ। স্বাধিষ্ঠান নামা পদ্ম মেহন স্থানে ছয়দল বিশিষ্ট, প্রত্যেক দলে ক্রমান্বয়ে ব, ভ, ম, য, র, ল, বর্ণ সংযুক্ত বিদ্যুতের আকার। মণিপূরক নামা পদ্ম নাভিস্থানে অবস্থিত, উহা দশদল যুক্ত পদ্ম, তাহার প্রত্যেক দলে ক্রমান্বয়ে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, বর্ণ যুক্ত ইহার কান্তি রত্ন সমান। অনাহত নামা পদ্ম দ্বাদশদল বিশিষ্ট হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যেক দলে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, বর্ণ সংযুক্ত এবং ইহার কান্তি হেমবর্ণ। বিশুদ্ধ নামা পদ্ম তালুমূলে ষোড়শ দল সংযুক্ত, প্রত্যেক দলে

ক্রমান্বয়ে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ অং অঃ এই ষোড়ষ বর্ণ সংযুক্ত শুদ্ধ ভাস্বর বর্ণ বিশিষ্ট। আজ্ঞা নামা পদ্ম মুখের মধ্যভাগে দুই দল বিশিষ্ট প্রত্যেক দলে ক্রমান্বয়ে হ, ক্ষ, বর্ণ সংযুক্ত, রত্নোপম। ইহার উপর সহস্রার নামক পদ্ম ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে, ও প্রস্ফুটিত, মুখ ও সহস্রদল বিশিষ্ট মধ্যভাগে ওঁকার নিত্যানন্দ স্বরূপে অবস্থিতি করেন, ইহা বেদান্ত গ্রন্থে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত আছে। তাহা দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

এই সপ্ত পদ্মের বিশেষ বিবরণ অভ্যাস এবং গুরুপদেশ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এই সমুদয় অবগত হইলে পর, কুণ্ডলী এবং কুণ্ডলী হইতে উৎপন্ন নাড়ী সকলকে অবগত হওয়া আবশ্যক।

নাভ্যধঃ কুণ্ডলী স্থানে ভুজঙ্গাকার নাড়িকা।
ঊর্দ্ধগা দশ নাড়্যস্তু দশৈবাধস্তুতাঃ স্থিতাঃ॥ ১॥

নাভির অধদেশে কুণ্ডলিনী স্থানকে আশ্রয় করিয়া সর্পাকার বিংশতি নাড়ী অবস্থিত আছে; উহাদের মধ্যে ১০টি ঊর্দ্ধমুখী, ও দশটি নিম্নমুখী, এই সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া অপর ৭২১০০ নাড়ী সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া জীবনের আধার ভূতা হইয়া আছে; (ইহাদিগকে নাড়ী কহে কারণ ইহা দ্বারা রক্তাদি ধাতুর গতি সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা রক্তাদির স্থান) পূর্ব্বোক্ত বিংশতি নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনটি মুখ্য অর্থাৎ প্রধান এবং গান্ধারী, হস্তি জিহ্বা, পুশলা, ভূষিতা, কুহকা, শংখিনী, এবং শারদা এই সাতটিকে প্রধান নাড়ী বলা যায়, ইহাদের স্থান ক্রমান্বয়ে এক হইয়া গিয়াছে। সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রের, পুশলা এবং ভূষিতা নেত্রদ্বয়ে, গান্ধারী ও হস্তি জিহ্বা কর্ণ পুটে, কুহকা মূল দ্বারে, শংখিনী উপস্থে, শারদা মুখে, ইড়া বাম পার্শ্বে, পিঙ্গলা দক্ষিণ পার্শ্বে, ইত্যাদি দিকে স্বস্ব স্থানে ঐ সকল নাড়ীর গতি হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ইড়া এবং পিঙ্গলা নামক নাড়ী বায়ুকে বহন করিয়া থাকে, এই বায়ুর নাম, স্থান এবং কার্য্য নিম্নলিখিত অনুসারে জানিতে হইবেক।

(১) প্রাণ, ইহা নাভি, মুখ, নাসিকা ও হৃদয়ে সঞ্চরণ করিয়া, শব্দোচ্চারণ, উচ্ছ্বাস, অধঃশ্বাস, কাশ ইত্যাদি কার্য্য কারী হয়।

(২) অপান। ইহা জানু, গুহ্যদেশ, উপস্থ, নাভি, জঙ্ঘা, এবং পদদ্বয়ে সঞ্চরণ করিয়া মল মূত্রাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

(৩) ব্যান। ইহা নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, গুল্‌ফ, নাসিকাদ্বয়ে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে কার্য্যকারী করে।

(৪) সমান। ইহা উদরস্থ নাভিস্থানে অবস্থিতি করিয়া, তাহার আধেয় ৭২১০০ নাড়ীতে রক্ত সঞ্চালন করিয়া থাকে।

(৫) উদান। ইহা শরীরের সকল সন্ধি স্থানে অবস্থিতি করিয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

(৬) ধনঞ্জয়। ইহা কণ্ঠে থাকিয়া শব্দোৎপত্তির কারক হয়।

(৭) নাগ। ইহা শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে।

(৮) দেবদত্ত। ইহা জৃম্ভাকারী হয়।

(৯) কৃকল। ইহা হিক্কাকারী হয়।

(১০) কূর্ম্ম। ইহা নেত্র উন্মীলন ও প্রমীলনাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

এক্ষণে ইড়া, পিঙ্গলা, এবং সুষুম্নানামক নাড়ীত্রয়ের লক্ষণ ইত্যাদি লিখিয়া পরে কালভেদ বলা যাইতেছে। স্বরের গতি, কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যেমন সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটে, স্বরও তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহা হইতে সূর্য্য সিদ্ধান্ত অনুসারে, এবং স্বরশাস্ত্রানুসারে কালের প্রভেদ নিম্নে নিরূপণ করা যাইতেছে।

কাল পরিমাণ।

৬ প্রাণে … … …	১ পল।
৬০ পলে … … …	১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে অথবা ২১৬০০ প্রাণে … …	১ দিবারাত্র।
৭ দিনে … … …	১ সপ্তাহ।
১৫ দিনে … … …	১ পক্ষ।
২ পক্ষে … … …	১ মাস।
২ মাস … … …	১ ঋতু।

২ ঋতুতে ... ... ১ অয়ন।

২ অয়নে ... ... ১ বৎসর।

৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩৫ সেকেণ্ড ... ১ বৎসর।

মনুষ্যের ১ মাসে পিতৃলোকের ১ দিন।

মনুষ্যের ১ বৎসরে ... দেবতার ১ দিন।

মনুষ্যের ৪৩২০০০ বৎসর ... কলিযুগের পরিমাণ।

মনুষ্যের ৩৩২০০০০ বৎসর ... ১ মহাযুগ।

৭১ মহাযুগে ... ... ১ মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর ... ... ব্রহ্মার ১ দিন।

১০০ মহাযুগে ... ... ১ কল্প।

২ কল্পে ... ... ব্রহ্মার ১ দিবারাত্র।

ব্রহ্মা এইরূপ দিবসের হিসাবে ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন।

ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে ... বিষ্ণুর ১ দিন।

এই দিনের হিসাবে বিষ্ণু ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন।

বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে ... মহাদেবের ১ দিন।

এই দিনের হিসাব অনুসারে মহাদেব বা রুদ্র ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন।

ব্রহ্মার ১ প্রলয়ে ... ... ১ কল্প।

বিষ্ণুর ১ প্রলয়ে ... ... ১ মহাকল্প।

রুদ্রের ১ প্রলয়ে ... ... ১ আদিকল্প।

ইহাদের সকলের প্রলয়ের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮ মহাযুগে কলিযুগ আরম্ভ হয়, ইহাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, প্রাণ, মনুষ্য পিতৃগণ, বা দেবগণ এই তিনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। মন, মন্বন্তর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সপ্তলোকের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা মনুষ্য সদৃশ অল্পকাল স্থায়ী না হইয়া চিরকালই বর্তমান থাকে। আর বিজ্ঞান ব্রহ্মকল্পের সহিত সম্বন্ধ ও আনন্দ পরব্রহ্ম, স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ হয়।

ইড়া, পিঙ্গলার লক্ষণ বিবরণ।

"বাম সোমাত্মাত্মকঃ প্রোক্তো দক্ষিণো রবি সম্মঃ" ইড়া বাম পার্শ্বে স্থিত, চন্দ্র স্বরূপ, স্থির প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, স্ত্রী স্বরূপা, রাত্রি সঞ্চারিণী, শুক্ল পক্ষের অধিপতি, ইহার বার, চন্দ্র, বুধ, শুক্র হন। দিক পূর্ব্ব ও উত্তর, স্বর শূল, শক্তি রূপা, উত্তরায়ণা, চন্দ্র রূপা, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বাফল্গুনী, উত্তরাফল্গুনী, শ্রবণা ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, রেবতী এবং চন্দ্র স্বর নক্ষত্র বুধ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, চন্দ্র স্বর, গ্রহ, চন্দ্র স্বর শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে তিন দিবস ব্যপ্ত হয়। ইহা সমাক্ষর প্রশ্ন হয়, এবং সমস্ত ইড়ার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে ; পৃথিবী, আপ, তেজ বায়ু, আকাশ ইহা ১, ১ দণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবী এবং আপ্ ইহা পূর্ণ তত্ত্ব হয়, এই সমস্তই চন্দ্র স্বর বা ইড়ার লক্ষণ।

পিঙ্গলা। দক্ষিণ পার্শ্বে চন্দ্র স্বরূপা, চর প্রকৃতি, শ্বেতবর্ণা, পুরুষাকৃতি, দিবা-বলী, কৃষ্ণপক্ষাধিপতি, রবি, মঙ্গল, শুক্র ইহার বার স্বর, পশ্চিম, দক্ষিণ দিগ্ শূল, শিবা স্বরূপা, দক্ষিণায়ণ সূর্য্য স্বরূপা, পূর্ব্বাফল্গুনী, উত্তরাফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, রোহিণী, শতভিষা, উত্তরাভাদ্র পদা এই কয় সূর্য্য স্বর নক্ষত্র, সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শনি, কুজ, রাহু ও কেতু ইহারা সূর্য্য স্বর গ্রহ, কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে তিন দিন বর্ত্তমান থাকে, আকাশ, তেজ, বায়ু ইহার পূর্ণ তত্ত্ব হয়। এই সমস্ত পিঙ্গলার লক্ষণ।

সুষুম্না। ইড়া ও পিঙ্গলার যোগকে সুষুম্না বলা যায়। যিনি ইহার চন্দ্র স্বর ও সূর্য্য স্বরকে উত্তম রূপে অবগত আছেন, কিম্বা সাধু রীতি অনুসারে অভ্যাস করিয়া থাকেন, তিনি ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্নার ভেদও জানিতে সক্ষম হয়েন। এই ইড়া ও পিঙ্গলা ক্রমশঃ বাম দিকে ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত নাসিকা পুট হইতে নিস্থত হইতে থাকে। ইহাদের গতির মান্দ্য বা বেগ, এই গতির ভেদদ্বয় দ্বারা স্থান ভেদ নিশ্চয় করিতে হয়। স্বর যদি উষ্ণ এবং দীর্ঘ হয়, তবে সূর্য্য স্বর ও শীতল এবং সূক্ষ্ম হইলে চন্দ্র স্বর জানিতে হইবে।

স্বরের গতি।

(১) ফলিত—নাসিকার অগ্রভাগ (পুট) স্পর্শ করিয়া যে স্ফুট নিশ্চয় করা যায়, তাহাকে ফলিত বলে। ইহা কার্য্য নাশ করিয়া থাকে।

(২) বক্র—ইহা বায়ু তত্ত্বে থাকিয়া, বায়ু বেগ দ্বারা ভুক্ত হইয়া, ভুক্তকে স্পর্শ করত উহা বক্র হয়। ইহা কার্য্য বৈষম্য ঘটাইয়া থাকে।

(৩) স্ফুটিত—শুভ তত্ত্ব মধ্যে থাকিয়া, শুভ তত্ত্ব অথবা এক তেজ তত্ত্বের সহিত নিস্বত হয়, উহাই স্ফুটিত, এবং উহাই শুভ তত্ত্বের সদৃশ শুভ ফল ও তেজ তত্ত্বের সহিত ক্রুর ফল দায়ী হইয়া থাকে।

(৪) স্খলিত (উপঘাতক) অকস্মাৎ বিদ্যুতের সমান গতি অবলম্বন করিয়া অবরুদ্ধ হয়, উহাকে স্খলিত (উপঘাত) বলে। ইহা কার্য্য নাশ করিয়া থাকে।

(৫) জ্বলিত—যে স্বর তেজস্তত্ত্বের সহিত অত্যন্ত বেগে বহির্গত হয়, উহাকে জ্বলিত বলে, ইহা কার্য্য হানি করিয়া থাকে। যদি উহা অতি তীক্ষ্ণ এবং উগ্র গতি বিশিষ্ট হয়, তবে অত্যগ্নি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহাতে যদি যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় তবে পরাজয় হয়।

(৬) ধ্বংসমান—প্রতিশ্যায়ক হইলে যে শ্বাস নিঃসৃত না হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া যায়, উহাকে ধ্বংসমান স্বর বলা যায়, ঐ স্বর কার্য্য হানিকারক হইয়া থাকে।

(৭) সুষুপ্ত—সুষুপ্তি অবস্থায় যে স্বর বহির্গত হয়, তাহার নাম সুষুপ্ত; ইহা নিষ্প্রয়োজন ও অশুভ প্রদ হইয়া থাকে।

(৮) অস্তময়—শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ব্রহ্মসমাধি বা মৃত্যু অবস্থায় হইয়া থাকে।

স্বরদ্বারা ফলাফল বলিবার সময় ১ম স্বরের গতিজ্ঞান, ও পরীক্ষাকরিয়া, তদনন্তর ফল কথন করিতে হয়। যদি শুভ স্বর এবং গতি শুভ হয়, তবে শুভফল হইয়া থাকে।

স্বরভেদ।

বালস্বর—যদি স্বর কোন সময়ে স্বস্ব ভাবকে উত্তমরূপে প্রকাশ করে, আর কোন সময়ে তাহা না হয়, তবে উহাকে বালস্বর বলে, ইহাতে কার্য্য বিলম্বে হইতে হইবে।

কুমার স্বর—ইহার লক্ষণ অতি উত্তম রূপ হয়। ইহাতে কার্য্য শুভ ও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজ স্বর—ইহা যদি পূর্ব্বোক্ত কুমার স্বরের ন্যায় হয়, তবে ইহার ফলে রাজ্য প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

বৃদ্ধস্বর—পূর্ণস্বর যদি খণ্ডিত লক্ষিত হয়, তবে বৃদ্ধস্বর বলা যায়; ইহাতে মিশ্রিত ফল লাভ হয়।

মৃতস্বর—কোনও স্বর কাল লক্ষণ না পাইলে বা শ্বাসের অভাবকে প্রাপ্ত হইলে মৃতস্বর বলা যায়; ইহাতে কার্য্য নাশ রূপ ফল লাভ হয়।

সংক্রম স্বর—কখন কখন ইড়া পথদ্বারা, কখন কখন পিঙ্গলা পথদ্বারা স্বর-নিঃসৃত হইয়া থাকে, ইহাতে কার্য্যনাশ সম্ভাবনা। যদি কিছুক্ষণ স্থির থাকে, তবে সুখ দুঃখ সমান। আর যদি ইহা সমস্ত দিন বরাবর চলে (সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) তবে অল্পমৃত্যু। ইহাতে যাত্রা বিহিত নহে, ইহার ফলে জীবন লাভের পরিবর্ত্তে জীবনত্যাগ, লাভে অলাভ, জয়ে পরাজয় এইরূপ বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

প্রথম ইড়া ও পিঙ্গলা অনুসারে স্বরভেদ ফলাফল লেখা হইয়াছে, এক্ষণে চন্দ্র সূর্য্য স্বর লেখা যাইতেছে, উহার গতিভেদ অনুসারে, ফলাফল বলিতে হয়। তত্বভেদ, তদ্জাতি, বর্ণ, গুণ, ফল, পরিণাম কাল ইত্যাদি অনেক বিষয় চক্রে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইবে।

তত্ত্ব	পৃথ্বী	অপ্	তেজ	বায়ু	আকাশ
বর্ণ	পীত ও শ্বেত মিশ্রিত	শ্বেত	রক্ত	কৃষ্ণ	০
গতি	চতুর্দ্দিক স্পর্শ করে	নীচের অঙ্গুল ১৬	উপরের ৮ অঙ্গুল	প্রত্যেকদিকে ৪ অঙ্গুল	স্পর্শাহস্পর্শ
রুচি	মধুর	তিক্ত	তীক্ষ্ণ	অম্ল	০
স্থান	ঘ্রাণ	জিহ্বা	নেত্র	ত্বক	শ্রোত্র
জাতি	শূদ্র	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	শঙ্কর	ব্রাহ্মণ
গ্রহ	চন্দ্র স্বর বুধ সূর্য্য স্বর সূর্য্য	চন্দ্র স্বর চন্দ্র সূর্য্য স্বর শনি	চন্দ্র স্বর শুক্র সূর্য্যস্বর ভৌম	চন্দ্র স্বর গুরু সূর্য্য স্বর রাহু	চন্দ্র স্বর কেতু সূর্য্যস্বর কেতু
গুণ	গন্ধ	রস	রূপ	স্পর্শ	শব্দ
দিক	পূর্ব্ব	পশ্চিম	দক্ষিণ	উত্তর	সর্ব্ব
ধাতু গুণাদি	লোম, চর্ম্ম, অস্থি, মাংস	শুক্র, মল মূত্র	কান্তি যুত পিপাসা	আকুঞ্চন ও কম্পাদি	কোপ লজ্জা মোহ
মণ্ডল (স্পর্শ)	কিঞ্চিদুষ্ণ	অত্যন্ত শীত	অত্যুষ্ণ	স্বল্পশীত	০
রুদ্রাসন	সদ্যোজাত	বামদেব	অঘোর	তৎপুরুষ	ঈশান
ফল পরিণাম কাল	দিন	দণ্ড	মাস	বর্ষ	অনিয়তি
সিদ্ধকার্য্য	কৃষিস্থির কর্ম্ম	শান্তিকর্ম্ম	শ্রৌতকর্ম্ম	শীঘ্রকরণীয় বিষয়কারী	জপধ্যান

তত্ত্ব জানিবার নিয়ম।

তত্ত্ব সকলের গতি, বর্ণ এবং মণ্ডল অনুযায়ী কোন তত্ত্বের কোন স্বর হয়, ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এক্ষণে নাসিকার মধ্যভাগ হইতে উষ্ণস্পর্শযুক্ত স্বর বা বায়ু ১২ অঙ্গুল পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত যদি প্রসারণ করে, তবে উহা পৃথ্বীতত্ত্বে বিদ্যমান এইরূপ জানিতে হইবে। স্বরের বর্ণ এবং রুচিজ্ঞান বহু আয়াসে অভ্যাস সাধ্য, যে ব্যক্তি ইহার ধারণা করিতে সমর্থ না হন, তাঁহার এ বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না। দর্পণকে হস্তে লইয়া নাসিকার ৪ অঙ্গুল নিম্নে লইয়া শ্বাস মুক্তি বা ত্যাগ করিলে তদুপরি পতিত বাষ্পের যে আকার হইবে, তাহা হইতে তত্ত্ববিষয়ক বিচার করিতে হয়, যেরূপ, পৃথ্বী তত্ত্বে উক্ত শ্বাস বায়ুর আকার চতুষ্কোণাকৃতি, তেজ তত্ত্বে ত্রিকোণাকৃতি, বায়ুতত্ত্বে বিস্তৃতাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। আকাশ তত্ত্বে চারিদিক ঘেরিয়া মধ্যস্থলে শূন্য হয়। এই নিয়মানুসারে কিছু-দিন অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারা যায়। পশ্চাতে চক্রস্থিত অন্যান্য বিষয় লেখা গিয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত এক্ষণে তত্ত্ব স্বর দ্বারা ফল কথন প্রকার লেখা যাইতেছে।

এই শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব, স্বর, উহার গতি ও জ্ঞান অতি কঠিন হয়, এজন্য যে ব্যক্তির ইহা জানিবার ইচ্ছা হইবেক, তাঁহার এই শাস্ত্র উত্তম রূপে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সূর্য্যস্বরে—স্ত্রী সম্ভোগ, বিদ্যাভ্যাস, শাস্ত্রাভ্যাস, বাহনারোহণ, চিত্রপট লেখন, মন্ত্রসাধন, যন্ত্র নির্ম্মাণ, ব্যবহারজ্ঞান, ভোজন, সঙ্গ, দান, ধর্ম্ম, মারণ, মোহন, উচ্চাটন, স্তম্ভন, নাত্যুষ্ণ ও নাতি শীতল ভোজন, শিকার, অশ্ব, গো, বস্ত্র, রস ও ধান্য ইত্যাদি বিক্রয় এবং এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা সুখলাভ, ব্যবহার বৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য ইত্যাদি ফল হইয়া থাকে।

চন্দ্রস্বর—দ্যূত, প্রয়াণ, যুদ্ধ, শান্তি, পুষ্টিকর্ম্ম, উপনয়ন, অর্থ সংগ্রহ, গৃহ প্রবেশ, রাজদর্শন ঔষধি সেবন, সৎপুরুষ গোষ্ঠী, যোগাভ্যাস, বিবাহ, দেব-প্রতিষ্ঠা, দূরদেশ গমন, নূতন বস্ত্রধারণ, অলঙ্করণ, জ্বরদোষ, মূর্চ্ছা চিকিৎসা, অত্যুষ্ণ বস্তু ভোজন, এই সকল করিলে শুভ হয়।

পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্বে বিহিত কার্য্য।

পৃথ্বী—দুর্গ, প্রাসাদ, গৃহনির্ম্মাণ, উদ্যান নির্ম্মাণ, সংগ্রামে বিজয়, শত্রুজয়, পশ্চিমদিকে আগমন, ইত্যাদি স্থির কার্য্য করিলে সিদ্ধ হয়।

অপ্—বীজ বপন, নৌযাত্রা, গ্রামান্তর গমন, বিবাহ, কূপখনন, যজ্ঞ, শান্তি, পুষ্টি কর্ম্ম, দেবপ্রতিষ্ঠা, স্ত্রীসংগম, গৃহনির্ম্মাণ, যুদ্ধগমন ইত্যাদি কার্য্য জল তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তেজ—ইহা অশুভ তত্ত্ব, ইহাতে সকল কার্য্যের ভঙ্গ হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণ করিলে ভাঙ্গিয়া যায়, কূপখনন করিলে জল হয় না, বিবাহ এবং অলঙ্কারাদির কর্ত্তা সফলতা লাভ করে না।

বায়ু—এই তত্ত্বে গমন শীল, কোন কার্য্য করিলে, অর্থাৎ অশ্বারোহণ, হস্ত্যারোহণ বাহনারোহণ ইত্যাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আকাশ—ইহা ঈশ্বর স্বরূপ, ইহাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

স্বর বা শ্বাস তত্ত্ব মিশ্রিত ফল।

চন্দ্রনাড়ী—যদি পৃথিবী তত্ত্ব অথবা জলতত্ত্ব ইহাতে থাকে, তবে, ইহাতে রাজ্যাভিষেক কর্ম্ম করিলে, লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্র নাড়ী যদি আকাশ অথবা তেজ তত্ত্বে থাকে, তবে ইহাতে জাতশিশু অল্পায়ু হইয়া থাকে। বায়ু বা জল অথবা পৃথিবী তত্ত্বে সন্তান জন্মিলে মুক হইয়া থাকে। যদি চন্দ্রনাড়ী পৃথিবী এবং জল উভয় তত্ত্বে থাকে, আর ইহাতে কোন স্ত্রী গর্ভধারণ করে, তবে কন্যা সন্তান উৎপাদন কারিণী, পৃথিবী ও বায়ু উভয় তত্ত্বে গর্ভধারণ করিলে ও স্ত্রী কন্যা প্রসবিনী, পৃথিবী ও তেজ এই উভয় তত্ত্বে স্ত্রী গর্ভধারণ করিলে গর্ভপাত, এবং পৃথিবী ও জলতত্ত্বে শুভ ফল হইয়া থাকে।

সূর্য্যস্বর—ইহা আকাশ, তেজ, ও বায়ুতত্ত্বে থাকিলে অশুভ, পৃথিবী ও জলতত্ত্বে থাকিলে হানি, তেজ, বায়ু ও রাজ্যাভিষেক হইতে হানি, তেজ ও বায়ুতত্ত্বে হইলে, এবং স্ত্রী পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ব্যভিচারিণী, অথবা সন্তান হীনা হয়। সূর্য্যস্বরে যদি চন্দ্রস্বর হয়, তবে এক পুত্র ও এক কন্যা একবারে উৎপন্ন হয়।

বিদেশগত ব্যক্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

জলতত্ত্ব সময়ে প্রশ্ন হইলে বহির্গত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে, পৃথ্বীতত্ত্বে দেশান্তরে অবস্থিতি, বায়ুতত্ত্বে অন্যদেশে যাইবে, তেজতত্ত্ব সময়ে প্রশ্ন হইলে রোগ পীড়া, আকাশ তত্ত্বে মৃত্যু হইয়া থাকে।

গর্ভবিষয়ক প্রশ্ন।

স্বর প্রবেশ কালে অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময়ে যদি প্রশ্ন করা যায়, তবে গর্ভোৎপত্তি, শূন্য স্বরে গর্ভনাশ, স্বর বাহির হওয়ার সময় প্রশ্ন হইলে ও গর্ভনাশ হয়। যদি গর্ভ ধারণের পর প্রশ্ন করা যায়, এবং ঐ প্রশ্ন স্বর প্রবেশ কালে হয়, তবে গর্ভের সম্যক স্থিতি ও নির্গম হইয়া থাকে। শূন্য সময়ে হইলে গর্ভপাত হয়।

পুত্র বা কন্যা উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন।

প্রশ্ন কর্ত্রী যদি স্ত্রী জাতি হয়, এবং বাঁম পার্শ্বে থাকিয়া প্রশ্ন করে, আরও স্বরও উক্ত পার্শ্বস্থ হয়, তবে গুণবান পুত্র উৎপন্ন হইবে জানিবে। আর যদি দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া প্রশ্ন করে, ও সূর্য্য স্বর হয়, তবে পুত্র, এবং পৃথিবী তত্ত্বে পুত্র, জলতত্ত্বে কন্যা, তেজ, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বে গর্ভনাশ হয়। যদি চন্দ্র স্বর আকাশ তেজ তত্ত্বে বিদ্যমান থাকে এবং প্রশ্ন করা যায়, তবে অল্পায়ু, পৃথিবী, বায়ু তত্ত্বে কন্যা, পৃথিবী ও তেজ তত্ত্বে গর্ভ পতন। পৃথিবী ও আকাশ তত্ত্বে ক্লীব, এবং সংক্রম স্বরে চন্দ্র স্বর হইলে বা জলতত্ত্বে হইলে দুইটি পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে।

বৃষ্টি প্রশ্ন।

চন্দ্র স্বরে প্রশ্ন হইলে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সূর্য্য স্বরে হয় না, সংক্রম স্বরে অল্প-বৃষ্টি হয়। পৃথিবী তত্ত্বে যদি চন্দ্র স্বর বিদ্যমান থাকে, তবে চিরকাল বৃষ্টি, জলতত্ত্বে শীঘ্র বৃষ্টি, তেজ তত্ত্বে বৃষ্টির অভাব, বায়ুতত্ত্বে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, আকাশ তত্ত্বে, কুহিরা বা কুজ্‌ঝটিকা, আর স্বর যদি সুপ্ত, চলিত, খণ্ডিত, এবং ধ্বংসমান হয়, তবে বৃষ্টির অভাব হয়।

শস্য ফল প্রশ্ন ।

চন্দ্র স্বরে শস্যোৎপত্তি, সূর্য্য স্বরে শস্য নাশ, সংক্রম স্বরে বীজ নাশ, চন্দ্র স্বর শ্রেষ্ঠ হইলে ইহাতে সকল শস্য জন্মিয়া থাকে। জলিত ও স্খলিত স্বরে স্বল্প ফল, এবং জলতত্ত্বে যদি স্ফুটিত বা স্খলিত স্বর মিলিত হয়, তবে ধান্য সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

সম্বৎসর স্বর ফল ।

বর্ষ আরম্ভের প্রথম হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত স্বর পরীক্ষা করিয়া ৩০ শের পূর্ব্বে যে স্বর হইয়া থাকে, উহাকে সন্ধিস্বর বলা যায়, এই সন্ধিস্বর শুভ, শূন্যস্বর অশুভ ; চতুর্দ্দশীদিনের অন্তে বা চতুর্থ ভাগে যদি চন্দ্র স্বর হয়, আর অমাবস্যার দিবস হইতে যদি পূর্ব্বভাগে সূর্য্য স্বর থাকে, তবে সমস্ত বৎসর শুভ হইয়া থাকে। বর্ষ প্রবেশের ৩ দিন শয়ন করিবার সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য স্বর এবং উত্থান কালে চন্দ্র স্বর হইলে শুভ ফল, দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রোদয় কালে চন্দ্র স্বর হইলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, এবং যে তিথিতে যে স্বর হওয়া উচিত তাহা না হইলে, অর্থাৎ বিপরীত হইলে, তিথ্যোক্ত স্বরোৎপন্ন ফলের বিপরীত, শুভ ফলের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ফল ঘটিয়া থাকে । প্রতিপদ তিথিতে তাহার বিপরীত স্বর হইলে কলহ, দ্বিতীয়াতে ধননাশ, তৃতীয়াতে দেশান্তর গমন, চতুর্থীতে বন্ধুহানি, পঞ্চমীতে রাজ্য কলহ, ষষ্ঠীতে স্বামী নাশ, সপ্তমীতে ব্যাধি, অষ্টমীতে মৃত্যু, নবমীতে মনশ্চিন্তা, দশমীতে বন্ধুনাশ, একাদশীতে বিরোধ, দ্বাদশীতে হানি, ত্রয়োদশীতে ধননাশ, চতুর্দ্দশীতে পশু ক্ষয়, পুর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে যে স্বর হওয়া উচিত তাহার বিপরীত স্বর হইলে বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

তিথি, বার, পক্ষ, মাস, অয়ন ও বৎসরের ফল যদি বলিতে হয়, তবে প্রথম বার স্বর, তৎপরে তিথি স্বর ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে দেখিতে হইবে। যদি বার স্বর অনিষ্ট জনক হয়, তবে শেষ সমুদয় স্বর ও অনিষ্ট জনক হইয়া থাকে, আর যদি সকল স্বর শুভ হয়, তবে কার্য্য নিঃসন্দেহ সফল হইবে। প্রথম স্বর পশ্চাৎ তত্ত্বফল, বিচার, করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের স্বর যদি না হয়, তবে তত্ত্ব ও থাকে না, ইহাতে শূন্যস্বরে সকলকার্য্য নাশ, এবং স্বর প্রবেশ কালে শুভফল হইয়া থাকে ।

স্বপ্ন ফলাফল।

মনুষ্য জাগ্রত অবস্থায় যে যে বিষয়ক পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, প্রায়ই সেই সেই বিষয়ক পদার্থের উক্ত প্রকারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে স্বপ্নেও দেখিয়া থাকে। কোন বিষয় স্বপ্নে অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত হইলেও মনুষ্য মাত্রই স্বপ্নফল ঠিক মানিয়া থাকে; পরন্তু কোন কোন লোকের স্বপ্নে এরূপ বোধ হইয়া থাকে, যেন জাগ্রত অবস্থায় দেখিতেছে। কোন কোন রোগ হেতু অথবা ধাতু বিকার দ্বারা, স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহারা দিবাভাগে যে স্বপ্ন দেখে তাহার ফল হয় না। যে স্বপ্ন রাত্রির প্রথম প্রহরে দৃষ্ট হয় তাহার ফল ১ বৎসরে, যে স্বপ্ন দ্বিতীয় প্রহরে দৃষ্ট হয়, তাহার ফল ৩ মাসে, যে স্বপ্ন তৃতীয় প্রহরের মধ্যে দৃষ্ট হয়, উহার ফল একমাসে, এবং যে স্বপ্ন অরুণোদয় সময়ে দেখা যায়, উহার ফল ১০ দিনের মধ্যে, আর যে স্বপ্ন প্রাতঃকালে দেখা যায়, তাহা সদ্যই তাহার ফল দিয়া থাকে। মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যদি সুস্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তবে আর নিদ্রিত হইবে না, আর যদি দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হয় তবে সে নিদ্রিত হইবে।

শুভস্বপ্ন।

কার্য্য সিদ্ধিকর স্বপ্ন—আকাশ গমন, নদী সমুদ্র তরণ, সূর্য্যোদয় দর্শন, ধূমরহিত জলদগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, নবগ্রহ সকলের দর্শন, প্রাসাদ, দেবালয়, রাজমন্দিরের উপর আরোহণ, সুরাপান, বসা ও মাংসভক্ষণ, বিষ্ঠালেপন, রক্তে স্নান, দধিমিশ্রিত অন্নভক্ষণ, শ্বেতবস্ত্র ধারণ, রত্নাভরণ আদি পরিধান, শ্বেত চন্দন লেপন, ইত্যাদি কার্য্য সিদ্ধি কর স্বপ্ন হয়।

ব্যাধিবিমোচন স্বপ্ন—দেবতা, বিপ্র, দ্বিজ, কমল, রাজা, তুর, শ্বেত পুষ্প, শ্বেত আভরণ, স্ত্রী, গাভি, পর্ব্বত, ফল সহিত বৃক্ষে আরোহণ, সীসা, মাংস, পুষ্প মাল্য প্রাপ্তি, নদী তরণ ইত্যাদি স্বপ্ন দ্বারা ব্যাধি মুক্ত হইয়া ধন লাভ করিয়া থাকে।

কুটুম্ব বর্দ্ধক স্বপ্ন—স্বামী দর্শন, হস্তীদর্শন, অশ্বদর্শন, বৃষভদর্শন, গো ইত্যাদি দর্শন রূপ স্বপ্ন কুটুম্ব বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

অন্যান্য শুভ ফলদায়ক স্বপ্ন—গো, বৃষ, মহিষ, দেবালয়, রাজালয়, শিখর, বৃক্ষ ইত্যাদির উপর আরোহণ, বিষ্ঠালেপন, রোদন, মরণ, ইহারা সুখ স্বপ্ন হয়।

ধনলাভ সূচক শুভস্বপ্ন—বৃহৎ ক্ষিরীশ বৃক্ষের উপর আরোহণ স্বপ্ন দেখিলে একাকী এই ধনলাভ কারী হয়। স্বপ্নে শ্বেত সর্প যাহার শরীরে দংশন করে, ঐ ব্যক্তি ১০ দিনের মধ্যে দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। যাহাকে জলসর্পে অর্থাৎ জল-ঢোঁড়া সর্পে দংশন করে, তাহার অর্থপ্রাপ্তি, জয় লাভ এবং সন্তান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সমুদ্র তরণ স্বপ্ন দেখিলে রাজ্যলাভ, পুষ্করিণীতে বিকসিত পদ্মের পত্রোপরি উপবিষ্ট হইয়া দুগ্ধ ও ঘৃত ভক্ষণ যদি স্বপ্ন দেখে, তবে উহার প্রভুত্ব প্রাপ্তি হয়। স্বপ্নে গাভীদর্শন করিলে ধনপ্রাপ্তি, আপনাকে অগ্নিবেষ্টিত ও বায়ুকে দেখিলে, রাজা হয়। মনুষ্যের মস্তকের খুলিতে করিয়া পক্ষী মাংস স্বপ্নে ভোজন করিলে রাজা হয়। ব্রাহ্মণ হইতে ইতর বর্ণ স্বপ্নে যদি কাহাকে মদ্য বা রক্ত পান করায় তবে উহার ধনলাভ হয়। যদি আপনাকে বদ্ধ অবস্থায় দেখে, তবে ধনলাভ, যদি নিজের আসন বা বিছানা দগ্ধ হওয়া স্বপ্ন দেখে তবে ধনপ্রাপ্তি জানিতে হইবে।

বিবিধ ফল মিশ্রিত শুভ স্বপ্ন—শ্বেতবস্ত্র ধারণ, চন্দন লেপন, স্ত্রী আলিঙ্গন, নক্ষত্র, খড়্গ, উপানহ লাভ, মিষ্টান্ন ভোজন, যব, ধান্য দর্শন, যজ্ঞপ্রাপ্তি, দুগ্ধের ফেনপান, সোমলতা প্রাপ্তি, কর্পূর, চন্দন, শ্বেতপুষ্প পান, এই সকল দর্শনে খণ্ড সম্পত্তি লাভ হয়। আর কুক্কুট, শজারু আদি জীব দেখিলে আপন কুলোৎপন্ন স্ত্রীর সহিত বিবাহ হয়।

দুঃখ স্বপ্ন ফল।

শোকপ্রদ স্বপ্ন।—বিহার করণ, রক্তবস্ত্রধারণ, সূর্য্য ও চন্দ্র মণ্ডলের কান্তি নাশ দর্শন, নক্ষত্র পতন, পুষ্পসংযুক্ত অশোক পলাশাদি বৃক্ষদর্শন দুঃখের জন্য হইয়া থাকে।

মৃত্যুসূচক স্বপ্ন।—রক্তবস্ত্রধারণ, স্ত্রী সকলের সহিত আলিঙ্গন, মহিষ অথবা গর্দ্দভের গাড়ীতে আরোহণ এই সমস্ত স্বপ্ন দর্শন মৃত্যুর কারণ হয়।

ব্যাধিসূচক স্বপ্ন। সর্ষপ তৈল, ঘৃত বা এরণ্ড তৈল, তিল তৈল, এই সকলের মর্দ্দন, কার্পাস বৃক্ষ দর্শন, ইত্যাদি স্বপ্ন রোগের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত স্বরভেদ, তত্ত্বভেদ, স্বপ্ন ইত্যাদি অনেক বিষয়ক ফলাদি নিরূপণ করা গেল, ঐসকল ঐহিক সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সমুদয় লোক এই পৃথিবীতে ধর্ম্মজনক বেদোক্ত বিধি বাক্যানুসারে ন্যায়তঃ আচরণ করে, তবে পারলৌকিক সুখকে পাইয়া থাকে, যদ্যপি আমরা এই সমুদয় বিষয় কোন প্রকারে জ্ঞাত বা প্রতীত না হই, তথাচ ইহা নিশ্চয় যে এই দশা পরজন্মে ও হইবে। মনুষ্য স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ভবিষ্যত বিষয়ের অনেক মার্গ কল্পনা করিয়া লোক সকলকে উপদেশ দিয়া থাকে, পরন্তু এই রূপ ভবিষ্যত কল্পনা অতি কষ্ট জ্ঞেয় বিষয়, এক্ষণে উহাদের উপায় ভেদে, যে দেবতার ভেদ ও বহুত্ব এবং তাহাদের মত যাহা হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

কেচিচ্ছম্ভুরতাঃ পরে হরিরতাঃ বাণীরতাঃ কেচন।
কেচিদ্বহ্নিরতা দিবাকররতাঃ বিঘ্নেশ ভক্তাঃ পরে ॥
কেচিচ্ছক্তি রতাশ্চভৈরবরতাঃ কেচিত্তু মল্লারিগাঃ।
বিষ্বকসেনরতাঃ পরে মদনগাঃ কেচিদ্ভজন্ত্যর্দ্ধজম্ ॥ ১ ॥

কোন কোন লোক শম্ভু ভক্ত, বা শৈব, কেহ বা বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব, কেহ সরস্বতী ভক্ত, কেহ অগ্নির উপাসক অগ্নি হোত্র, কেহ সূর্য্যভক্ত সৌর, কেহ বা গণপতি ভক্ত গাণপথ, কেহ দেবী ভক্ত শাক্ত, কেহ ভৈরব ভক্ত, কেহ মল্লারি মতাবলম্বী, কেহ জনার্দ্দন ভক্ত, কেহ কামশক্ত, এবং কেহ বা অর্দ্ধ-নারী মূর্ত্তি শিবভক্ত অর্থাৎ হরগৌরী মূর্ত্তি ভক্ত। এইরূপ অনেক প্রকার উপা-সক ও তাহাদের মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ কোন একটি মতের অনুগামী হইয়া থাকে, কিন্তু যে, যেমতাবলম্বী হউক না কেন, তাহাকে সেই মতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি যুক্ত এবং তৎপর হইয়া ধর্ম্মাচরণ করা উচিত। "সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সত্য বলা উচিত, ক্রোধ লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত, নিয়মিত আহার বিহার

বিষয়ে রত থাকিয়া তাহাতে সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিতে হইবে। জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া এই সকল নিয়ম পালন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিতে হইবে। এই যোগাভ্যাসের পাঁচ প্রধানমুদ্রাষট্‌সমাধিসাধন, বিবিধ আসনসংপ্রাপ্তি রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি সংক্ষেপে লিখিয়া এই যোগশাস্ত্র সমাপ্ত করা যাইবে। যোগশাস্ত্র এবং স্বরশাস্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এইজন্য এই স্বর প্রকরণে যোগশাস্ত্রের বিচার লেখা যাইতেছে।

খেচরী ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রা বিবরণ।

খেচরী।—চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত অথবা উন্মীলন করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগকে দেখিতে হয়, উহাকে খেচরী মুদ্রা বলে।

ভূচরী।—চাঞ্চল্য রহিত হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে নেত্র স্থির রাখিয়া দৃষ্টি করিলে ভূচরী মুদ্রা বলে।

মধ্যমা।—নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া নাসিকার মধ্যভাগে স্থাপন পূর্ব্বক ফাল অর্থাৎ দুইদিক দর্শন করাকে মধ্যমা মুদ্রা কহে।

ষণ্মুখী।—চক্ষু, কর্ণ, ও নাসারন্ধ্র, ভ্রূমধ্যস্থানিক আজ্ঞা চক্রের উপর মন এবং দৃষ্টিকে স্থাপন করার নাম ষণ্মুখী মুদ্রা।

শাম্ভবী।—প্রাণাদি দশবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া, বাহিরে এবং ভিতরে কোন বিষয় না দেখার নাম শাম্ভবী মুদ্রা।

ষড়্‌বিধ সমাধি।

সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধি দ্বিবিধা ভবেৎ।
দৃশ্য শব্দাহনু বিদ্ধোয়ং সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা ॥ ১ ॥

অর্থ। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার, আবার সবিকল্প সমাধি দৃশ্য ও শব্দানু বিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার, আর দুই সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি, অন্তর্বহির ভেদে, দুই প্রকার হয়, ইহা দ্বারা সর্ব্বসমেত ছয়টি সমাধি হয়।

(১) অন্তঃ এবং শব্দ এই ভেদের সহিত উহা সবিকল্প সমাধি হয়, যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদির বিকারকে ত্যাগ

করিয়া, অহং ভাবে অর্থাৎ "সোঽহং ব্রহ্মঃ" এই ভাবে রত হইয়া অবস্থিতি করে।

(২) বাহ্য ও শব্দ এই ভেদ দ্বারা উহা সবিকল্প সমাধি হয়। যে ব্যক্তি পিপীলিকাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বস্তুর জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎপরে, তব মম অর্থাৎ আত্মপর সম্বন্ধ শূন্য হইয়া অবস্থিতি করে।

(৩) অন্ত এবং দৃশ্য এই দুই ভেদের সহিত উহা সবিকল্প সমাধি হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আদি রিপুকে নিগ্রহ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহার এই সমাধি হয়।

(৪) বাহ্য এবং দৃশ্য এই ভেদের সহিত উহা সবিকল্প সমাধি হয়। যে সর্ব্ব ভুতকে মিথ্যা বা মনকল্পিত জানিয়া অবস্থিতি করে, তাহার এই সমাধি লাভ হয়।

(৫) বাহ্য ভেদের দ্বারা উহা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়, যে ব্যক্তি এই জগৎকে ব্রহ্ম, অথবা জীব এই ভাবিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহার ঐ সমাধি লাভ হয়।

(৬) অন্তঃ ভেদের সহিত উহা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। যে জীব ও ঈশ্বরকে পৃথক দেখে না, সে পরব্রহ্মে লীন হইয়া এই সমাধি লাভ করিয়া অবস্থিতি করে।

এই প্রকার ইহাদের ভেদকে জানিতে হইবে, সাধুগণ এই সমুদয় অভ্যাস করিয়া নিশ্চলান্তঃকরণ হইয়া থাকেন।

আসন।

আসন অনেক প্রকার, কিন্তু প্রধান প্রধান গুলি এই স্থলে লেখা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাঁহার জানিবার আবশ্যক হইবে, তিনি যোগশাস্ত্রে বিস্তার পূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন।

পদ্মাসন।—(১) দক্ষিণ পদকে বাম পদের জঙ্ঘার উপর রাখিয়া, হস্তদ্বয়কে পৃষ্ঠের দিকে পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ পদের এবং বাম হস্তদ্বারা বামপদের অঙ্গুষ্টদ্বয়কে ধরিয়া চিবুককে বক্ষঃস্থলে

সংলগ্ন করত ভ্রূর মধ্যভাগ দেখিতে দেখিতে অবস্থিতি করার নাম পদ্মাসন।

(২) দুই পদকে দুই জঙ্ঘার উপর রাখিয়া, দুই হস্তকে পৃষ্ঠদিকে পরিবর্ত্তন করিয়া জঙ্ঘার উপর রাখ, আর জিহ্বার অগ্রভাগ পরিবর্ত্তন করিয়া দন্তদ্বারা চাপিয়া ধর, এবং পূরক শ্বাসের সহিত নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে অবস্থান করার নাম ও পদ্মাসন।

কূর্ম্মাসন।—পদতলের উপরের দুই গ্রন্থির উপর উপবেশন করিয়া, পদদ্বয়ের তলদ্বয়কে স্ফিক্‌দেশে বা নিতম্বের নিম্নভাগে সংলগ্ন করত নিশ্চল চক্ষু হইয়া অবস্থান করার নাম কূর্ম্মাসন।

সিদ্ধাসন।—দক্ষিণ পাদের তল গ্রন্থির উপর উপবেশন করিয়া, গুড়মুড়াকে মূলাধার স্পর্শকারী বাম পাদকে, এবং দক্ষিণ পাদকে লিঙ্গের উপর রাখিয়া, পাণিদ্বয় জঙ্ঘার উপরিভাগে রাখ, এবং ভ্রূর মধ্যভাগ দর্শন করিতে থাকিলে সিদ্ধাসন হয়, ইহা অতীব শ্রেষ্ঠাসন জানিতে হইবে।

গোমুখ।—দক্ষিণ পাদকে বামপার্শ্বে, বাম পাদকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া জানুদ্বয়কে হৃদয় দেশে লইয়া গিয়া, ভ্রূমধ্য ভাগে দৃষ্টি স্থিত হইলে, গোমুখাসন বলা যায়।

মুক্তাসন।—পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বাম পার্শ্বের পদতল গ্রন্থির উপর বসিয়া গুড়মুড়াকে মূলাধারে লাগাইয়া এবং দক্ষিণ পাদকে বাম পাদের জঙ্ঘার উপর স্থাপন করত মুক্ত হস্তাধার হইয়া ভ্রূমধ্য স্থানে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিলে মুক্তাসন বলা যায়।

যোগাসন।—দুইটি পায়ের ডিমের উপর বসিয়া অপর যে দুইটি পায়ের ডিম নিচে থাকে তাহা একত্রিত কর, পায়ের ডিম দুইটির নিকটে জানু উরুরমধ্যস্থলে হস্ততলদ্বয় রাখিয়া নিশ্চল হইয়া নির্ব্বিকল্প অনুধ্যান করত অবস্থিতি করিতে হইবে।

এই নিয়মানুযায়ী অনেকবিধ আসন আছে, ঐ সকলকে জানিয়া মূল উড্ডান এবং জালন্ধর বন্ধন করিতে হইবে। অনন্তর রেচক, পূরক কুম্ভক ইত্যাদি প্রাণায়াম ভেদ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সমুদয় বিষয় বলিয়া পরে এই শাস্ত্র সমাপ্ত করা যাইবে।

স্বর শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

সারিতঃ ষোড়শগতঃ কোষ্ঠশ্বাসঃ শনৈঃ শনৈঃ।
সরেচকঃ ইতি প্রাজ্ঞৈর্ভণিতং পবনে গতিঃ॥ ১॥
রেচকং হরতে পাপং কৃতং সর্ব্বং পদে পদে।
বশ্যাকর্ষণ সংগ্রামলয় ভেদশ্চ স্থাপয়েৎ॥ ২॥

অর্থ। কোষ্ঠস্থ বায়ুকে ধীরে ধীরে নিয়ে ১৬ অঙ্গুল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাকে রেচক সংজ্ঞা বলা যায়। ইহাতে বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, যে ইহা ক্ষণে ক্ষণে পাপকে নাশ করিয়া থাকে। এবং বশীকরণ, আকর্ষণ, সংগ্রাম, জপলয় ভেদকে স্থাপন করিয়া থাকে।

বাহ্যেন বায়ুনা দেহং ধৃতিমান পূরয়েদ্ভৃশম্।
সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণং পূরাণেঃ পূরকঃ স্মৃতঃ॥ ৩॥

অর্থ। সম্পূর্ণ অন্তরীয় শরীরাবয়বকে বুদ্ধিমান পুরুষ বাহিরের বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে, ইহা পূরক সংজ্ঞা হয়, ইহাতে দেহকান্তি, ও দেহবৃদ্ধি, শরীরোপচয় আদি হইয়া থাকে।

নিরুদ্ধ সুস্থিরং বায়ুং স্বস্থানং নাভি পঙ্কজে।
কুম্ভয়েন্নির্ভয়ং সোয়ং কুম্ভকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪॥
নমুঞ্চতি নগৃহ্নাতি বায়ুমন্তর্বহি স্থিতম্।
আপূর্য্য কুম্ভকে তিষ্ঠেদচল স্থিত কুম্ভবৎ॥ ৫॥

অর্থ। নাভিকমল রূপ নিজস্থানে সুস্থির বায়ুকে পূর্ণ করিয়া নিশ্চল করিতে হয়, ইহাকে কুম্ভক নামা প্রাণায়াম বলা যায়। ইহাতে বায়ু বাহিরে না ছাড়িয়া বা ভিতরে না লইয়া কেবল বায়ুকে পূর্ণ করিয়া নিশ্চল কলসের ন্যায় স্থিতি করা যায়। ইহাতে সকল রোগ নাশ ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই সকল রেচকাদি প্রাণায়াম ত্রিতয় করিয়া যোগাভ্যাস করিলে, লোক মুক্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে রাত্রিদিনের মধ্যে যতবার শ্বাস গ্রহণ বলা হইয়াছে ততবার ইহাদের অভ্যাস ও জপ করিতে হয়।

সামুদ্রিক শাস্ত্র আরম্ভ।
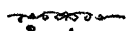
সকলেই বিদিত আছে যে মনুষ্য দেব অংশে উৎপন্ন, সুতরাং ইতর জন্তু সকল হইতে স্বতন্ত্র ও জাতিভেদ সম্পন্ন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উঁহাদের সামান্য বা বিশেষ ভেদ এবং তির্য্যগ জন্তুসকলের সহিত প্রভেদ অবগত হওয়া কিছু কঠিন নহে। যে ব্যক্তির, এই আর্য্যজাতির সন্ততি, এব্যক্তি ম্লেচ্ছ-জাতির সন্ততি, এব্যক্তি যবন সন্ততি ইত্যাদির বোধ আছে, উঁহাদের জাতীয় ভেদ ও ঐ স্থানে জ্ঞাত হওয়া আছে। (জাতি শব্দে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুঝাইবে না) পরন্তু দেহভেদ, আকৃতিভেদ হইতে সঞ্জাত মনুষ্য সন্ততি জাতি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

বুদ্ধি, আকার, অবয়ব এবং রূপদ্বারা মনুষ্য এবং তির্য্যক জন্তুর প্রভেদ দেখা যায়। যদি ও মনুষ্যের সহিত তির্য্যগ জন্তুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসা, ভয়, কামাদি দ্বারা কতক পরিমাণে সাম্য দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের অবয়ব সর্ব্ববিষয়ে সকল কার্যক্ষম, ইহাদের ইচ্ছাদি শক্তিজ্ঞান সংযুক্ত কিন্তু পশুর তাহা নাই। উহা তাহাদের শরীর ভুক্ত। মনুষ্য হস্তদ্বারা সমুদয় কার্য্য করিতে পারে, পদদ্বারা সোজা হইয়া দড়াইতে পারে, এইরূপ তির্য্যগ জন্তু ও মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। ইহারা বুদ্ধিদ্বারা প্রত্যক্ষ এবং বিষয়স্থ ভাব ও পরোক্ষ ধর্ম্মভাব উভয়ের অনুভব করিতে সক্ষম হয়, এই জন্যই ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ও সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং তির্য্যগ জাতির সহিত যে প্রভেদ তাহা দর্শন মাত্রই তাহার কারণ প্রতিভাত হয়। এই সমুদয় কারণ দ্বারা সমুদয় লোক উপরোক্ত উভয়ের পরস্পর প্রভেদ সকল জানিয়া থাকে ও জানিতে সক্ষম হয়।

মনুষ্যদিগের মধ্যে আবার জাতিগত ও বংশগত অনেক প্রভেদ আছে। এই কারণে ইহা অবশ্য অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, যে সকল বংশ অপেক্ষা আর্য্য বংশ শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ। এই সকল আর্য্য জাতির মধ্যে ইউ-

রোপ দেশীয় ও ভারত বর্ষীয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পারসীক লোক আর্য্য পদবাচ্য হয়। ইতর মনুষ্যের ভেদ আগে চিহ্ন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রধান বর্ণ, লোমকূপ, মুখাকৃতি, কপাল পরিমাণ, মুখ কোণ, ইত্যাদি হয়। আর্য্য, চীন, ও অনার্য্য বংশীয়দিগের আকৃতিভেদ, বর্ণ ভেদাদি দ্বারা বিচার করিলে, আর্য্য বংশীয়, রক্ত, চীন-দেশীয় হরিদ্রা, কাফ্রি কৃষ্ণবর্ণ হয়। লোমকূপ দ্বারা আর্য্য দীর্ঘ ভ্রূ এবং সকলাঙ্গ রোমশ, চীনেরা হ্রস্ব নির্লোম, এবং কাফ্রিরা উভয় গুণবান হইয়া থাকে। আর "সর্ব্বেষু গাত্রেষু শিরঃ প্রধানম" সকল অঙ্গের মধ্যে মুখই প্রধান, এই নিমিত্ত মুখ দ্বারা বংশীয় ভেদ জানা যায়। আর্য্যাদিগের বিস্তৃত মুখ, শুক নাসিকা, বিশাল নেত্র, হ্রস্বোষ্ঠ, কপাল দেশ উচ্চ ও মহৎ। চীনেরা দীর্ঘ মুখ, চিপিট নাসিকা, বৃত্তাকৃতি নেত্র, মধ্যভাবক ওষ্ঠ, ও কপাল, কাফ্রি-দিগের অনায়ত মুখ, অন্তঃ প্রবিষ্ঠ অনায়ত নেত্র, ভগ্ননাসিকা, নাসিকা রন্ধ্র আয়ত, দীর্ঘ অধর ওষ্ঠ, হ্রস্ব কপাল, হইয়া থাকে। এইরূপ বংশ ভেদ দ্বারা রূপ ভেদ ঘটিয়া থাকে তাহা জানা উচিত। এই প্রভেদ জানিলে মনুষ্য সক-লের জ্ঞান, অজ্ঞান, অনুরাগ, অননুরাগ, গুণ, দুর্গুণ ও প্রত্যক্ষ বিদিত হওয়া যায়। মনুষ্য যখন পুরুষের বংশীয় ভেদ ও তাহার অন্তর ভেদ জানিয়া লয়, তখন নরচর্য্যা ও কিছু জানিতে সক্ষম হয়।

এই আকৃতি ভেদ দ্বারা কোন লোক দর্শনীয় ও জনপ্রিয়, কেহ বা কুৎ-সিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের সম্পূর্ণ শরীরাবয়ব যদি স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, তবে উহা সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়; অতএব সকল কার্য্য করিতে সমর্থ, স্ফূর্ত্তি যুক্ত শরীরাবয়ব স্থিতি যথাবদ আবশ্যকীয় ও ইহা নির্ণয় করাও আবশ্যক। এই রূপ মনুষ্যের রেখা বিলাস বহুবিধ হয়। উহাদের জানিবার নিমিত্ত বহুবিধ ও বিবিধ দেশীয় ভেদ, ও বংশীয় ভেদ প্রকরণ জন্য আমরা যেরূপ লিখিতেছি, তাহাতে উহার ভেদ অনায়াসে উপলব্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন একটির জ্ঞান অসম্ভাবিত হইলে ইহাদের রূপ রেখাদি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়, সেইরূপ রেখাদির বোধক বহু শাস্ত্রের মধ্যে এক "সামুদ্রিক" শাস্ত্র প্রসিদ্ধ হয়।

"সামুদ্রিক" পদ মুদ ধাতু দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। মুদ্রাশব্দের অর্থ আকার

বিশেষ অর্থাৎ অবয়বস্থ রেখা, চক্র, তিল আদিকে ধরিতে হইবে। যে শাস্ত্র দ্বারা ইহাদের ফল অবগত হওয়া যায় তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্র য়ুরোপ আমেরিকা আদি মহাদেশের অধিবাসী পণ্ডিত সকল দ্বারা লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থে এতদ্দেশীয় মত অবলম্বন পূর্ব্বক সুবিধামত ঐ সকল মত স্বীকার করা যাইবে। এতদ্দেশে এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির আকার, অবয়ব, রেখা, বুদ্ধি, চেষ্টা, ইত্যাদি সকল বিষয়েই ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে এই কারণেই কোন ব্যক্তি ভাগ্যবান, কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্য কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বুদ্ধি বিহীন, ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই সমুদয় ঘটিবার জ্ঞান, স্থান, রূপ রেখা, চক্র, বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয় উত্তম রূপে আলোচনা করিলে লাভ করিতে পারা যায়।

এই সামুদ্রিক শাস্ত্র স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই প্রকার। আবার স্ত্রী সামুদ্রিক ও পুরুষ সামুদ্রিক প্রত্যেকে দুই ভাগে বিভক্ত ১ অঙ্গ সামুদ্রিক, ২ হস্ত সামুদ্রিক। সুতরাং সামুদ্রিক শাস্ত্র ৪ ভাগে বিভক্ত, ১ পুরুষ অঙ্গ সামুদ্রিক, ২ স্ত্রী অঙ্গ সামুদ্রিক, ৩ পুরুষহস্ত সামুদ্রিক, ৪ স্ত্রী হস্ত সামুদ্রিক। প্রথমে পুরুষ হস্ত সামুদ্রিক লেখা যাইতেছে; এই বিষয়ে গর্গ, ব্যাস, বরাহ, মিহির আদির মত অবলম্বন করিয়া যথাযথ লেখা যাইতেছে; ইহাতে আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গের বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে অঙ্গলক্ষণ এবং ইহাদের ভেদাভেদ বর্ণন পূর্ব্বক উহাদের পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতেছে।

(১) মনুষ্য নিজ হস্তের সার্দ্ধ ৩ হস্ত পরিমিত (৫ ফুট ৬ ইঞ্চ সামান্যত) হয়। আরপদ ও এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় যে মনুষ্যের নাভি হইতে উর্দ্ধ কায় এবং অধঃকায় সমান হইয়া থাকে, কিন্তু যদি উর্দ্ধকায় বিশেষ, আকারের হয়, তবে মনুষ্য শূর এবং অধঃকায় বিশেষ হইলে সত্বর গামী হইয়া থাকে। (২) নাভির উপর হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পার্শ্বদ্বয়ের রূপ ও স্তনান্তরাল ভাগ হইতে সরল, দুই ভাগ হয়। (৩) কপালের আর নাসিকার অগ্রভাগ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমান, (৪) গলদেশের এবং এক স্কন্ধ হইতে অপর স্কন্ধ পর্য্যন্ত দুয়ের পরিমাণ সমান, (৫) আজানুলম্বিত বাহু (ইহা সাধারণ মনুষ্যের থাকে না) (৬) দাড়ী হইতে, ভ্রূমধ্য ভাগ পর্য্যন্ত কপালের আয়তনের সমান, দাড়ী হইতে নাসিকাগ্রভাগ পর্য্যন্ত কপালের উর্দ্ধ

আয়তন। এই সমস্ত লক্ষণ যুক্ত পুরুষ, শুভ লক্ষণ যুক্ত এবং পূর্ণায়ুষ্মান্ হইয়া থাকে।

অঙ্গ পরিমাণ জ্ঞানের পর অবয়ব বিবর জ্ঞান আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় লোকদের অবয়ব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাদের জ্ঞানদ্বারা বংশের জ্ঞান ও যথাবৎ হইয়া থাকে এরূপ বলা হইয়াছে।

যদি সমুদয় অবয়ব শাস্ত্র কথিত নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। সকল অবয়বের প্রধান মস্তক, এই নিমিত্ত মুখাকৃতি দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র শীল মুখাদি জানা যায়। ও বাল্যাবস্থা হইতেই তাহার দোষ নিবারণের উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় লেখা যাইতেছে।

মনুষ্যদিগের মস্তক আকারে গোল ও চতুষ্কোণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এবং পরিমাণে ও হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ হইয়া থাকে। বৃদ্ধিতেও পক্ব, অথবা অপক্ব হয়। এই নিমিত্ত ইহার আকৃতিদ্বারা কেহ সামান্য শক্তি বিশিষ্ট, কেহবা বিশিষ্ট শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেহ বা যোজনা শক্তি বিশিষ্ট, কেহ বা ন্যায় শক্তি বিশিষ্ট, কেহ বা উহ্য শক্তি বিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত বিষয় তাহাদের মস্তক অবলোকন পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে।

যেমন অঙ্গ সকলের বিকাশ নিজ নিজ কার্য্যের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ জ্ঞান শক্তির বিকাশাধিক্যও শির বৃদ্ধি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। যেমন যে ব্যক্তির পদ নাই সে হস্ততল দ্বারাই গমন করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার হস্তেরই অধিক বিকাশ বলা যায়। এক্ষণে শিরোভাগ সম্বন্ধীয় তত্তৎ বৃদ্ধি দ্বারা যে ফলাফল হইয়া থাকে তাহা এখানে লেখা যাইতেছে।

(১) যে পুরুষের কপালদেশ চতস্র অর্থাৎ চৌড়া এবং উহার অধোভাগ উচ্চ, সে ব্যক্তি জ্ঞানবান, চেতন শক্তি মান, বিমর্ষন শক্তি মান, তর্ক শক্তি বিশিষ্ট, সহজ জ্ঞানী হইয়া থাকে। আর যদি ঊর্দ্ধভাগ ও উচ্চ হয়, তবে সর্ব্বগুণ যুক্ত হইয়া থাকে। এবং এই সব বিষয়ের উত্তমরূপ পরিশীলন করিতে সক্ষম হয়। এই শক্তি হইতে অতিরিক্ত শক্তিও বাল্যাবস্থাতে অভ্যাস করিলেও ইহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

(২) ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগ যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে, ঔদার্য্য গুণ

বিশিষ্ট, মিলনইচ্ছুক, হয়, যদি পৃষ্ঠদেশের দিকে অধোভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়, মন যশোকাঙ্ক্ষী, স্থিরাত্মা হইয়া থাকে।

(৩) যদি নেবাড়ী অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ উচ্চ হয়, তবে সংসার সুখে আসক্ত, পুত্রমিত্র কলত্রানুরক্ত হয়; আর ইহার বিপরীত হইলে, সংসার সুখে অনাসক্ত, সমাজে থাকিতে অনুরাগ হীন হয়, এরূপ অনুভব যদি বাল্যাবস্থায় হয়, তবে সদ্গুণ শীল সমাজে থাকিলে, সেইরূপ শুভফল হয়।

(৪) কর্ণ পার্শ্ব ভাগদ্বয়, উচ্চ, এবং মস্তক গোক্ষুর সমান হয়, তবে মনুষ্য স্বার্থপর ও ক্রূর হইয়া থাকে। আর যদি নেবাড়ী অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ এবং কপাল বর্দ্ধিত না হয় তবে ঘাতক, দুঃশীল, ধৈর্য্যবান হইয়া থাকে।

(৫) জ্ঞান ভাগ ও নীতিভাগ এই দুইটি বর্দ্ধিত হইলে সন্তোষ জ্ঞান, চমৎকারী কল্পনা শক্তি, নির্ম্মাণ নৈপুণ্য জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ পরিশ্রম দ্বারা আকার হইতে জানিতে হয়। যেরূপ শির সম্বন্ধীয়, ভাল, ব্রহ্মরন্ধ্র, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ কর্ণ পার্শ্বদ্বয় ইত্যাদির বিষয় বলা গিয়াছে সেইরূপ এক্ষণে ইতর অঙ্গ সম্বন্ধীয় লক্ষণ বলা যাইতেছে।

নেত্র—দীর্ঘ হইলে ধন, পদ্মপত্রাকার হইলে রাজত্ব, গোল হইলে বীর, ক্ষুদ্র হইলে মনুষ্য অজ্ঞানী হয়।

শ্রোত্র—দীর্ঘ হইলে শূর, লোমযুক্ত হইলে দীর্ঘায়ু, কৃশ ও অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে দরিদ্র, বসাইয়া দেওয়ার ন্যায় বা ঝুলান হইলে ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে।

নাসিকা—দীর্ঘ হইলে ধন, অগ্রভাগ উন্নত হইলে বলবীর্য্য ও ভাগ্যবান, রন্ধ্র ক্ষুদ্র হইলে শুভ, এবং দীর্ঘ হইলে অশুভ হয়।

কণ্ঠ—ক্ষুদ্র হইলে বা হ্রস্ব হইলে পূজ্যতা, শঙ্খাকৃতি অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় দাগবিশিষ্ট হইলে, রাজত্ব, দীর্ঘ হইলে বহুভোজী, কৃশ হইলে রোগী হইয়া থাকে।

দন্ত—হ্রস্ব হইলে দীর্ঘায়ু ৩২টি হইলে ভোগ, দন্তের উপর দন্ত হইলে বন্ধু নাশ, পরস্পর ভিন্ন ও স্বল্প হইলে দারিদ্র্য ঘটিয়া থাকে।

কেশ—বিরল হইলে দীর্ঘায়ু, বিশেষ হইলে জ্ঞান, না থাকিলে কাপট্য জন্মে।

গাল—দীর্ঘ এবং রক্তবর্ণ হইলে ধন, উচ্চ হয় তবে নিজ লাভের ইচ্ছা, কৃশ হইলে রোগী হয়।

বক্ষঃস্থল—বিশাল হইলে পূজিত, দীর্ঘ হইলে ধন, উচ্চ হইলে শৌর্য্য ভাগ্য, রোমশ হইলে ভূতের প্রতি দয়ালু হইয়া থাকে।

উদর—একবলী বিশিষ্ট হইলে শস্ত্রক্ষত, ২ বা ৩ বলী বিশিষ্ট হইলে ভোগেচ্ছা, ৪ বলী বিশিষ্ট হইলে পরাক্রমী, এবং অল্প উচ্চ হইলে বলবীর্য্য ও ভাগ্য শালী হয়।

নাভি—দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে ভাগ্যবান, বামাবর্ত্ত হইলে ও বলীর মধ্যে অবস্থিত হইলে দারিদ্র, রোমশ হইলে সন্তান বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চর্ম্ম—কান্তিযুক্ত হইলে পূজিত, কৃষ্ণবর্ণ হইলে পরাক্রম, পাণ্ডুর হইলে গৌরব, রক্তবর্ণ হইলে সামান্য ফল, শ্বেত হইলে রোগ হইয়া থাকে।

বাহু—দীর্ঘ হইলে পরাক্রম ও ধন, করভ সদৃশ হইলে অর্থাৎ হস্তী শাবকের শুণ্ডাকার হইলে, রাজত্ব, কৃশ হইলে ধনশূন্যতা ঘটিয়া থাকে।

পদ—দৃঢ় হইলে বাহনে আরোহণ, দীর্ঘ হইলে দরিদ্র, তূনীর সমান হইলে রাজত্ব, হ্রস্ব হইলে কার্য্য সামর্থ জন্মিয়া থাকে।

নখ—হ্রস্ব এবং দুইদিকে সম্বন্ধ থাকিলে, অসম্বন্ধ কার্য্যাসক্ত, ও পরাক্ষেপ কারী, দন্তদ্বারা কাটিয়া হ্রস্ব হইলে মনস্তাপ ও বিচারণাকারী, শ্বেত ও মৃদু হইলে সৎমনঃ, কার্য্য নির্ব্বাহ শক্তি, দীর্ঘ ও শ্বেত হইলে ন্যায়বুদ্ধি, গোলাকার হইলে ভোগেচ্ছা, নির্ম্মল রক্তবর্ণ হইলে ধন, ভূমিস্থিতি, শ্যামবর্ণ অথবা কৃষ্ণ ও রক্ত মিশ্রিত বর্ণ হইলে লোক ধূর্ত্ত হয়। নখের উপর একটি বক্র চিহ্ন থাকিলে দয়ালু, এবং শ্বেত রেখা থাকিলে মনুষ্যের জারত্ব প্রকাশ করে। তর্জ্জনী অঙ্গুলীর নখের উপর শ্বেত চিহ্ন থাকিলে লাভ, কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে বিনাশ ঘটিয়া থাকে। মধ্যমা অঙ্গুলিতে রক্তবর্ণ চিহ্ন থাকিলে সমুদ্রযাত্রা এবং হানি হয়। অনামিকা অঙ্গুলিতে শ্বেত চিহ্ন থাকিলে গৌরব, কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে মান হানি ঘটে। কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে শ্বেত চিহ্ন থাকিলে ব্যবসায়ে লাভ হইয়া থাকে।

মুখ—চতুরস্র বা চতুষ্কোণাকৃতি হইলে পূজিত, লোমশূন্য হইলে শূরত্ব, সমরেখ অর্থাৎ সকল রেখা গুলি সমান হইলে ধনলাভ হইয়া থাকে।

শরীর গন্ধ—পদ্মগন্ধ হইলে সদগুণ, মীন অর্থাৎ মৎস্য গন্ধ হইলে চপল স্বভাব, এবং স্বেদগন্ধ হইলে মন্দ স্বভাব হইয়া থাকে।

স্ত্রী অঙ্গ সামুদ্রিক।

নাসিকা—স্ত্রীদিগের নাসিকা নাতিদীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব অথচ সমান হইলে, সদ্বৃত্তি শালিনী, এবং বৃদ্ধ হইলে, অসদ্গুণ বিশিষ্টা হইয়া থাকে।

নেত্র—নেত্র প্রান্ত রক্তবর্ণ এবং তারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে সকল ভূতের প্রতি দয়াবতী, এবং চক্ষু ও পীতবর্ণ হইলে নিন্দাভাজন হইয়া থাকে।

শ্রোত্র—দীর্ঘ ও বিশাল হইলে ভাগ্যবতী, বক্র ও কৃশা হইলে দরিদ্রা হয়।

দন্ত—ক্ষুদ্র শ্বেত এবং সমান হইলে সম্পদ বিশিষ্টা, এবং অসমান ও পীত বর্ণ হইলে আপদগ্রস্তা হইয়া থাকে।

গাল—কোমল ও চিক্কণ হইলে অনুরাগবতী, বিশাল ও পীতবর্ণ হইলে ক্রূরা হইয়া থাকে।

কেশ—কৃষ্ণবর্ণ, বিশাল, মৃদু অর্থাৎ কোমল, হইলে নারী জনরঞ্জক হইয়া থাকে, আর রক্তবর্ণ হ্রস্ব চিরিতাগ্র হইলে দরিদ্রা হইয়া থাকে।

কণ্ঠ—গোলাকার, চিক্কণ এবং ত্রিবলী সংযুক্ত হইলে, নারী সম্পদ বিশিষ্টা; বিস্তৃত অথবা অতি হ্রস্ব হইলে দরিদ্রা হইয়া থাকে।

বক্ষ—১২ অঙ্গুল পরিমিত হইলে রোগ শূন্যা, সমান হইলে সম্পদ সৌভাগ্য বিশিষ্ট এবং বিশাল অথবা রোমশ হইলে পতির অনর্থ দায়িকা হয়।

উদর—কোমল ও বিশাল হইলে সন্তান প্রসবিনী, এবং বলীত্রয় সংযুক্ত হইলে ভোগিনী হইয়া থাকে।

নাভি—অন্তঃপ্রবিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, অধিক পরমায়ু বিশিষ্টা অর্থাৎ আয়ুষ্মতী, এবং উচ্চ, ও বামাবর্ত্ত হইলে ক্ষীণ আয়ু হয়।

দেহবর্ণ—শরীরের বর্ণ কান্তি চিক্কণ, সম, লোমরহিত, এবং কোমল হইলে নারী শুভপ্রদা এবং কঠিন ও স্থূল হইলে অশুভ প্রদা হয়।

হস্ত—সম, কোমল হইলে সদ্বৃত্তি, শালিনী, এবং বক্র ও কঠিন হইলে দুরাচারবতী হয়।

নখ—রক্তবর্ণ হইলে সুশীলা, শ্বেত ও পীত বর্ণ হইলে দুঃশীলা হইয়া থাকে (বিশেষ নখ লক্ষণ পুরুষ নখ সামুদ্রিক দেখ)।

শরীর গন্ধ—পদ্মগন্ধ হইলে প্রীতি দায়িকা, এবং ক্ষার গন্ধ হইলে অসহ্য কর হয়।

ভ্রমরী। ভ্রমরী বা তিল স্ফীক দেশে থাকিলে পরগৃহে দাস্য, কণ্ঠদেশে থাকিলে সন্তানবিরহিতা, মুখে থাকিলে বৈধব্য ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে স্ত্রী সামুদ্রিক সামান্য ভাবে লিখিয়া, পরে স্ত্রীদিগের লক্ষণ এবং গুণদ্বারা স্বভাব স্থিতি ও গুণের বিষয় লেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী পুরুষ চিহ্নানুসারে, স্ত্রী পুরুষের সম্পন্নভাব, দারিদ্র্য, সদ্বৃত্তিসাহিত্য, দুর্বৃত্তি সাহিত্য, বিনয় সাহিত্য, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্যাদি গুণ, স্বকীয়বুদ্ধি অনুসারে উত্তমরূপে জানা উচিত।

এক্ষণে সুশীল, পতিভক্তি যুক্ত, বিবাহ যোগ্যা স্ত্রীর লক্ষণ প্রকাশ করা যাইতেছে। যে স্ত্রীর মুখ চন্দ্র সদৃশ, নেত্র কমলপত্র তুল্য; অর্দ্ধ চন্দ্রাকার-কপাল; ধনুকাকৃতি ভ্রূদ্বয়; পলাশ পুষ্পসদৃশ নাসিকা, দাড়িম্ববীজ সদৃশ দন্ত পংক্তি, কুঞ্চিত অলক গুচ্ছ, কোমল এবং কান্তি বিশিষ্ট শরীর, রক্তবর্ণ অধর, শঙ্খ সমান চিহ্ন বিশিষ্ট কণ্ঠ; মধ্যভাগ সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ক্ষীণ কটিদেশ; কমল সদৃশ পদদ্বয়, সুগুণসম্পন্না, সদ্বংশজা; লজ্জাবিনয়াদি সংযুক্তা, দয়াযুক্তা, ধর্ম্মবুদ্ধি সংযুক্তা দেবভক্তি পরায়ণা, এই সমুদয় গুণ ও লক্ষণ বিশিষ্টা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা পদবাচ্যা এবং ইহাই বিবাহ যোগ্যা হয়।

বিধবা স্ত্রী লক্ষণ। গমন সময়ে শব্দ করিয়া গমন করে, জঙ্ঘা ও জানুর নিম্নভাগের পশ্চাৎদিকে এবং স্কন্ধদেশে লোম বিশিষ্টা, মস্তকের কপাল দেশে তিন চিহ্ন বিশিষ্ট, পাদদেশের অঙ্গুলিবক্র, বিশাল শীর্ষদেশ, বিস্তৃত জঘনদেশ ও স্থূল কটিদেশ, মুখোপরি তিল চিহ্ন ইত্যাদি বিধবা স্ত্রীর লক্ষণ জানিতে হইবে।

ব্যভিচারিণীর লক্ষণ। জাগরণ শীলা, অতি চঞ্চলনেত্রা, চমৎকৃতভাষণ, ও অধিক লজ্জাশীলা, চেষ্টাবতী, স্বামীর অবর্ত্তমানে অন্যের সহিত সম্ভাষণ তৎপরা, পদের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি, চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, উরুদেশে লোম, এই সমুদয় চিহ্ন বিশিষ্টা স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে।

দরিদ্রা স্ত্রীর লক্ষণ। বিস্তৃত শরীর, দুরালোচনশীল, ঘনীভূতদন্ত-পংক্তি, মুখে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত ভয়, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নদর্শন, রাক্ষসগণ নক্ষত্রে জন্ম, সর্ব্বদা চক্ষের পলক পতিত হওয়া, অত্যন্ত হ্রস্ব কণ্ঠ, দুষ্টাচার, অশুচি, ইত্যাদি চিহ্ন বিশিষ্টা স্ত্রী দরিদ্রা হইয়া থাকে।

বন্ধ্যালক্ষণ। হস্তাঙ্গুলিবক্র, স্বেদযুক্ত পদতল, অত্যন্ত ভয়, সর্ব্বদা স্বপ্নরোগ, দুরাচার, ইত্যাদি লক্ষণ সংযুক্তা স্ত্রী বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

ভাগ্যবতী স্ত্রীর লক্ষণ। শ্যামকেশ, প্রসন্নমুখ, স্বল্পনাভি, করতলে যবরেখা, দীর্ঘ জিহ্বা, হস্ততলের মধ্যভাগ নিম্ন, সুন্দর চম্পাক কলির ন্যায় অঙ্গুলি, কোমল রক্তবর্ণ, এবং অঙ্গুলির প্রত্যেক অংশ বৃদ্ধ। এই সমুদয় ভাগ্যবতী স্ত্রীর লক্ষণ। বিশেষ লক্ষণ পূর্ব্বভাগে দেখিতে হইবে।

স্বামীর অমঙ্গল দাত্রী স্ত্রীর লক্ষণ। চেপটা নাসিকা, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘ ওষ্ঠ, কুক্ষিদেশে তিল চিহ্ন, পীতবর্ণ জিহ্বা, দুর্গন্ধ যুক্ত তনু, রতিশক্তি পরায়ণা, মার্জ্জার সদৃশ কণ্ঠস্বর, লজ্জা বিরহিত, প্রচণ্ড ক্রোধ, অতি ভোজন শীলা, পতিসহ সর্ব্বদা রূঢ় ভাষিণী অতি নিদ্রা শীলা এই সমুদয় গুণ বিশিষ্টা স্ত্রী স্বামীর অমঙ্গল দাত্রী হইয়া থাকে।

তীর্থযাত্রা প্রিয়া স্ত্রীর লক্ষণ। কচ্ছপ পৃষ্ঠের ন্যায় পদতলের উপরিভাগ, দৈবভক্তি, ধর্ম্মবুদ্ধি, সন্ন্যাশীলতা প্রসন্নমুখী, মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত চিন্তাশীলা, সন্তান রহিতা, ব্যাপার রহিতা ইত্যাদি তীর্থযাত্রাপ্রিয়া স্ত্রীর লক্ষণ।

হস্তসামুদ্রিক।

হস্তই মনুষ্য মাত্রের সকল কার্য্যের উপযোগী অবয়ব; মনুষ্যেরা এই হস্ত-দ্বারা অত্যন্ত অসহনীয় কার্য্যও করিতে সক্ষম হয়, এইজন্য হস্তই সকল কার্য্য করণ সমর্থ ইহা সূচিত হইয়া থাকে। কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে কোন অঙ্গই ইহার সমান সক্ষম নহে। মনুষ্যের বুদ্ধি শীলাদিভাব এইহস্ত দর্শন মাত্রেই প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ইতর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের সমান আকৃতি আদি ভেদের বিষয় জানা যায়। আর কেবল স্পর্শ মাত্র দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুর নিজস্বভাব জানা যায়; এইজন্য হস্তের নির্ম্মাণাদির বিষয় বিশেষ বিচার অত্যাবশ্যক। অতএব প্রথম হস্তের নির্ম্মিত রেখা, বিবর আদির বিবরণ, লক্ষণ এবং ফল বলা যাই-তেছে। হস্ত নির্ণয় রূপ রেখা এবং তাহা হইতে ফলজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সকলের জ্ঞানের নিমিত্ত যে শাস্ত্র বলা হইল উহাকে হস্তসামুদ্রিক বলা যায়।

হস্ত, জাতি, চেষ্টা ও আকার ভেদে ত্রিবিধপ্রকার হয়, ১ম মণিবন্ধ, ২য় মধ্যভাগ, ৩য় অঙ্গুলি, এই সকল ভাগ জানিতে হইবে।

মণিবন্ধ।

ঐ স্থানের রেখা অনেক ফল দিয়া থাকে।

মণিবন্ধে ১টি রেখা থাকিলে ২৫ বৎসর, ২টি রেখা থাকিলে ৫০ বৎসর, ৩টি রেখা থাকিলে ৭৫ বৎসর এবং ৪টি রেখা থাকিলে ১০০ বৎসর পরমায়ু জানিতে হইবে। (পরমায়ু বলিবার সময়ে এই সকল রেখা এবং ইতর রেখা সকল দেখিয়া তবে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, কেবল এক রেখা নহে)।

ইহাতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মণিবন্ধে তিনটি রেখা থাকিলে শুভ হয়, তাহা আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যকে দিয়া থাকে, যদি আরোগ্য রেখা প্রকটিত না হইয়া আর আর দুইটি প্রকটিত হয়, তবে বৃথা ব্যয় হয়। ইহাদের প্রথম রেখা সমান হইলে জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়, যদি সরল রেখা হয় তাহা হইলেও জীবন কষ্টকর হয়, কিন্তু ধন সঞ্চয় করিয়া সংসার সুখ লাভ করিয়া থাকে। যদি ত্রিকোণাকৃতি রেখা থাকে, তবে পূর্ব্বার্জ্জিত ধনপ্রাপ্তি হয়। মণিবন্ধ রেখা উপরদিকে গিয়া যদি ছোট ধনরেখাকে স্পর্শ করিয়া সমাপ্ত করে, তবে মনুষ্য অবদ্ধবাদী ও অসত্যবাদী হইয়া থাকে। ঐ রেখার মধ্যভাগে যদি পুষ্প থাকে, এবং হস্তে অপর সৌভাগ্য চিহ্ন থাকে, তবে ধনবান, এবং যদি ভাগ্য চিহ্ন না থাকে, তবে দুষ্প্রবৃত্তি লাভ হয়। মণিবন্ধ হইতে বুধস্থান (যে সকল স্থান আগে জানা হইয়াছে) পর্য্যন্ত রেখা থাকিলে অকস্মাৎ ধন-প্রাপ্তি হয়, এইরূপ জানিতে হইবে। মণিবন্ধে চারিটি রেখা থাকিলে, রাজ্য প্রাপ্তি, তিনটি থাকিলে ভোগ, ২টি থাকিলে সাংসারিক সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, এই মণিবন্ধ রেখার ফল এবং ইতর রেখার ফল সকল মিলাইয়া মিশ্র সামান্য ফল বলিতে হয়।

চিত্রপট স্থিত রেখা বিবরণ।

চিত্রদণ্ড সংখ্যা সকল দ্বারা হস্তস্থ রেখা সকলের নাম জানিতে হয়।

১ প্রাণ রেখা—ইহার বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

২ আত্মরেখা—ইহার পার্শ্বে আর একটি রেখা আছে, ঐ রেখা দ্বিতীয় রেখাকে বল দিয়া থাকে, এবং উহাকে প্রাণ রেখাও বলিয়া থাকে।

৩ ভার্য্যারেখা—ভর্ত্তৃ ভার্য্যা রেখা দ্বয়ের বিষয় আগে লেখা যাইবে। (মতান্তরে ইহাকে জ্ঞান রেখাও বলে)।

৪ ধনরেখা—কোন কোন লোকের হস্তে ইহাবুধরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

৫ যশোরেখা—ইহাকে সৌরী রেখা বা বিদ্যা রেখা বলিয়া থাকে।

৬ আরোগ্যরেখা—ইহা যদি আয়ুরেখাকে স্পর্শ না করিয়া বিস্তৃত হয়, তবে শুভ ঘটিয়া থাকে।

৭ ভ্রাতৃভগিনীরেখা,—এই দুইটি রেখা এক স্থানে থাকে।

৮ ভ্রাতৃরেখা—ইহাকে ভ্রাতৃবর্গ ও বলা গিয়া থাকে।

৯ পিতৃরেখা—ইহাকে জ্ঞাতৃ ও পিতৃবর্গ বলিয়া থাকে।

১০ মৎস্যরেখা—ইহা হস্তের কোন স্থানে আছে।

১১ মণিবন্ধরেখা—উক্ত হস্তের নিকটস্থ, উহাকে প্রথম রেখা বলে।

১২ যবরেখা—ইহা যব সদৃশ হইয়া থাকে।

১৩ চতুষ্কোণরেখা—ইহা অঙ্গুলিতে অথবা হস্তে থাকে।

১৪ ত্রিকোণরেখা—করতলের সকল স্থানে ত্রিকোণাকৃতি এই রেখা থাকিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

১৫ ধ্বজরেখা—১৬ খড়্গরেখা—১৭ ছত্ররেখা ইহাদিগকে ইহাদের স্থানের অবস্থিতি হইতে জানিতে হইবে।

১৮ ঊর্দ্ধরেখা—ইহা অঙ্গুলি সকলের উপর হইয়া থাকে।

১৯ সন্তানরেখা—ইহার মতভেদ জানা কর্ত্তব্য।

২০ গ্রহস্থানরেখা—ইহা গ্রহ স্থানে থাকে।
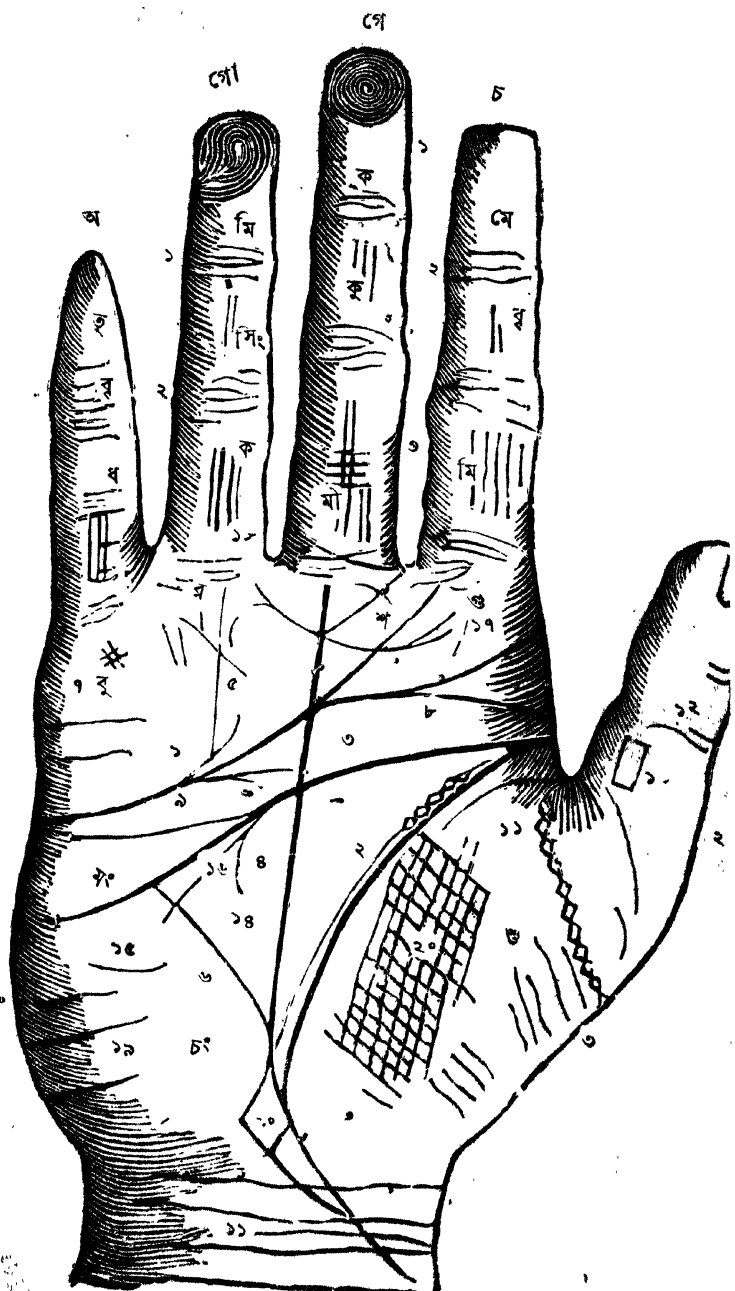
অঙ্গুলি সকলের উপরে যে রেখা হয়, চিত্রের উপর উহাতে যে সংখ্যা নিবিষ্ট আছে, উহার সংখ্যা উপর হইতে নিচের দিকে করিয়া এই সংখ্যা সকলের মধ্যে যে ভাগকে উহার ভাগ বলা যায়, উহাদের ১ দ্বারা জ্ঞানশক্তি, ২ প্রপঞ্চেচ্ছা, ৩ সাধারণ বাঞ্ছা, উহাতে সংখ্যা সকলের অর্থ জানা যায়। এবং মধ্যমা অঙ্গুলির ১ সহজজ্ঞান, ২ বাদনশক্তি, ৩ প্রাপঞ্চিক বিষয়াভিলাষী হয়। অঙ্গুষ্টের ১ স্বেচ্ছা, ২ বাদনশক্তি; ৩ বাঞ্ছা হয়। অঙ্গুলিতে বৃ, মি ইত্যাকার বর্ণ অঙ্কিত থাকিলে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি দ্বাদশরাশি জানা যায়। অঙ্গুলির অন্ত্যভাগে গো, হইতে গোপুর; আ, হইতে চতুরস্র; অ, হইতে অগ্র সহিত; গে, হইতে জানুর নিম্নস্থ পায়ের ডিম এবং র, চ, স, বু, গু, শু, শ দ্বারা সপ্তগ্রহের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়।

অঙ্গুলি।

অঙ্গুলির উপরি ভাগের নির্ম্মাণ, ও আকৃতি এবং অঙ্গুষ্ঠাদি কৃত্য, অঙ্গুলি সকলের রচনা, করতলের তারতম্যাদি বিচার করিয়া ফল বলা উচিত। আর ইহাও জানিতে হইবে, যে যাহাদের উপর ৩ আছে, উহাদের মধ্যে কোনটি স্থূল, কোনটি সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্টের প্রথম ভাগ, ও অপর অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পর্ব্ব বৃদ্ধ হইলে আলোচন শক্তি, জ্ঞানশক্তি, রাজকার্য্য নিপুণতা, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধতাকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ত্যভাগ গোপুচ্ছাকার হইলে, কুতর্ক বাদী, এবং হস্তে রেখা না থাকিলে নাস্তিকতা জন্মিয়া থাকে, এরূপ বলা হয়। সমুদয় পর্ব্ব বৃদ্ধ হইলে জিজ্ঞাসা অভিলাষ, কলা জ্ঞান ইচ্ছা, দুই পর্ব্ব বৃদ্ধ হইলে, প্রাপঞ্চিক জ্ঞান, আত্মলাভেচ্ছা; এবং অঙ্গুলি সুন্দর হইলে ও পর্ব্বের পৃষ্ঠভাগ বৃদ্ধ হইলে এবং জ্ঞানরেখা সুন্দর না হইলে যোজনা শক্তি রহিত হয়।

অঙ্গুল পরিমাণ ভেদ।

হস্ত দেখিতে দেখিতে এই জ্ঞান হয়, যে অঙ্গুলি হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ হয়, আর অঙ্গুলি ছোট ও ফুলবিশিষ্ট ইহলে ক্রূর, হ্রস্ব হইলে, যদি চন্দ্রস্থান উচ্চ হইয়া জ্ঞান রেখা না থাকে, তবে দয়ালু, জ্ঞান রেখা থাকিলে এবং নখছোট হইলে সর্ব্বাংশে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এবং শীঘ্র স্বকার্য্য কর্ত্তা হয়। অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে

এবং উহার প্রথম ভাগ বৃদ্ধ হইলে জাগরূক, হঠকারী, অধৈর্য্যবান, পরন্তু যদি কুজস্থান বৃদ্ধ হইয়া, জ্ঞান রেখা ও বৃদ্ধ হয়, তবে দুর্গুণ সকল শুভ গুণ মিশ্রিত হয়। সাধারণতঃ অঙ্গুলি সকলের প্রথম ভাগ বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে, সহজজ্ঞান, আর অপর দ্বিতীয় ভার্গ বৃদ্ধ হইলে বাদন শক্তি, তৃতীয় ভাগ বৃদ্ধ হইলে প্রাপঞ্চিক বিষয়াসক্ত হইয়া থাকে। হস্তের সমুদয় অঙ্গুলি যদি বক্র হয়, আর হস্তের মুখ্য রেখা ব্যতিরেকে অন্য রেখা না থাকে, তবে ক্রূর স্বভাব, এবং পৃষ্ঠ ভাগের দিকে বক্র হয় এবং পাতলা হয় তবে অধিক প্রসঙ্গ কারী হইয়া থাকে।

অন্ত্যভাগ।

সকল অন্ত্যভাগের মধ্যে কোনটি মুসলাকৃতি, কোনটি শিখরাকৃতি হইয়া থাকে। যদি ইহা অর্দ্ধবৃত্ত সমান হয়, তবে পুরুষ লাভকারী কার্য্য করিয়া এবং যন্ত্রনির্ম্মাণ নিপুণ ও বাণিজ্য কার্য্যের ইচ্ছা করিয়া থাকে, আরও দেশ ভ্রমণ বিষয়ে ইচ্ছা যুক্ত হয়। চতুরস্র ও খণ্ডিত নখ, হইলে, নিয়মশীল বেদান্ত বিচার রাজকার্য্য, ভাষা ইত্যাদিতে অভিলাষ যুক্ত হয়। শিখরাকার হইলে স্বাতন্ত্র ইচ্ছা, চঞ্চল স্বভাব; অগ্রসহিত হইলে ইহজন্ম সম্বন্ধীয় ইচ্ছা, স্বমতাভিমান, বিশিষ্ট হয়। যাহার অঙ্গুলি সকলের উপরিপর্ব্ব বৃদ্ধ এবং অঙ্গুষ্ঠের প্রথমভাগ বৃদ্ধ হয় সে জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠের প্রথমভাগ বৃদ্ধ হইলে স্বেচ্ছা, দ্বিতীয় ভাগ বৃদ্ধ হইলে বাদন শক্তি, তৃতীয় ভাগ বৃদ্ধ হইলে ভোগেচ্ছা জানিতে হইবে। তর্জ্জনী দীর্ঘ হইলে স্বাভিমান, সুখাসক্তি, গর্ব্ব; মধ্যমা যদি দীর্ঘ হয়, তবে মহতী আশা, ইহার প্রথমভাগ বৃদ্ধ হইলে, স্বমতাভিলাষী, দ্বিতীয় হইতে আশা, তৃতীয় হইতে অধিকার বাঞ্ছা হয়। মধ্যমাঙ্গুলির প্রথমভাগ বৃদ্ধ হইলে দুঃখ, দ্বিতীয় হইতে ব্যবসায় শক্তি, তৃতীয় হইতে ধনাকাঙ্ক্ষা জন্মে। অনামিকা যদি মধ্যমা অপেক্ষা দীর্ঘ হয় তবে, কলা বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না। ইহার প্রথমভাগ বৃদ্ধ হইলে, কৃষিকর্ম্মে আসক্তি, তৃতীয়ভাগ বৃদ্ধ হইলে ধনা-কাঙ্ক্ষা; ইহা তর্জ্জনীর নখ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে বিদ্যাশাস্ত্রে, উহার সমান হইলে তত্ত্বজ্ঞান, ইহার প্রথমভাগ বৃদ্ধ হইলে বাক পাটব্য, দ্বিতীয় হইতে ব্যাপার, তৃতীয় হইতে কৌশল্য, এবং কনিষ্ঠিকা যদি অনামিকার তৃতীয়

পর্ব্বের কিছু উপর হয় তবে পৌরুষ, ধন, শৌর্য্য বন্ধুপ্রীতি লাভ করিয়া থাকে।

অঙ্গুলি স্থিত রেখা।

যবরেখা হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর অঙ্গুলিতে ও থাকে; যে ব্যক্তির এই রেখা থাকে, তাহার ধন ধান্য সম্পত্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠে যদি চতুরস্র এক রেখা থাকে, তবে রাজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গুলির প্রত্যেক পর্ব্বে চারিটি ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে শুভ প্রাপ্তি, ৩টি থাকিলে সামান্য স্থিতি, ২টি থাকিলে সামান্য ভোগ, ১টি থাকিলে বৈরাগ্য ঘটিয়া থাকে; অঙ্গুলিস্থিত সমুদয় রেখা ১৩টি হইলে অত্যন্ত কষ্ট, দুঃখ, ১৪ হইলে সুখভোগ, ১৫টি হইলে চৌর কর্ম্ম, ১৬টিতে দূত, ১৭টিতে পাপ, ১৮টিতে ধন, ১৯টিতে পূজিত, ২০টিতে তাপসত্ব এবং ২১টিতে মাহাত্ম্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। চারিটি অঙ্গুলির প্রথম চারিটি ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট আটভাগে ৩২ রেখা থাকিলে সুখ, ৩১টি থাকিলে শোক, ৩৩ হইতে ৩৬টি পর্য্যন্ত থাকিলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। অঙ্গুষ্ঠের ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা প্রভুত্ব লাভ হয়। ইহার প্রথম রেখা সন্তান সংখ্যা বলিয়া দেয়, এই রেখাতে যদি একটি শাখা বহির্গত হয়, তবে পুত্র সন্ততি, এবং কেবল একটি থাকিলে স্ত্রী সন্ততি জন্মে। কনিষ্ঠিকার অন্ত্যভাগে যদি দুই রেখা হয়, তবে বাল্যাবস্থায় সুখ, অনামিকাতে দুই রেখা থাকিলে বিদ্যালাভ; মধ্যমাতে দুই রেখা থাকিলে, স্ত্রী ও সন্তান ভোগ; তর্জ্জনীতে দুই রেখা থাকিলে কার্য্য সাধন এবং অঙ্গুষ্ঠে দুই রেখা থাকিলে সাংসারিক সুখেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

চক্র চিহ্ন—১টি থাকিলে সুখ, ২টি থাকিলে রাজসম্মান, ৩টি থাকিলে দ্রব্য ও লোক সঞ্চার, ৪টি থাকিলে পাণ্ডিত্য দারিদ্র, ৫টিতে স্ত্রী লোলুপতা, ৬টিতে কাম, ৭টিতে শুভ, ৮টিতে জড়তা, ৯টিতে প্রভুত্ব, ১০টিতে যোগ ঘটিয়া থাকে।

শংখ—১টিতে সুখ, ২টিতে দারিদ্র, ৩টিতে দুর্গুণ, ৪টিতে সদ্গুণ, ৫টিতে দারিদ্র্য, ৬টি হইতে সামর্থ্য, ৭, ৮, ৯, ১০ হইতে প্রভুত্ব লাভ হয়।

করতল।

হস্তস্থিত চিহ্ন সকলের আলোচনা করিয়া উহার ষড়্‌বর্গ বলিবার জন্য

সামান্যরূপ উহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে। করতল যদি দুর্ব্বল বা পাতলা, অত্যন্ত কোমল ও সূক্ষ্ম হয়, তবে ধৈর্য্যরহিত অজ্ঞানী, কিন্তু গাম্ভীর্য্য শূন্য, ন্যায় শক্তি, কার্য্য নির্ব্বাহন সমর্থ হয়। এইরূপ হাত বিশিষ্ট লোক হয় নাই।

বাহু যদি সব শরীরের অনুরূপ হয়, এবং করতল অঙ্গুলির অনুরূপ হয় ও কঠিন না হয়, অথচ দৃঢ় ও কোমল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবান দৃঢ় চিত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল গুণ অধিক হইলে স্বকীয় যশ, ও মান বিশিষ্ট ও স্বাভিমানযুক্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ হস্তবিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি সকলের পর্ব্ব যদি করতলের অনুরূপ হয় তবে ক্রূর, জ্ঞান রহিত হইয়া থাকে। করতল স্থূল এবং মধ্যস্থলে গর্ত্ত থাকিলে, অদৃষ্ট হীন, ইহার কার্য্যনাশ ও হানি হইয়া থাকে। ইহাতে করতল রেখা ও হস্তভেদের পূর্ব্বে ইহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য হয়, সমুদয় হস্ত পরিশীলন (বিশেষ দৃষ্টি) অনুসারে সাত প্রকার হইয়া থাকে।

(১) রেখাহীন হস্ত।—হই ছোট, বক্র অঙ্গুষ্ট, করতল কঠিন, ধনরেখা শূন্য ইত্যাদি চিহ্ন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার হস্ত সামান্যত কোল, ভীল, নাগা ইত্যাদি অসভ্য বন্যজাতির মধ্যে দেখা যায়, এই প্রকার হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি যোজনাশক্তি বিরহিত, অল্পে সন্তুষ্ট, সবল ও কোমল বুদ্ধি, চিরকাল যেরূপ হইয়াছে সেইরূপ ঘটিবে এবং সেইরূপ কার্য্য কারী হইয়া থাকে।

(২) ফুলা এবং উচ্চ হস্ত।—এতাদৃশ হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ অর্দ্ধবৃত্তা কার হয়। এই পুরুষ কার্য্য নির্ব্বাহ সমর্থ, ন্যায় পথাবলম্বী ও পরিশ্রমী হয়, মহারাষ্ট্র এবং রাজপুত্র সকলের এইরূপ হস্ত হইয়া থাকে।

(৩) শিখর সদৃশাঙ্গুল হস্ত।—এই প্রকার হস্তের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাব গোপুচ্ছের ন্যায়, প্রত্যেক পর্ব্ব বর্দ্ধিত, অঙ্গুষ্ট ছোট, তলভাগ কিঞ্চিৎ স্থূল, হইয়া থাকে, এইরূপ হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি কতক পরিমাণে যোজনা শক্তি বিরহিত, ভোগ স্বেচ্ছার বাঞ্ছাশীল, ক্রোধী হয়, কিন্তু ইহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও ইহার প্রেম একের প্রতি হয় না।

(৪) চতুষ্কোণ হস্ত।—এই প্রকার হস্ত অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল হয়, তলভাগ গর্ত্তের ন্যায়, অঙ্গুলি সকলের পর্ব্বচিহ্ন স্পষ্ট অর্থাৎ অঙ্গুলি গ্রন্থির উপরিস্থ চিহ্ন প্রকাশমান, অঙ্গুষ্ঠ দীর্ঘ, নখ হ্রস্ব হয়। এতাদৃশ ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহ সমর্থ, সমাজে মিলনগুণ বিশিষ্ট, দেখিতে আচারবান, গর্ব্ব রহিত, তন্ত্রী, সহজসদ্‌গুণী বিধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) পর্ব্বচিহ্ন সহিত হস্ত।—ইহা মৃদু এবং কুঞ্চিত, অঙ্গুলি সকলের ২ পর্ব্ব শুভ্র, অঙ্গুষ্ঠের দুইভাগ সমান পরিমাণ, অঙ্গুলি সকলের উপরিভাগ গো খুরাকার, এইরূপ হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি কবীশ্বর, সূক্ষ্মদর্শী, যোজনাশক্তিসম্পন্ন, সকল লোকের কল্যাণপ্রার্থনাকারী হইয়া থাকে, এবং কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যারম্ভ করেনা।

(৬) অগ্রবান হস্ত।—এই প্রকার হস্তের অঙ্গুলি দীর্ঘ, পাতলা, চিক্কণ, অগ্রভাগ হস্তী শুণ্ডাগ্রভাগের ন্যায়, অঙ্গুষ্ঠ ছোট, পর্ব্ব হ্রস্ব হয়। এতাদৃশ হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি, সহসা কার্য্যে নিযুক্ত, ব্রহ্মচিন্তা নিরত, মন্ত্রজ্ঞ হইয়া থাকে। তপস্বীদিগের হস্ত এইরূপ হয়।

(৭) মিশ্র হস্ত।—পূর্ব্বোক্ত ছয়টী লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত লক্ষণ অনুসারেই ইহার ভাব জানিতে হয়। এইরূপ চিহ্নের হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্পূর্ণ কার্য্য করিতে অশক্ত হইয়া থাকে, কোন কার্য্যই উত্তমরূপে করিতে পারেনা।

গ্রহ স্থান।

কর চিত্রপট হইতে ইহাদের স্থান নির্ণয় করিতে হয়। উক্ত চিত্রপটে বু, সূ, কু, শ, শু, চ, গু, এই কয় চিহ্ন বিশিষ্ট স্থানে বুধ, সূর্য্য, কুজ, শনি, শুক্র, চন্দ্র ও গুরু এই সকল গ্রহের স্থান জানিতে হইবে। এই গ্রহ সকলের স্থানবল হইতে মনুষ্যগণের শুভাশুভফল নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাতে আরও দেখিতে হইবে যে, কোন গ্রহের স্থান বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও তদনুকুল ফল কত পরিমাণ হয়। যদি ইতর গ্রহ সকলের স্থানবৃদ্ধি হয়, তবে মিশ্রফল জানিতে হইবে। যেমন শনির স্থানবৃদ্ধি হইলে, জাগরূক পূর্ব্বাপর ফলজ্ঞান বিনা সব কার্য্যে প্রবৃত্তি, মনস্তাপ, নীচ বাণিজ্যের ইচ্ছা হইয়া থাকে। এক্ষণে যে হস্তে

এইরূপ ফল হয়, উহাতে যদি বুধস্থান বৃদ্ধি হয়, তবে বৈদ্যশাস্ত্র জ্ঞাতা, মাতা পিতার অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকে। আর শুক্রস্থান ও শনিস্থান উভয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অসহন, গর্ব্ব ইত্যাদি ফল লাভ হয়। চন্দ্রস্থান এবং শনিস্থান এই উভয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যোগজ্ঞান, আর যদি গ্রহস্থানে এক রেখা হয়, তবে গ্রহস্থানকে দৃঢ় করিয়া থাকে। ঐ রেখা যদি (+) যোগ চিহ্নের সমান হয়, তবে ফল পরিপাক হয়না জানিতে হইবে। তিনটী রেখা হইলে দুরদৃষ্ট, অনেক হইলে সেই গ্রহের প্রাবল্য বুঝিতে হইবে।

সূর্য্য স্থান।—যাহার হস্তে সূর্য্যস্থান চিহ্ন উচ্চ হয়, তাহার ফল, জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যের মহাদশাতে যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহাই ঘটিয়া থাকে। এইস্থান সুলক্ষণ সম্পন্ন হইলে সর্ব্বতঃ কীর্ত্তিমান, ধনোপার্জ্জন কর্ত্তা, বিজয়ী, সৌন্দর্য্যবান, সহনশীল হইয়া থাকে। আর স্বকীয় সামর্থের আজীবন দৃঢ় রাখিতে ইচ্ছাবান, সর্ব্বদা ধনী, ন্যায়পথে ধৈর্য্যের সহিত প্রবৃত্ত থাকে। (এই স্থান সুলক্ষণ সম্পন্ন হইলে, উহাতে ১ রেখা বা ৩ রেখা হইয়া থাকে) এক রেখা থাকিলে অদৃষ্টবান, দুই রেখা দ্বারা কার্য্যহানি ঘটিয়া থাকে।

যাহার হস্তে চন্দ্রস্থান উচ্চ থাকে, তাহার জ্ঞান, যোজনাশক্তি জন্মিয়া থাকে। শুক্রস্থান উচ্চ হইলে স্নেহ স্বভাব, বুধস্থান উচ্চ হইলে ন্যায়াসক্তি ইত্যাদি গুণ উপরোক্ত চিহ্নবিশিষ্ট লোকের জন্মিয়া থাকে। ইতর স্থান সকলেরও ফল এইরূপ রীতি অনুসারে ঘটিয়া থাকে।

কুজ স্থান।—হস্তে কুজস্থান উচ্চ হইলে ধৈর্য্যবান, এবং দলপতি হইবার যোগ্য হয়। যে ব্যক্তির এই স্থান উচ্চ থাকে তাহার শীঘ্র বিবাহ হয় এবং ইহার হস্ত কঠিন হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির অধস্থ তৃতীয় ভাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত চন্দ্রস্থানে অনেক রেখা থাকিলে মনুষ্য ক্রুর ও ক্রোধী হয়। আর ঐস্থানে যদি অনেক রেখা না থাকে তবে মনুষ্য ধৈর্য্যধ্বংসী, অতি দুষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানবিশিষ্ট ব্যক্তির সূর্য্যস্থান উচ্চ হইলে ন্যায়পথাসক্তি, সহনশীল, চন্দ্রস্থান উচ্চ হইলে প্রয়াণেচ্ছা, শুক্রস্থান উচ্চ হইলে গানেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

চন্দ্র স্থান।—এই স্থান চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তির হস্ত উচ্চ ও অঙ্গুলি অগ্র-

বিশিষ্ট হইলে এবং এইস্থান মণিবন্ধের নিকটস্থ হইলে শুভ অর্থাৎ মনুষ্য সন্মার্গ প্রবৃত্ত এবং সর্ব্বদা একাকী থাকে। এই স্থান যদি পূর্ব্বোক্তরূপ না হয়, তবে কল্পনাশক্তি কিছুই থাকে না, ইহার যদি বুধস্থানউচ্চ হয়, তবে স্বভাব ব্যতিরেকক্রিয় অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধকার্য্যকারী, শুক্রস্থান উচ্চ হইলে প্রেমাধিক্য ও শনিস্থান উচ্চ হইলে স্বাভিমান ঘটিয়া থাকে।

শুক্র স্থান।—এই স্থানবিশিষ্ট ব্যক্তির হস্ত লোল ও স্থূল হইয়া থাকে। ইহার অঙ্গুলি ছোট, অঙ্গুষ্ঠের বাদনশক্তির উপযুক্ত স্থান ছোট, এই ব্যক্তি গানবিদ্যাকুশল হইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাভিলাষী হয়। আর এইস্থান যদি পূর্ব্বোক্তরূপ না হয়, তবে সুস্থ, বুধস্থান পর্য্যন্ত রেখা ব্যাপ্ত হইলে অদৃষ্টসূচনা ঘটাইয়া দেয়। ইতর গ্রহ সকলের ফল জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত সেই সেই গ্রহের অনুকূল কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

রেখা।

রেখা যদি স্পষ্ট এবং মধ্যভাগ কঠিন হয় তবে ফল পরিপাকের সম্ভাবনা থাকে। আর তাহা না থাকিলে ফল পূর্ণ হয় না। রেখা যদি পাণ্ডুবর্ণ হয়, তবে ধৈর্য্য রহিত, রক্তবর্ণ হইলে ধৈর্য্যবান, সদ্গুণবান, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে জাগরূক, আশাবান, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে ধূর্ত্ত ও অভিমানী হইয়া থাকে।

মৎস্য রেখা।—মনুষ্যের হস্তে এইরূপ চিহ্নের রেখা থাকিলে পুণ্যকর্ম্মসিদ্ধি ও পুত্রসন্তান লাভ ঘটে। তুলারেখার পার্শ্বরেখা হইতে বাণিজ্যে ধনবৃদ্ধি, কমল, খড়্গ, কোণ রেখা এবং ধনু রেখা হইতে দ্রব্য সম্বন্ধীয় সুখ, শঙ্খ রেখা হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রবীণতা, ধ্বজরেখা হইতে বেদান্তবিদ্যাবিৎ, মাসরেখা হইতে সাংসারিক সুখ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সকল রেখা হইতে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নিপুণ কবি হইয়া থাকে। ধ্বজ, ছত্র, বাণ, মণ্ডল রেখা রাজত্ব সূচনা করিয়া থাকে। এইরূপ কঙ্কন, ধ্বজ, পর্ব্বত রেখা সাচিব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অশ্ব, হস্তী, লতা এবং সূর্য্য রেখা হইতে মনুষ্যের সুখলাভ ঘটিয়া থাকে।

পুরুষ রেখা বা আত্ম রেখা।—এই রেখা এবং স্ত্রীরেখা হস্তচিত্রপট দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। যাহার হস্তে এই রেখাদ্বয় সম্মিলিত থাকে, তাহাদের স্ত্রী পুরুষে বিশেষ প্রীতি জন্মিয়া থাকে। সামান্যরূপ মিলিত থাকিলে অর্থাৎ মিলন স্থানে খণ্ডন, ছেদ আদি থাকিলে, সামান্য প্রীতি জন্মিয়া থাকে। দুইটি পরস্পর বিভক্ত হইলে বিবাহাভাব ঘটে, অথবা যদিও বিবাহ হয় তাহা হইলে পরস্পর বৈরতা জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী এবং পুরুষ রেখা যদি সম্মিলিত হইয়া, পরে পুংরেখার কতকদূর ব্যাপ্ত থাকে, তবে পুত্র-

সন্তান এবং স্ত্রীরেখা কতকদূর ব্যাপ্ত থাকিলে কন্যাসন্তান জন্মিয়া থাকে। উক্ত ব্যাপ্ত রেখা যদি শাখা রহিত হয় তবে, ঐ ব্যক্তি সন্তান বিহীন হয়, এবং শাখা ভঙ্গ হইলে সন্তান ভঙ্গ বা সন্তান নাশ ঘটিয়া থাকে।

ধন রেখা।—হস্তের চিত্রপটে এই রেখার যেরূপ প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির হস্তে ঐরূপ রেখা থাকে, তবে ধনভাগ্য এবং অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। পরমায়ু রেখার সহিত ধনরেখাকে ত্রৈরাশিকের নিয়মানুসারে ভাগ দিলে, পরমায়ু রেখার যে ভাগে ধনরেখা ছেদ করিবে, অর্থাৎ যত বৎসর পরিমিত সংখ্যাতে ছেদ করিবে, তত পরিমিত পরমায়ু সময়ে উক্ত ব্যক্তির ধন লাভ ঘটিয়া থাকে। যেমন যদি পরমায়ু রেখা ১০০ বৎসর পরমায়ু সূচনা করে, তবে উহাকে ৬ দিয়া ভাগ দিলে ১৬ বৎসর ৮ মাস হয়। এক্ষণে ধন-রেখাও বিভক্ত হইয়া যে সময়ের পরিমাপক স্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইবে, সেই সময়ে ধনাগম জানিতে হইবে। আর যদি ধনরেখা না থাকে, তবে ধনাগম হইবে না ইহাও বুঝিতে হইবে। (৬ অথবা কোন এক রাশি দ্বারাও ভাগ দেওয়া যায়।)

ধনাগমের কারণ অনেক প্রকার, অপর রেখা হইতেও ধনলাভ ঘটে এবং ইহাই ধনাগমের অপর কারণ। হস্তকে পরীক্ষা করিয়া পরে হস্তস্থিত অশ্ব, গজ, মৎস্য, ধ্বজ, ফল এবং সূর্য্যাদি রেখা হইতেও ধনলাভ হইয়া থাকে, এইরূপ অবগত হইতে হইবে। মনুষ্যের ধনরেখার সহিত পিতৃরেখার যদি সংস্রব থাকে, তবে পিত্রার্জ্জিতধনে, এবং আয়ুরেখার সহিত উক্ত ধনরেখার সম্বন্ধ থাকিলে উক্ত ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত ধনদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হস্তরেখা সকলের ফল, পুরুষ এবং স্ত্রীসকলের সমানই হয়, কেবল বিশেষ এই যে, পুরুষের দক্ষিণহস্ত এবং স্ত্রীলোকের বামহস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়।

আয়ুষ্য বা পরমায়ু রেখা।—হস্ত চিত্রপটে যেরূপ পরমায়ু রেখা অঙ্কিত আছে মনুষ্যের হস্তে ঐরূপ রেখা থাকিলে ১০০ বৎসর পরমায়ু হয়; আর অর্দ্ধ থাকিলে ৫০ বৎসর। এইরূপ নিয়মানুসারে, রেখার পরিমাণ দেখিয়া আয়ুর পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। ঐ রেখা হইতে যদি শাখা নিঃসৃত হয়, তবে সামান্য রোগ হইতে এবং ঐ শাখা বিশেষরূপ হইলে অধিক রোগে পীড়িত হয়, এবং মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া গেলে উক্ত ব্যক্তির আঘাত প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। (যুরোপীয় পণ্ডিতেরা পরমায়ু রেখাকে কারুণ্য রেখা বলেন।) আয়ুষ্য নির্ণয় অনেক প্রকার, প্রসঙ্গক্রমে তাহা বলা যাইতেছে। কপালদেশে ৫টি রেখা থাকিলে লোকের পরমায়ু ১০০ বৎসর, ৪টি থাকিলে ৮০ বৎসর, ৩টি থাকিলে ৬০ বৎসর, এইরূপ প্রত্যেক রেখা দ্বারা মনুষ্যের পরমায়ু

২০ বৎসর/ বুঝিতে হইবে। মতান্তরে হিন্দুস্থানীয় ব্যক্তিগণ পুরুষরেখাকেও পরমায়ু রেখা বলিয়া থাকে, ইহার কারণ পরমায়ু নির্ণয় করিবার সময়ে ইহারও পরীক্ষা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আয়ুষ্য রেখার উপর অপর যে একটি রেখা থাকে তাহা নিজ স্ত্রী বা অপর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি সূচনা করিয়া থাকে। ইহার নিম্নভাগস্থিত রেখা সন্তানের প্রকাশক হয়। সন্তানফল বলিবার সময় পূর্ব্বোক্ত সন্তানজ্ঞাপক লক্ষণ সকলও বিবেচনা করিয়া লওয়া উচিত। মহর্ষি গর্গের মতে অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগস্থিত যে সমুদয় রেখা আছে তাহা দ্বারা সন্তান বলিয়া দেয়।

আরোগ্য রেখা।—এই রেখা পুরুষরেখার পার্শ্বস্থ মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ধনরেখা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে, ইহা সুন্দর হইলে, মনুষ্যের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, আর যদি এই রেখা পুরুষরেখার সহিত মিলিত হয় তবে অশুভ ঘটিয়া থাকে।

বিদ্যা রেখা।—ইহা অনামিকা অঙ্গুলির নিচে থাকে, ইহাকে যশোরেখাও বলিয়া থাকেএবং সূর্য্যস্থানের নিকট থাকিয়া সূর্য্যস্থানের ফলকে দৃঢ় করিয়া থাকে। এই রেখা শুভ্র এবং শাখাবিশিষ্ট হইলে বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনায় পরিশ্রম করিয়া থাকে।

ভ্রাতৃ রেখা।—কনিষ্ঠার অধোভাগে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা যদি পরিস্ফুট না হইয়া সূক্ষ্ম হয়, তবে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে এবং যদি দৃঢ় হয় তবে ভ্রাতৃবর্গ আয়ুষ্মান হইয়া থাকে।

ভগিনী রেখা।—ইহা পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃস্থানে শাখা সহিত থাকে।

মাতৃ রেখা।—অঙ্গুষ্ঠস্থিত ধনরেখার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকে। এই রেখা যদি উত্তম থাকে, তবে মাতৃবর্গের ফল স্থিতি বলিয়া থাকে।

পিতৃ রেখা।—করতলস্থিত ধনরেখার উত্তর পার্শ্বে থাকে।

মৎস্য রেখা।—ধনরেখা ও আত্মরেখার মধ্যস্থলে মণিবন্ধের নিকট থাকে। ইহা শুভপ্রদা হয়। ইহাতে পুণ্যকর্ম্ম সিদ্ধি, দ্রব্যলাভ ও পুত্রসন্ততি জন্মিয়া থাকে।

চতুষ্কোণ রেখা।—এই রেখা করতল বা অঙ্গুলিতে চতুষ্কোণাকৃতি হয়। ইহা শুভ্র হইলে মনুষ্যের শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে।

ত্রিকোণ রেখা।—এই রেখা ত্রিকোণাকার এবং ইহা যাহার হস্তে থাকে তাহার শুভ হইয়া থাকে।

ইতর রেখা।—কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিচে দুই রেখা থাকিলে বাল্যসুখ,

অনামিকার নিচে থাকিলে বিদ্যাভ্যাস, মধ্যমার নিচে থাকিলে ধন ও কন্যা-সন্তান, ভোগ, তর্জ্জনীতে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, ধ্বজরেখা থাকিলে পাণ্ডিত্য, রাজত্ব, খড়্গরেখা থাকিলে ধৈর্য্য, ছত্ররেখা থাকিলে কার্য্য নিপুণতা প্রকাশ, ইত্যাদি রেখা সকলের লক্ষণ জানিয়া তাহার ফল বুঝিতে হইবে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের হস্তের পার্থক্য।

কার্য্য ও অভ্যাস দ্বারা হস্তস্থিত রেখা সকলের আকৃতির স্বরূপ ও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কেননা ইহা অধিক হইলে হস্ত কঠিন এবং মৃদু হইয়া থাকে এবং অঙ্গুলি স্থূল ও হ্রস্ব হইয়া যায়। স্ত্রী এবং পুরুষের হস্তরেখার চিহ্নের অনেক পার্থক্য দেখা যায়; ইহা দ্বারা যোজনা অনুরাগ বাঞ্ছা ইত্যাদি বিষয়ক ভাবাদিতেও উভয়ের ভেদ দেখা যায়। যেরূপ স্ত্রীতে পুরুষের অপেক্ষা অনুরাগ অধিক আছে, এই কারণে উহাদের অঙ্গুলি অগ্রসহিত হইয়া থাকে। স্ত্রী সকলের অঙ্গুলি পর্ব্বচিহ্নবিহীন ও সূক্ষ্ম হইলে যোজনাকার্য্যে বিশেষ সামর্থ্য থাকে না, অঙ্গুষ্ঠ বড় হইলে জাগরূক প্রেম, এবং সূক্ষ্মজ্ঞানাভাব (সূক্ষ্মজ্ঞানের অভাব স্ত্রীলোকের সাধারণ লক্ষণ হয়) স্ত্রীলোকের অঙ্গুলি গো-খুরের আকার ধারণ করিলে, স্বামীর উক্ত স্ত্রীতে অতি প্রীতিমান এবং ইহার অভাবে স্বামীর অলস অর্থাৎ উদাসীন দৃষ্টি লাভ করে। করতল ছোট ও স্নিগ্ধ, অঙ্গুলি সূক্ষ্ম ও ছোট অঙ্গুষ্ঠ বিশিষ্ট স্ত্রী সকলগুণসম্পন্ন, বিশেষ অনুরাগ সংযুক্তা ভর্ত্তৃ অভিলাষিণী হয়। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলি অনেক প্রকার হয়। সেজন্য এই সকল জানিবার ইচ্ছা বিষয়ের বিষয়ীভূত। স্ত্রীদিগের হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর একত্র করিলে যদি ছিদ্র না থাকে তবে উদারতা শূন্যা, অত্যাশাযুক্তা হয়। বিশেষ প্রভেদ পুরুষ সামুদ্রিক হইতে জানিয়া লইতে হইবে এবং রেখার ইতর চিহ্ন সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফল জানিতে হইবে।

অঙ্গরাশি আদির বিবরণ।

গর্গাদি প্রাচীন ঋষিগণ, পুরুষের অঙ্গরাশি নির্ণয়, স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ নক্ষত্র নির্ণয় এই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আরও জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ কল্যাণ বর্ম্মাদিও এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, অতএব স্ত্রী ও পুরুষ সকলের রাশি, অঙ্গ বিভাগ করিয়া তবে এই শাস্ত্র শেষ করা যাইবে।

পদ্মনাভলম্পাকা হইতে—(পুরুষের)

অণ্ডাঙ্ঘ্রি কুক্ষি বক্ষোদোঃ শিরাংস্যক্ষাদি দক্ষিণে।
ক্রমাদ্বামেতু কৌর্প্যাদি ব্যুৎক্রমাত্মানি নির্দিশেৎ॥

অর্থ।—দক্ষিণ অণ্ড বৃষভ, দক্ষিণ পদের মিথুন, দক্ষিণ উদরের কর্কট,

দক্ষিণ বক্ষের সিংহ, দক্ষিণ হস্তের কন্যা, দক্ষিণ মস্তকের তুলা, বাম মস্তকের বৃশ্চিক, বাম হস্তের ধনু, বাম বক্ষের মকর, বাম উদরের কুম্ভ, বামপদের মীন, বাম অণ্ডে মেষ এই প্রকারে কালপুরুষের অঙ্গ বিভাগ রাশি সকলের উপর করা হইয়াছে।

বৃহজ্জাতকে—

কালাঙ্গানি বরাঙ্কমাননমুরো হৃদ্‌কোঙ বাসোভৃতো
বস্তির্ব্যঞ্জনমূরুজানুযুগলে জঙ্ঘে ততোহঙ্ঘ্রি দ্বয়ম্‌ ॥

অর্থ।—মেষ মুখ, বৃষ বক্ষ, কর্কট হৃদয়, সিংহ উদর, কন্যা কটি, তুলা নাভি, বৃশ্চিক লিঙ্গ, ধনু উরু, মকর জানু, কুম্ভ জানুর নিম্নস্থ পদের পশ্চাদ্ভাগ, মীন পাদ। হোরা শাস্ত্রানুসারে কালপুরুষের অঙ্গবিভাগ এইরূপে করা হইয়াছে।

কাল নরস্থা যবং পুরুষাণাং কল্পয়েৎ প্রসবকালে।
সদসদ্‌গ্রহসংযোগাৎ পুষ্টাস্নোপদ্রবাশ্চেতি ॥

অর্থ।—প্রসবকালে শুভ ও অশুভ গ্রহ সংযোগে কালপুরুষের অঙ্গ বিভক্ত রাশি সকল দ্বারা পুরুষের অঙ্গ পুষ্ট, শোভন এবং উপদ্রব সকল জানিতে হয়।

হস্তদর্শন প্রশ্নকালে, রাশিসকল অনুকূল গ্রহবল দ্বারা অবয়ব সকলের বৃদ্ধি ক্ষয় ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হয়। (কল্যানবর্ম্ম নির্ম্মিত স্ত্রীজাতকে উক্ত স্ত্রীসকলের)—

নারীচক্রে মস্তকে ত্রীণি ভানি বক্তে ভানাং সপ্তকং স্থাপনীয়ম্‌।
প্রত্যেকস্যৈর্ব্বেদ তারাবুরোজে তিস্রস্তারা হৃৎপ্রদেশে নিবেশ্য ॥
নাভৌদেয়ং ভত্রয়ং ত্রীণিগুহ্যে পাদদ্বন্দ্বে চৈবচত্বারিভানি।
যোষিচ্চক্রেকল্পয়েদুক্তরীত্যা ভানোর্ধিষ্ণ্যাচ্চন্দ্রধিষ্ণ্যাবধিস্থম্‌ ॥

অর্থ।—স্ত্রীচক্রে সূর্য্যনক্ষত্র হইতে চন্দ্রনক্ষত্র পর্য্যন্ত; যেরূপ স্ত্রী মস্তকের উপর মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী এই তিন নক্ষত্র; মুখের উপর হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই সাত নক্ষত্র; স্তনদ্বয়ের উপর পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই চারি; হৃদয়ের উপর শতভিষা, পূর্ব্বাভাদ্রপদা ও উত্তরাভাদ্রপদা এই তিনটি; নাভিতে রেবতী, অশ্বিনী ও

ভরণী এই তিনটি ; অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপর্ব্বে কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই তিনটি ; শেষ-পর্ব্বে আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই চারিটি নক্ষত্র সংযোগ করিয়া নক্ষত্র সকল নির্ণয় করিতে হয়।

স্ত্রী জনন সময়ে যদি কপালস্থ নক্ষত্র থাকে তবে সন্তান লাভ হয় ; এইরূপ মুখস্থ নক্ষত্র হইলে সুখ, স্তনদ্বয়স্থ নক্ষত্র হইলে বিনয়, হৃদয়স্থ নক্ষত্র হইলে সৌভাগ্যাধিক্য, নাভিস্থ নক্ষত্র হইলে পতিচিন্তা, যোনিস্থ নক্ষত্র হইলে কাম-প্রবৃত্তি, পাদস্থ নক্ষত্র হইলে কষ্ট, পীড়া ইত্যাদি অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত এই স্থানে উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। বিশেষ ইতর সামুদ্রিক ফল সকল জ্যোতিষশাস্ত্র মধ্যে রাশি নক্ষত্র ফলের বিচার করিয়া এতৎ সম্বন্ধীয় ফল কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

হস্তের অঙ্গুলির যে মধ্যভাগ উহা দ্বাদশ রাশি দ্বারা বিভক্ত। করতলস্থ গ্রহস্থান সকলের ফল পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, এক্ষণে রাশি স্থানের ফল বলা যাইতেছে। যেরূপ মেষ ভাগ বৃদ্ধি হইলে কঠিন স্বভাব, অল্প যুক্ত হইলে অল্প সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। বৃষভ ভাগ বৃদ্ধি হইলে সৌম্যপ্রকৃতি এবং ভূমি লাভের ইচ্ছা বিশিষ্টা হয়। মিথুন ভাগ বৃদ্ধি হইলে পৌরুষবিশিষ্ট, বাতগ্রস্ত শরীর, সেবকবৃত্তি অবলম্বনকারী হয়। কর্কট ভাগ বৃদ্ধি হইলে ব্রাহ্মণভক্তি, সন্তানৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। সিংহ ভাগ বৃদ্ধি হইলে ধৈর্য্যশীল ও বিশ্বস্ত হয়। কন্যা ভাগ বৃদ্ধি হইলে সৌন্দর্য্য, স্ত্রীস্বভাব এবং ধৈর্য্যহীন হয়। তুলা ভাগ বৃদ্ধি হইলে বাণিজ্যে লাভ, পুত্রাভাব, মনঃকষ্ট ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। বৃশ্চিক ভাগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তি, সন্তান বৃদ্ধি এবং লাভ হয়। ধনু ভাগ বৃদ্ধি হইলে শৌর্য্য, ধর্ম্ম ও গুণবান হয়। মকর ভাগ বৃদ্ধি হইলে কলত্র, সৌখ্য ও নির্ব্বল সন্ততি লাভ হয়। কুম্ভ ভাগ বৃদ্ধি হইলে কঠিন শরীর, দুঃখ ও পরদার রতি জন্মিয়া থাকে। মীন ভাগ বৃদ্ধি হইলে পাণ্ডিত্য, দ্রব্যলাভের ইচ্ছা, শত্রুজয় ইত্যাদি হয়। এইরূপ ভাগ বা রাশি স্থান বৃদ্ধি দ্বারা ফল নির্ণয় করিতে হয়। মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যদি হস্তে রাশি এবং তাহার অধিপতি এই উভয় ভাগ বৃদ্ধি হয়, তবে বিশেষ ফললাভ জানিতে হইবে। (মেষাদি রাশি সকলের ভাগ চিত্রপট দেখিয়া বুঝিতে হইবে।)

সমাপ্ত।